মাসিক

আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তুমি দেখবে কোন বান্দার গোনাহ ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে দুনিয়ায় তার প্রিয় বস্তু সমূহ প্রদান করছেন, তখন বুঝে নাও যে, মূলতঃ এটা অবকাশ মাত্র। তিনি দেখছেন এভাবে সে কতদূর যেতে পারে' *(আহমাদ হা/১৭৩৪৯; মিশকাত হা/৫২০১; ছহীহাহ হা/৪১৩)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web : www.at-tahreek.com
২৫তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা
জুলাই ২০২২

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة و أدبيـــة

جلد : ٢٥، عدد : ١٠، ذوالحجة ومحرم ١٤٤٣-٤٤هـ/ يوليو ٢٠٢٢م

رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

পরিচিতি : উত্তর কিরগিজিস্তানের চুই উপত্যাকার কটমক শহরে অবস্থিত একটি মসজিদ।

دعوتنا

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-

٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-

٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

"التحريك" مجلة شهريـــة ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly **AT-TAHREEK**

Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.

Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.

Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Rajshahi, Bangladesh.

Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK Nawdapara (Aam Chattar, Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154,
Circulation Department : 01558-340390, E-mail: tahreek@ymail.com

Monthly AT-TAHREEK has been running since September 1997 from Rajshahi, Bangladesh. It is a reputed Islamic research Journal of Bangladesh, preaches true features of Islam based on the way pious predecessors (Salaf Saleheen). This journal is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, directed to establish a pure Islamic society in Bangladesh based upon the pure Tawheed and Sunnah.

মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

বইটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়

- কুরবানীর পরিচয়, গুরুত্ব ও ফযীলত।
- কুরবানীর উদ্দেশ্য ও ইতিহাস।
- ঈদায়নের মাসআলা-মাসায়েল।
- কুরবানী করার সঠিক নিয়ম-পদ্ধতি।
- কুরবানী সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা-মাসায়েল।
- আক্বীক্বা সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল।
- শিশুদের চার শতাধিক ইসলামী নাম।

পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০। ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক

আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة و أدبيـــة

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৫তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

যুলহিজ্জাহ-মুহাররম ১৪৪৩-৪৪ হি.
আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৯ বাং
জুলাই ২০২২ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
(আছর থেকে মাগরিব)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা

	সাধারণ ডাক/রেজিঃ ডাক	
বাংলাদেশ		৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◆ সম্পাদকীয় ০২

◆ প্রবন্ধ :

▶ ইবাদতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ০৩
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

▶ যুবসমাজের অধঃপতন : কারণ ও প্রতিকার *(২য় কিস্তি)* ০৮
-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

▶ সাকীনাহ : প্রশান্তি লাভের পবিত্র অনুভূতি ১৫
(পূর্ব প্রকাশিতের পর) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

▶ মাসায়েলে কুরবানী *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২১

◆ মনীষী চরিত :

▶ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) ২৫
(১০ম কিস্তি) -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

◆ ইতিহাসের পাতা থেকে :

▶ আইনে জালূত যুদ্ধ : তাতারদের বিজয়াভিযানের পরিসমাপ্তি ৩২
-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

◆ করণীয়-বর্জনীয় :

▶ ছালাতুয যোহা আদায়ে অভ্যস্ত হৌন! ৩৭
-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

◆ চিকিৎসা জগৎ :

▶ আম ও কাঁঠালের উপকারিতা ৩৮

◆ কবিতা : ৩৯

▶ পথের সন্ধান
▶ হকপন্থী কে?
▶ পুরুষ
▶ মহান ত্যাগের কুরবানী
▶ আল্লাহকে স্মরণ করি

◆ স্বদেশ-বিদেশ ৪০
◆ মুসলিম জাহান ৪১
◆ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪২
◆ সংগঠন সংবাদ ৪৩
◆ প্রশ্নোত্তর ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী | সম্পাদকীয় | ২৫তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা জুলাই ২০২২

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে কটূক্তি

ভারতের বৃহত্তম রাজ্য উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে অবস্থিত প্রাচীন ‘জ্ঞানবাপী মসজিদটি’ শিব মন্দির ভেঙ্গে করা হয়েছে বলে কিছুদিন পূর্বে মিথ্যা গুজব সৃষ্টি করা হয়। অতঃপর এর উপরে ‘টাইম্‌স নাউ’ টেলিভিশন চ্যানেল আয়োজিত একটি টকশোতে অংশ নিয়ে গত ২৬শে মে ২০২২ বৃহস্পতিবার ভারতের শাসক দল বিজেপির রাষ্ট্রীয় মুখপাত্রী নূপুর শর্মা (জন্ম ১৯৮৫) ও বিজেপির দিল্লী শাখার মিডিয়া ইনচার্জ নবীন কুমার জিন্দাল (জন্ম ১৯৭০) শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে কটূক্তি ও কুরুচিকর মন্তব্য করে। তাতে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ওআইসি এই ঘটনার নিন্দা জানায়। সঊদী আরব, কুয়েত, জর্ডান, লিবিয়া, ওমান, কাতার, বাহরাইন, ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া সহ বহু মুসলিম দেশ ভারতীয় রাষ্ট্রদূতদের তলব করে কড়া প্রতিবাদ জানায় এবং ভারতকে অবিলম্বে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানায়। সেইসাথে তারা ভারতীয় পণ্য বয়কটের ঘোষণা দেয়। অতঃপর প্রচণ্ড চাপ ও ব্যবসায়িক ক্ষতির বিষয় চিন্তা করে ভারত গত ৫ই জুন নূপুর শর্মা ও নবীন কুমার জিন্দালকে বিজেপি থেকে বহিষ্কার করে। জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক ৬ই জুন বলেন, আমরা দৃঢ়ভাবে সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতাকে উৎসাহিত করি’। ঘটনার ২০ দিন পর গত ১৬ই জুন রাতে যুক্তরাষ্ট্র এই ঘটনার নিন্দা জানায় এবং ঐ দু’জনকে বরখাস্ত করায় ভারতকে ধন্যবাদ জানায়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে এবং এখনো উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে। সবচাইতে মর্মান্তিক হ’ল, সহিংসতা দমনের নামে উত্তর প্রদেশে বেছে বেছে মুসলমানদের বাড়ীঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতে হিন্দু জাতীয়তাবাদী সন্ত্রাসীরা উৎসাহিত হয়ে মুসলিম নিধনে ও মুসলিম বিতাড়নে মত্ত হয়ে উঠেছে। ফলে ভারতের প্রসিদ্ধ হিন্দু লেখিকা অরুন্ধতি রায় বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, আমরা এখন হিন্দু ধর্মাবলম্বী গুণ্ডাদের দ্বারা শাসিত বলে মনে হচ্ছে এবং ভারত একটি হিন্দু ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে *(দৈনিক ইনকিলাব ১৯.০৬.২০২২)*। যদিও বাংলাদেশ ২০শে জুন’২২ পর্যন্ত সরকারীভাবে কোন প্রতিক্রিয়া জানায়নি। এটা দুঃখজনক।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, দুনিয়া যখন এই ঘটনার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত, তখন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের ষাটোর্ধ্ব বয়সের প্রবীণ আইনজীবী সাইফুর রেজা (সদস্য নং ৬৫১০) তার ফেসবুক পেজে রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে কটূক্তিমূলক পোস্ট দিয়েছেন। এতে বিক্ষুব্ধ আইনজীবীরা তাৎক্ষণিকভাবে বিক্ষোভ করেন। এক পর্যায়ে তার চেম্বারের চেয়ার-টেবিল-ডেস্ক ভাঙচুর করা হয়। অতঃপর ‘সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি’ যরূরী সভা ডেকে উক্ত আইনজীবীর সদস্যপদ স্থগিত করে। একইভাবে ‘খুলনা আযম খান কমার্স কলেজে’র এম.এ ক্লাসের ছাত্র ডুমুরিয়া উপযেলার কিঙ্কর কুণ্ডু (২৩) ফেসবুকে কটূক্তিমূলক পোস্ট দিয়েছে। ফলে শত শত গ্রামবাসী ১৬ই জুন বৃহস্পতিবার রাতে এর বিরুদ্ধে মিছিল করে এবং কুণ্ডুদের বাড়ীর বিচালী ও জ্বালানী রাখার ঘরে অগ্নিসংযোগ করে। তার পরিবার আগেই বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন ইসলামী দল এই নিন্দনীয় ঘটনার কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং অনেকে ভারতীয় দূতাবাস অভিমুখে মিছিল করেছে এবং এখনো করছে।

পৃথিবীর ৩য় বৃহত্তম মুসলিম দেশ এবং শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিমের এই স্বাধীন বাংলাদেশে বারবার রাসূল (ছাঃ) ও কুরআনের বিরুদ্ধে কটূক্তির ঘটনা ঘটছে। যেমন (১) দাঊদ হায়দার (জন্ম পাবনা ১৯৫২)। সে ১৯৭৪ সাল থেকে কলকাতায় নির্বাসিত। (২) সালমান রুশদী (জন্ম মুম্বাই, ভারত ১৯৪৭) ১৯৮৮ সালে কুরআনের আয়াত সমূহকে ‘স্যাটানিক ভার্সেস’ অর্থাৎ ‘শয়তানের উক্তি সমূহ’ বলে আখ্যায়িত করে। যার বিরুদ্ধে সারা মুসলিম বিশ্ব উত্তাল হয়ে ওঠে। ইরান ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে তার বিরুদ্ধে মৃত্যু পরোয়ানা জারী করে। ফলে সে এখন লণ্ডনে কার্যতঃ গৃহবন্দী। (৩) আনিসুল হক (জন্ম নীলফামারী ১৯৬৫) ব্যঙ্গ কার্টুন সমূহ রচনা করে (বর্তমানে ‘প্রথম আলো’র যুগ্ম সম্পাদক)। (৪) লেখিকা তসলিমা নাসরিন (জন্ম ময়মনসিংহ ১৯৬২)। সে ১৯৯৪ সালে কুরআন পরিবর্তনের দাবী করে। ফলে একই সালের ২৯শে জুলাই শুক্রবার ঢাকার মানিক মিয়াঁ এভেনিউয়ে ‘সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ’ আয়োজিত ২০ লক্ষাধিক মানুষের বিশাল সমাবেশে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করা হয়। তখন তৎকালীন বিএনপি সরকার তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে। সে এখন কলকাতায় কার্যতঃ গৃহবন্দী। (৫) ২০১০ সালের মার্চে মানিকগঞ্জের ঘিওর উপযেলার জনৈক প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ মজুমদার ১০ম শ্রেণীতে পড়ানোর সময় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘কুরআন মানুষের তৈরী একটি সাধারণ বই’। তিনি মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে কটূক্তি করেন। (৬) ২০১৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী নাস্তিক ব্লগার রাজীব হায়দার (নিহত ২০১৩ মীরপুর)। (৭) ২০১৩ সালে শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চের অন্যতম উদ্যোক্তা ব্লগার আসিফ মহিউদ্দিন (জন্ম ঢাকা ১৯৮৪) ব্যঙ্গ কার্টুন সমূহ রচনা করে। সে নিজেকে ‘খোদা’ দাবী করে এবং ‘ঢাকা শহরের মসজিদগুলিকে পাবলিক টয়লেট বানানো উচিৎ’ বলে কূট মন্তব্য করে *(দ্র. আত-তাহরীক ১৬/৮ সংখ্যা, মে ২০১৩)*।

এতদ্ব্যতীত আরজ আলী মাতুব্বর (বরিশাল ১৯০০-১৯৮৫), ড. আহমদ শরীফ (পটিয়া, চট্টগ্রাম ১৯২১-১৯৯৯ ঢাবি), ড. হুমায়ুন আজাদ (মুন্সীগঞ্জ, ১৯৪৭-২০০৪ ঢাবি), অভিজিৎ রায় (আসাম, ভারত ১৯৭১, নিহত ২০১৫ ঢাকা), ফয়সাল আরেফিন দীপন (নিহত ২০১৫ শাহবাগ, ঢাকা) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। তাদের অনুসারীরা আজও প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বদা ইসলামের ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে যাচ্ছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হ’ল এইসব ইবলীসের শিখণ্ডীদের বিরুদ্ধে কোন সরকারই দৃষ্টান্তমূলক কোন শাস্তির ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে মুসলিম জনগণ স্বাভাবিকভাবেই ক্ষিপ্ত হয় ও তার প্রেক্ষিতে অনেক সময় তিক্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অতঃপর তা নিয়ে দেশে-বিদেশে বহু রাজনীতি হয়। অথচ শুরুতেই যদি প্রশাসন এদের শাস্তি দিত, তাহ’লে এ নোংরা কাজে কেউ সাহসী হ’ত না।

ইসলামী বিধান অনুযায়ী ঐসব কটূক্তিকারীদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড *(তওবা ৯/৬৫-৬৬; মায়েদাহ ৫/৩৩; আবুদাঊদ হা/৪৩৬১; নাসাঈ হা/৪০৭০)*। যা আদালতের মাধ্যমে সরকার কার্যকর করবে। না করলে সরকার কবীরা গোনাহগার হবে এবং তাদেরকে আখেরাতে আল্লাহ্‌র নিকট কঠিন জওয়াবদিহি করতে হবে। আমরা ইসলাম ও ইসলামের নবী এবং তাঁর পরিবারকে কটূক্তিকারী ভারত ও বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করি এবং এদেরকে কঠোর হস্তে দমন করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

ইবাদতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা :

মানব জীবনে ইবাদতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কেননা আল্লাহ মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র ইবাদতের মাধ্যমে ইহকালীন জীবন যেমন সুন্দর ও সুচারুরূপে পরিচালিত হয়, পরকালীন জীবন তেমনি মঙ্গলময় হয়। আবার ইবাদত না করলে যেমন আল্লাহ্‌র নাফরমানী হয়, তেমনি রাসূল (ছাঃ)-এর বিরোধিতা হয়। সেই সাথে পৃথিবীতে মানুষ প্রেরণের উদ্দেশ্য অপূর্ণ রয়ে যায়। তাই মানব জীবনে ইবাদত একটি যরূরী বিষয়। নিম্নে ইবাদত সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

ইবাদত অর্থ :

ইবাদত (العبادة) আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ: অনুগত হওয়া, নত হওয়া, বিনম্র হওয়া, আনুগত্য করা ইত্যাদি। আবার কেউ বলেন, ইবাদতের আসল অর্থ হচ্ছে আনুগত্য করা।[১] ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, والعبادة أصل معناه الذل، 'ইবাদতের আসল অর্থ বিনয়'।[২] আবার বলা হয়, كل خضوع ليس فوقه خضوع فهو عبادة، 'প্রত্যেক ঐ বিনয় যার উপরে কোন বিনয় নেই তাকে ইবাদত বলে'।[৩] কেউ বলেন, هي الطاعة مع غاية الخضوع، 'ইবাদত হচ্ছে চূড়ান্ত বিনয়ের সাথে আনুগত্য'।[৪] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, العبادة هي الطاعة مع خضوع، 'ইবাদত হচ্ছে বিনয়ের সাথে আনুগত্য'।[৫]

পারিভাষিক অর্থ :

মনীষীগণ ইবাদতের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন-

১. শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) স্বীয় 'আল-উবূদিয়াহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ مِنْ الْأَقْوَال وَالْأَعْمَال الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ، 'ইবাদত হ'ল এক ব্যাপক অর্থবোধক বিশেষ্য, যাতে আল্লাহ্‌র পসন্দ ও সন্তুষ্টি অর্জিত হয় এমন সব প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা ও কাজ'।[৬]

২. হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, الْعِبَادَةُ فِي اللُّغَةِ مِنَ الذِّلَّةِ، ... وَفِي الشَّرْعِ: عِبَارَةٌ عَمَّا يَجْمَعُ كَمَالَ الْمَحَبَّةِ وَالْخُضُوعِ وَالْخَوْفِ. 'ইবাদতের শাব্দিক অর্থ হ'ল নীচতা-হীনতা। আর পারিভাষিক অর্থে ইবাদত বলা হয় পরিপূর্ণ ভালবাসা, বিনয় ও ভীতির সমষ্টিকে'।[৭]

৩. ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, وَالْعِبَادَةُ عِبَارَةٌ عَنْ تَوْحِيدِهِ وَالْتِزَامِ شَرَائِعِ دِينِهِ. وَأَصْلُ الْعِبَادَةِ الْخُضُوعُ وَالتَّذَلُّلُ، 'ইবাদত হ'ল আল্লাহ্‌র একত্বের ঘোষণা দেওয়া এবং তাঁর দ্বীনের বিধান সমূহের অনুসরণ করা। আর ইবাদতের মূল হ'ল নম্রতা ও নিজেকে হীন করে প্রকাশ করা'।[৮]

৪. শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, العبادة هي توحيده وطاعته مع تعظيم أوامره ونواهيه، 'ইবাদত হচ্ছে আল্লাহ্‌র একত্ব প্রকাশ করা এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করা'।[৯] তিনি আরো বলেন, العبادة هي الخضوع لله والذل لله بطاعة أوامره وترك نواهيه سبحانه وتعالى، 'ইবাদত হচ্ছে আল্লাহ্‌র জন্য বিনয় ও হীনতা প্রকাশ করা, তাঁর আদেশের প্রতি আনুগত্য করা ও তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় পরিহার করার মাধ্যমে'।[১০] মোটকথা আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ প্রতিপালনের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করাই ইবাদত।

পবিত্র কুরআনে ইবাদত :

কুরআনে দুইটি অর্থে ইবাদত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যথা-

১. العبودية العامة (সাধারণ ইবাদত) : অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাজত্ব ও বড়ত্বের দাসত্ব। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا، 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের নিকটে উপস্থিত হবে না দাস রূপে' *(মারিয়াম ১৯/৯৩)*।

এ আয়াতের আলোকে সৃষ্টিজগতের সৎকর্মশীল-পাপী, মুমিন-কাফের সকলেই আল্লাহ্‌র দাস। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, তারা অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র দাসত্ব করে। তবে তাদের মধ্যে অধিকাংশ হবে মুশরিক। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، 'তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে। অথচ তারা শিরক করে' *(ইউসুফ ১২/১০৬)*। আল্লাহ আরো বলেন, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ

---

১. *ইউসুফ আল-কারযাভী, আল-ইবাদাহ ফিল ইসলাম, (কায়রো : মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, ১৪শ প্রকাশ, ১৪১৬হিঃ/১৯৯৫ খ্রিঃ), পৃঃ ২৮।*
২. *শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ, আল-উবূদিয়াহ (জিদ্দাহ ; মাকতাবুল ইলম, ২য় প্রকাশ, ১৪১৬হিঃ/১৯৯৫খ্রিঃ), পৃঃ ৩৩।*
৩. *আল-ইবাদাহ ফিল ইসলাম, পৃঃ ২৮।*
৪. *ঐ, পৃঃ ৩০; মির'আত ৮/৩১৯৮।*
৫. *মির'আত ১/৬১ পৃঃ।*
৬. *আল-উবূদিয়াহ, পৃঃ ২৩।*

৭. *ইবনে কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ১/১৩৪ পৃঃ।*
৮. *ইমাম কুরতুবী, আল-জামে' লি আহকামিল কুরআন, ১/২৫৫ পৃঃ।*
৯. *মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায, ১/৩২৪, ২৭/৫৯।*
১০. *মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায, ৭/৮৭।*

بِمُؤْمِنِيْنَ، 'তুমি যতই চাও না কেন অধিকাংশ লোকতো বিশ্বাসী নয়' *(ইউসুফ ১২/১০৩)*।

২. العبودية الخاصة (বিশেষ ইবাদত) : ইচ্ছাধীন আনুগত্য ও মুহাব্বত। যে ইবাদত মানুষ নিজের ইচ্ছায় সম্পাদন করে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا، 'রহমান' (দয়াময়)-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ লোকেরা (বাজে) সম্বোধন করে, তখন তারা বলে 'সালাম' *(ফুরক্বান ২৫/৬৩)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ، 'অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে। যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে, অতঃপর তার মধ্যে যেটা উত্তম সেটার অনুসরণ করে' *(যুমার ৩৯/১৭-১৮)*। এ প্রকার ইবাদতে কেবল মুমিনগণ অন্তর্ভুক্ত। কোন কাফির এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়।

সাধারণ ইবাদত ও বিশেষ ইবাদতের মধ্যে পার্থক্য :

১. ইবাদতে আম্মাহ বা সাধারণ ইবাদতের মাঝে সকল সৃষ্টি অর্ন্তভুক্ত। সুতরাং মুমিনগণও কাফিরদের সাথে সাধারণ ইবাদতে অর্ন্তভুক্ত। আর ইবাদতে খাচ্ছাহ বা বিশেষ ইবাদতে শুধু মুমিনগণ অর্ন্তভুক্ত। ইবাদতে খাচ্ছাহ্‌র ক্ষেত্রে মুমিনগণ কাফিরদের থেকে আলাদা।

২. সাধারণ ইবাদতে সকলেই অর্ন্তভুক্ত। কেউই তার বাইরে নয়। আর ইবাদতে খাচ্ছাহ ইচ্ছাধীন ও স্বাধীন।

৩. ক্বিয়ামতে শাস্তি ও পুরস্কার হবে ইবাদতে খাচ্ছাহর উপর ভিত্তি করে। কারণ ইবাদতের মধ্যে এটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। আর সাধারণ ইবাদত কাউকে ঈমানের মধ্যে প্রবেশ করাতে পারে না। আবার কাউকে কুফরী থেকেও বের করতে পারে না।

হাদীছে নববীতে ইবাদত :

হাদীছে ইবাদতের বিষয়টি বিভিন্নভাবে উল্লেখিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করা হ'ল।-

١. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ (قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ).

১. নো'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'দো'আও একটি ইবাদত। তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব' *(মুমিন ৪০/৬০)*।[১১] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, أفضل العبادة الدعاء 'উত্তম ইবাদত হচ্ছে দো'আ'।[১২]

٢. عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم الْعِبَادَةُ فِى الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَىَّ.

২. মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কলহ ও বিপর্যয়কর পরিস্থিতি বিরাজমান কালে ইবাদতে লিপ্ত থাকা আমার কাছে হিজরত করে চলে আসার সমতুল্য'।[১৩]

٣. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ثُمَّ مَرِضَ قِيلَ لِلْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِهِ اكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَلِيقاً حَتَّى أُطْلِقَهُ أَوْ أَكْفِتَهُ إِلَىَّ.

৩. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'বান্দা যখন ইবাদতের কোন সুন্দর নিয়ম-পদ্ধতি পালন করে এবং তারপর যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে (ইবাদতের ধারা বন্ধ হয়ে যায়), তখন তার আমলনামা লিখার জন্য নিযুক্ত ফেরেশতাকে বলা হয়, এ বান্দা সুস্থ অবস্থায় যে আমল করত (অসুস্থ অবস্থাও) তার আমলনামায় তা লিখতে থাকো। যে পর্যন্ত না তাকে মুক্ত করে দিই অথবা তাকে আমার কাছে ডেকে আনি'।[১৪] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, خُذُوْا مِنَ الْعِبَادَةِ مَا تُطِيْقُوْنَ، 'তোমরা সাধ্যমত ইবাদত কর'।[১৫]

٤. عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : فَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ، وَخَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ.

৪. হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার নিকটে ইবাদতের ফযীলত অপেক্ষা ইলম অর্জনের ফযীলত অধিক পসন্দনীয়। আর তোমাদের উত্তম দ্বীন হচ্ছে আল্লাহভীতি'।[১৬]

ইবাদতের ভিত্তি :

ইবাদতের মধ্যে আসল হচ্ছে আনুগত্য। এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাতে যে বিষয় প্রমাণিত নয় তাকে ইবাদত ভাবা কোন মাখলূকের জন্য বৈধ নয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি কোন কাজ করল অথচ ঐ কাজে আমার কোন অনুমোদন নেই, তা প্রত্যাখাত'।[১৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا

১১. *বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭১৪; আবূদাঊদ হা/১৪৭৯; তিরমিযী হা/২০৬৯, 'তাফসীর' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ হা/৩৮২৮ 'দো'আ' অধ্যায়, 'দো'আর ফযীলত' অনুচ্ছেদ।*

১২. *ছহীহাহ হা/১৫৭৯; ছহীহুল জামে' হা/১১২।*

১৩. *মুসলিম হা/২৯৪৮; তিরমিযী হা/২২০১; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৮৫।*

১৪. *আহমাদ হা/৬৮৯৫; মিশকাত হা/১৫৫৯; ছহীহুত তারগীব হা/৩৪২১।*

১৫. *ছহীহুল জামে' হা/৩২১৭।*

১৬. *হাকেম হা/৩১৪; ছহীহুল জামে' হা/৪২১৪; ছহীহুত তারগীব হা/৬৮।*

১৭. *বুখারী হা/২৪৯৯।*

www.at-tahreek.com

মাসিক আত-তাহরীক জুলাই ২০২২ ২৫তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ، 'যে ব্যক্তি আমার এ শরী'আতে কোন নতুন আবিষ্কার করল, যা শরী'আতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[18]

রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনা বহির্ভূত কোন ইবাদত কবুল হয় না। সে ইবাদত যত ভাল আর বড়ই হোক না কেন। একটি হাদীছে এসেছে,

جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صـــ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّى أُصَلِّى اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللهِ إِنِّى لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّى أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّى وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى.

'তিনজনের একটি দল নবী করীম (ছাঃ)-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের বাড়িতে আসল। যখন তাঁদেরকে এ সম্পর্কে জানানো হ'ল, তখন তার ইবাদতের পরিমাণ কম মনে করল এবং বলল, নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে আমাদের তুলনা হ'তে পারে না। কারণ তাঁর আগের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। এমন সময় তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, আমি সারা রাত ছালাত আদায় করতে থাকব। অপর একজন বলল, আমি সব সময় ছিয়াম পালন করব এবং কখনও বাদ দিব না।অপরজন বলল, আমি নারী সংসর্গ ত্যাগ করব, কখনও বিয়ে করব না। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের নিকট আসলেন এবং বললেন, তোমরা কি ঐসব লোক যারা এমন এমন কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহ্র কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশী ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশী অনুগত; অথচ আমি ছাওম পালন করি, আবার তা থেকে বিরতও থাকি। ছালাত আদায় করি ও নিদ্রা যাই এবং মেয়েদেরকে বিয়েও করেছি। সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়'।[19]

ব্যাপক অর্থে ইবাদত :

মানব সৃষ্টির তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ্র ইবাদত করা। আল্লাহ ভীতি অর্জন করা। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়, বছরের নির্দিষ্ট দিনে ছিয়াম পালন, জান-মাল পবিত্র করার জন্য সম্পদের যাকাত প্রদান, জীবনে একবার হজ্জ পালনের মধ্যে ইবাদতকে সীমাবদ্ধ করা ঠিক নয়। এগুলো অবশ্যই বড় ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এ কথা সত্য, উল্লেখিত ইবাদতগুলো পালনে একজন মানুষের জীবনের খুব কম সময়ই ব্যয় হয়। কোন বিবেক সম্পন্ন মানুষ কি এটা মেনে নিবে যে, সে তার জীবনের অধিকাংশ সময় আল্লাহ্র ইবাদত ছাড়াই অতিবাহিত করবে? অথচ সে জানে যে, আল্লাহ তাকে ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

অনেক মানুষ এমন আছেন যারা ইবাদতকে ইসলামের আনুষ্ঠানিক কতিপয় কাজ মনে করে, শুধুমাত্র আল্লাহ্র সাথে বান্দার সম্পর্কের বিষয় বলে ধারণা করে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে। এরূপ দাবী যারা করেন কুরআনুল কারীম তাদের এ দৃষ্টিভংগিকে বাতিল বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। আল্লাহ বলেন, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، 'আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি, যেটি এমন যে, তাতে প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে' *(নাহল ১৬/৮৯)*। এমনিভাবে আল্লাহ্র নবীর জন্য যে দিক নির্দেশনা আল্লাহ দিয়েছেন, সেখানে ইবাদতে ব্যাপকতাকে আল্লাহ পরিষ্কার করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، 'তুমি বল, আমার ছালাত, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও আমার মরণ জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই, আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি, আর আত্মসমর্পণ কারীদের মধ্যে আমি হ'লাম প্রথম' *(আন'আম ৬/১৬২-১৬৩)*।

বিদ্বানগণ যুগে যুগে ইসলামী শরী'আতে যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তাতেও প্রমাণিত হয় যে ইবাদত সীমিত গণ্ডির কোন বিষয় অথবা আনুষ্ঠানিক বস্তু নয়। প্রখ্যাত ছাহাবী আবু যর আল-গিফারী (রাঃ) এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, রাসূল (ছাঃ) সকল বিষয় আমাদেরকে শিক্ষা দান করেছেন। এমনকি আকাশে উড়ন্ত পাখীর দু'টি ডানা কিভাবে নড়াচড়া করে তার গুঢ় রহস্য কি, তাও আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন।[20]

ইবাদতের ব্যাপকতা জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃত। জনৈক ব্যক্তি সালমান ফারসী (রাঃ)-কে বললেন, তোমাদেরকে তোমাদের নবী সব বিষয়ে জ্ঞান দিয়েছেন। এমনকি কিভাবে পেশাব-পায়খানা করবে তাও। সালমান (রাঃ) জবাব দিলেন, হ্যাঁ, নবী করীম (ছাঃ) আমাদের নিষেধ করেছেন কিবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করতে, তিনটির কম ঢিলা ব্যবহার করতে, ডান হাত দিয়ে ইস্তেঞ্জা করতে ও হাড্ডি অথবা শুকনা গোবর দিয়ে ইস্তেঞ্জা করতে।[21]

ইবাদতের প্রকার :

উপকার লাভের দিক থেকে ইবাদত দুই প্রকার। যথা-

১. ব্যক্তি সরাসরি আমলের উপকার লাভ করে। যেমন ছালাত আদায় করা, কুরআন তেলাওয়াত করা ও যিকর করা ইত্যাদি।

---

১৮. বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/১৪০।
১৯. বুখারী হা/৫০৬৩; মুসলিম হা/১৪০১; মিশকাত হা/১৪৫।
২০. তাবারানী, মু'জামুল কাবীর হা/১৬৪৭; ছহীহাহ হা/১৮০৩।
২১. মুসলিম হা/২৬২; আবূ দাঊদ হা/৭; মিশকাত হা/৩৭০।

২. ব্যক্তি অন্যের মাধ্যমে বা সহায়তায় আমলের উপকার লাভ করে। যেমন যাকাত ও দান-ছাদাকাহ। যাকাত দাতা বা দানকারী স্বীয় সম্পদের অংশ বের করে। অতঃপর হকদার বা দরিদ্রকে দান করে। যেমন হাদীছে এসেছে, السَّاعِى عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ، 'বিধবা ও মিসকীন-এর জন্য খাদ্য জোগাড় করতে চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় মুজাহিদের মত অথবা রাতে ছালাতে দণ্ডায়মান ও দিনে ছিয়ামকারীর মত'।[22] আরেকটি হাদীছে এসেছে, أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِى الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ. وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ يَعْنِى السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى. 'আমি ও ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী এই দুই আঙ্গুলের অনুরূপ একসাথে জান্নাতে বসবাস করব। এই কথা বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে দেখান'।[23] এ হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দাতা বিধবা ও ইয়াতীমের সহায়তার মাধ্যমে ছওয়াব লাভ করবে। অনুরূপভাবে যাকাত দাতা যাকাত বের করে দরিদ্রদের প্রদান করার মাধ্যমে প্রতিদান পাবে।

গুরুত্ব ও অবস্থান বিবেচনায় ইবাদতকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১. সার্বজনীন বা বিশ্বজনীন ও ২. শারঈ ইবাদত।

১. সার্বজনীন বা বিশ্বজনীন ইবাদত :

এটা হ'ল পার্থিব জীবনে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আল্লাহ্র নির্দেশের আনুগত্য করা। এর মাঝে সৃষ্টির সবকিছু অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا، 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের নিকটে উপস্থিত হবে না দাস রূপে' *(মারিয়াম ১৯/৯৩)*। এ প্রকার ইবাদতের মধ্যে মুমিন ও কাফের সবাই শামিল। যেমন আল্লাহ বলেন, تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، 'সাত আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সবকিছু তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করে। আর এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসাসহ মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা বর্ণনা তোমরা বুঝতে পারো না। নিশ্চয়ই তিনি অতীব সহনশীল ও ক্ষমাপরায়ণ' *(বনু ইসরাঈল ১৭/৪৪)*।

২. শারঈ ইবাদত :

শারঈ ক্ষেত্রে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধের আনুগত্য করা। এই ইবাদত তাদের জন্য খাছ যারা আল্লাহ্র আনুগত্য করে এবং রাসূল (ছাঃ) যা নিয়ে এসেছেন তার আনুগত্য করে বা তা মেনে নেয়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا، 'রহমান' (দয়াময়)-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ লোকেরা (বাজে) সম্বোধন করে, তখন তারা বলে 'সালাম' *(ফুরক্বান ২৫/৬৩)*।

প্রতিপালনের মাধ্যম ও পন্থার ভিত্তিতে ইবাদত পাঁচ প্রকার। যথা-

১. আত্মিক ইবাদত :

যে সকল ইবাদত অন্তর দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাকে আত্মিক বা অন্তরের ইবাদত বলে। এই ইবাদত অন্য সকল ইবাদতের মূল। এতে ত্রুটি হ'লে শিরকে আকবার বা শিরকে আছগার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আত্মিক ইবাদতের মধ্যে বড় এবং মূল ইবাদত হচ্ছে আক্বীদাহ বা এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহই এই জগতের প্রতিপালক। রাজত্ব তাঁর জন্য, সৃষ্টি তাঁর জন্য, কর্তৃত্ব তাঁর জন্য এবং এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ্র সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলী রয়েছে। যে গুণাবলী সৌন্দর্যের, পরিপূর্ণতার ও কর্তৃত্বের। আর এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ একক। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনিই একমাত্র ইবাদত পাবার যোগ্য, তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদত পাবার যোগ্য নয়। আত্মিক ইবাদতের মধ্যে আরো রয়েছে ইখলাছ, মুহাব্বত, ভয়-ভীতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাওয়াক্কুল (ভরসা), সাহায্য প্রার্থনা ও আশ্রয় চাওয়া ইত্যাদি। উল্লেখ্য, কোন আত্মিক ইবাদতই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা বৈধ নয়। সেটা প্রেরিত নবী-রাসূল, সম্মানিত ফেরেশতা, আল্লাহ্র অলী, পাথর, গাছ, সূর্য্য-চন্দ্র, নেতা, কোন সংবিধান, দল, বা অন্য যে কোন কিছুর জন্য হোকনা কেন।

২. মৌখিক ইবাদত :

মৌখিক ইবাদত হ'ল মুখ ও জিহ্বা দ্বারা সম্পাদিত ইবাদত। অর্থাৎ যা কথা ও শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে আদায় হয়ে থাকে। এই মৌখিক ইবাদতের মধ্যে বড় ইবাদত হচ্ছে কালেমা উচ্চারণের মাধ্যমে ঈমানের স্বীকৃতি ও তাওহীদের ঘোষণা দেওয়া। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাস করে অথচ কোন বাধা না থাকা সত্ত্বেও তাওহীদী কালেমা উচ্চারণ করে না, সে মুসলমান নয় এবং মৌখিক স্বীকৃতিবিহীন ইসলাম তার জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দিবে না। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

'আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে নির্দেশিত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল, আর ছালাত প্রতিষ্ঠা

২২. *বুখারী হা/৫৩৫৩; মুসলিম হা/২৯৮২; মিশকাত হা/৪৯৫১।*
২৩. *বুখারী হা/৬০০৫; তিরমিযী হা/১৯১৮; ছহীহাহ হা/৮০০।*

www.at-tahreek.com

মাসিক আত-তাহরীক জুলাই ২০২২ ২৫তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

করে ও যাকাত আদায় করে। তারা যদি এগুলো করে, তবে আমার পক্ষ হ'তে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করল। অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহ'লে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহ্র উপর অর্পিত'।[২৪]

যারা এই কালেমা উচ্চারণ করল তবে অন্তরে বিশ্বাস করল না, যেমন মুনাফিক। এ কালেমার উচ্চারণ তার প্রাণ ও সম্পদের নিরাপত্তা দিবে। কিন্তু তার চূড়ান্ত ফায়ছালা আল্লাহ্র হাতে। মৌখিক ইবাদতের মধ্যে যিকির, দো'আ, তাসবীহ-তাহলীল, কুরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া, কুরআন তেলাওয়াত করা, তওবা-ইস্তেগফার করা, সত্য কথা বলা ও সত্যের উপদেশ দেওয়া এবং আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেওয়া ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

৩. দৈহিক ইবাদত :

যে সকল ইবাদত শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় তাকে দৈহিক বা শারীরিক ইবাদত বলে। যেমন ছালাত, ছিয়াম, তাওয়াফ ও সাঈ, পিতা-মাতার খেদমত করা, সন্তান প্রতিপালন করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, মৃতের কাফন-দাফন ও জানাযায় শরীক হওয়া, উপার্জনের জন্য শারীরিক পরিশ্রম করা ইত্যাদি।

৪. আর্থিক ইবাদত :

যে সকল ইবাদত অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে আদায় হয়, সেগুলোকে আর্থিক ইবাদত বলে। যেমন যাকাত, ওশর, ছাদাক্বাতুল ফিৎর আদায়, আল্লাহ্র পথে দান, করযে হাসানাহ প্রদান, স্ত্রী-সন্তানের ভরণ-পোষণের জন্য ব্যয়, অতিথি আপ্যায়ন, বিধবা-ইয়াতীম ও দুস্থ-অসহায়দের সাহায্য করা ইত্যাদি।

৫. আর্থিক ও শারীরিক ইবাদত :

যে সকল ইবাদত দৈহিক শ্রম ও সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যেমন হজ্জ ও ওমরাহ পালন করা এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্য অর্থ ব্যয় করা ইত্যাদি।

[ক্রমশঃ]

২৪. বুখারী হা/২৫; মুসলিম হা/২২; মিশকাত হা/১৭৯০।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অবমাননার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান!

- প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল গালিব

ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির জাতীয় মুখপাত্রী নূপুর শর্মা ও বিজেপির দিল্লী শাখার মিডিয়া ইনচার্জ নবীন কুমার জিন্দাল কর্তৃক রাসূল (ছাঃ) ও মা আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে যে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ভারতের বিজেপি সরকার সাম্প্রতিক সময়ে আসাম থেকে মুসলিম বিতাড়ন নীতি, কাশ্মীরে অনৈতিক দখলদারি, উত্তর প্রদেশে গো রক্ষার নামে মুসলিম হত্যা, মুসলমানদের ঘর-বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার নীতি এবং শিব মন্দির ভেঙে করা হয়েছে মর্মে ভুয়া দাবী তুলে মুসলমানদের প্রাচীন মসজিদসমূহ ধ্বংসের যে পাঁয়তারা চালাচ্ছে, তা ভারতের ২৫ কোটি মুসলমান সহ সারা বিশ্বের মুসলমানদের হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। তিনি মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এর বিরুদ্ধে যে নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে এবং তারা ভারতীয় পণ্য বয়কটের যে ডাক দিয়েছে, তার প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন। তিনি ওআইসি ও জাতিসংঘকে ভারত সরকারের এই ন্যাক্কারজনক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে দ্রুত ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবী জানান।

আসুন! শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ইসলামী জীবন যাপন করি।

-আহলেহাদীছ আন্দোলন

শিক্ষক ও শিক্ষিকা আবশ্যক

বাংলাহিলি হিলফুল ফুযূল মাদ্রাসা, হাকিমপুর, দিনাজপুর (বালক ও বালিকা) শাখার জন্য নিম্নোক্ত পদসমূহে শিক্ষক ও শিক্ষিকা আবশ্যক।

(১) **প্রধান শিক্ষক** (আরবী) (১ জন)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ (আরবী/ইসলামিক স্টাডিজ)।
(২) **হাফেয** (১ জন), **হাফেযা** (১ জন)। (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন)।
(৩) **শিক্ষিকা** (১ জন) শিক্ষাগত যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ (আরবী/ইসলামিক স্টাডিজ)।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে পরিচালক বরাবরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ২৫শে জুলাই ২০২২-এর মধ্যে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

যোগাযোগ : পরিচালক, বাংলাহিলি হিলফুল ফুযূল মাদ্রাসা, বিশাপাড়া-নওপাড়া (বটতলী), হাকিমপুর, দিনাজপুর।
মোবাইল : ০১৭১৭ ৫০৬৮৬৫, ০১৯১৬ ১৬৩৯০০।

মাসিক আত-তাহরীক জুলাই ২০২২ ২৫তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

যুবসমাজের অধঃপতন : কারণ ও প্রতিকার

মূল (আরবী) : ড. সুলায়মান আর-রুহাইলী
*-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

(২য় কিস্তি)

সম্মানিত ভাইয়েরা!

অধঃপতনের নানাবিধ কারণ যেমন রয়েছে, তেমনি তার ক্ষেত্র প্রস্তুতেরও বহু ব্যবস্থা রয়েছে। তার এমন সব রাস্তা রয়েছে যা গোড়াতেই খুব চাকচিক্যময়। ক্ষীণদৃষ্টির লোকেদের তা দেখে প্রথম চোটেই ধোঁকায় পড়ার আশঙ্কা রয়ে যায়। যে বা যারা ঐ রাস্তা ধরে চলবে বিচ্যুতির ছোঁয়া তার বা তাদের আংশিক হ'লেও লাগবে।

ভাইয়েরা আমার!

কুরআন বর্জন যুবসমাজের অধঃপতনের অন্যতম প্রধান কারণ। এটি অধঃপতনের সবচেয়ে মারাত্মক কারণ। কেননা কুরআন বর্জন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পথ। আফসোস! আমাদের যুবসমাজের অধিকাংশ এমনকি অধিকাংশ মুসলিম আজ অল্প-স্বল্প ব্যতীত কুরআন পড়ে না। যারা একটু-আধটু পড়ে তারাও তার বক্তব্য বিষয় ভেবে-চিন্তে পড়ে না এবং তার নির্দেশিত পথ মেনে চলার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে না। ভাইয়েরা, কুরআন বর্জনের কতিপয় ধরন রয়েছে, যেমনটা আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন।-

(১) নিজে কুরআন তেলাওয়াত বর্জন করা এবং কেউ কুরআন তেলাওয়াত করলে মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ না করা।

(২) কুরআন পড়লেও এবং তার উপর ঈমান রাখার দাবী করলেও কুরআন অনুযায়ী আমল না করা এবং কুরআনে ঘোষিত হালাল ও হারাম মেনে না চলা।

(৩) কুরআনিক বিচার বর্জন করা এবং দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি ও শাখা-প্রশাখার মীমাংসায় কুরআনের কাছে বিচার প্রার্থনা পরিহার করা।

(৪) কুরআনে বর্ণিত বিষয়াদি বোঝা এবং তার শেষ অবস্থা কত দূর গিয়ে দাঁড়াবে তা নিয়ে একটুও চিন্তা-গবেষণা না করা এবং কুরআনের মালিক আল্লাহ তা'আলা কুরআন থেকে কী ইচ্ছা পোষণ করেছেন তা জানার চেষ্টা না করা।

(৫) আত্মার সকল রোগ-ব্যাধির চিকিৎসায় কুরআনকে মোটেও কাজে না লাগানো এবং আল্লাহ্র দেওয়া আত্মিক চিকিৎসা বাদ দিয়ে অন্যদের চিকিৎসার শরণাপন্ন হওয়া।

এগুলোর সবই রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক তাঁর প্রভুর সমীপে কৃত অভিযোগের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন, وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا 'সেদিন রাসূল বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমার উম্মত এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছিল' *(ফুরক্বান ৩০)*।

বড় কষ্ট লাগে, বড় দুঃখ লাগে যখন দেখি, কুরআনকে বাদ দিয়ে মুসলিমরা আজ কুরআন বিরোধী আধুনিক নানা বিষয় নিয়ে মেতে আছে। হ'তে পারে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে তাদের মনে সন্দেহ দানা বাঁধার ফলে এমন হয়েছে, অথবা কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় তারা কুরআন বিরোধী বিষয় বেছে নিয়েছে। তারা আজ গান শোনে, গানের মজমায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে; কুরআনের মোকাবেলায় মানব রচিত বই-পুস্তককে প্রাধান্য দেয়; মানুষের বক্তৃতা-ভাষণ শোনে, মানুষের রচিত কবিতা আবৃত্তি করে, মানুষের সুর দেওয়া গান গায়, কিন্তু কুরআন পড়া ও শোনার কথা তারা মোটেও মনে করে না। কুরআনের সঙ্গে যারা এমন আচরণ করবে স্বাভাবিক ভাবেই কুরআনের সঙ্গে তাদের দূরত্ব তৈরি হবে, তাদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট বাড়বে, বিপদাপদও বড় হয়ে দেখা দিবে।

প্রিয় ভ্রাতৃমণ্ডলী!

একইভাবে প্রিয় নবী (ছাঃ)-এর সুন্নাহ থেকে দূরত্বও আমাদের যুবসমাজের অধঃপতনের অন্যতম বড় কারণ। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا 'সুপথ স্পষ্ট হওয়ার পর যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের বিপরীত পথে চলে, আমরা তাকে ঐদিকেই ফিরিয়ে দেই যেদিকে সে যেতে চায় এবং তাকে আমরা জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। আর সেটা হ'ল নিকৃষ্ট ঠিকানা' *(নিসা ৪/১১৫)*।

আল্লাহ তা'আলা সতর্ককারী ও ভর্ৎসনাকারী রূপে বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 'অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সাবধান হৌক যে, ফিৎনা তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে' *(নূর ২৪/৬৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তার সুন্নাহ অবজ্ঞাকারীদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي 'যারা আমার সুন্নাহ্র প্রতি বিরাগ পোষণ করবে তারা আমার উম্মাহভুক্ত নয়'।[১] তিনি আরো বলেছেন, قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ، 'আমি তোমাদের আলোকোজ্জ্বল দ্বীনের উপর রেখে যাচ্ছি; যার রাত তার দিনের মতোই দৃশ্যমান। আমার পরে ধ্বংসোন্মুখ ব্যক্তি ছাড়া কেউ এ দ্বীন থেকে বেঁকে বসবে না'।[২] আরেক হাদীছে তিনি বলেছেন, إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا

* *ঝিনাইদহ।*

১. *বুখারী হা/৫০৬৩*।
২. *ইবনু মাজাহ হা/৪৩*।

إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ‘নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি যা আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা কখনই পথ হারাবে না, আল্লাহ্র কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ’।[৩]

সুতরাং আল্লাহ্র কিতাব পরিত্যাগ এবং আল্লাহ্র নবীর সুন্নাহ পরিত্যাগ ধ্বংস, পথভ্রষ্টতা ও অধঃপতনের বড় কারণ। আমরা মহান আল্লাহ্র নিকটে এহেন আচরণ থেকে পানাহ চাই।

এই মরণঘাতী ব্যাধি ও বিপজ্জনক অবস্থার প্রতিকার হিসাবে আমাদের যুবসমাজকে অবশ্যই কুরআনের কাছে ফিরে আসতে হবে। তারা কুরআনী বিধানকে নিজেদের জীবনে অবশ্য পালনীয় করে নিবে। তারা বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করবে, কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে, পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে তারা কুরআনের ভিত্তিতে প্রতিপালিত হবে।

আফসোস! আমাদের সন্তানেরা পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হয়, কিন্তু তারা কম সংখ্যকই কুরআন পড়ে। কাজেই কুরআনের ভিত্তিতে তাদের প্রতিপালিত হওয়ার প্রশ্নই এখন আর ওঠে না। অথচ প্রতিপালন সূত্রে পিতা-মাতার উপর ফরয ছিল তাদের সন্তানদের কুরআন অধ্যয়ন করানো এবং সততার সাথে পরিচালনার মাধ্যমে কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করানো। অভিভাবকদের উপর এ দায়িত্বও ফরয ছিল যে, তারা মাদরাসা (শিক্ষালয়) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণ করানোর মাধ্যমে তাদের কুরআনের জ্ঞান পাকাপোক্ত করাবে। ভাইয়েরা আমার, এ জাতি যদি তাদের যুবসমাজকে এবং নিজেদেরকে অবক্ষয় ও অধঃপতন থেকে বাঁচাতে চায়, উদ্ধার করতে চায় তবে এ উম্মাহ্র ছোট বড় সকলকেই বংশপরম্পরায় এ কাজ আঞ্জাম দিতে হবে।

শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ) বলেন, ‘নারী হোক কিংবা পুরুষ হোক সকল মুসলিমের উপর ফরয এই পদ্ধতি অনুসারে চলা এবং হকপন্থী আলেমদের থেকে আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ অনুধাবন করা। যেমন মালেক ইবনু আনাস (রহঃ) এবং পরবর্তীতে তার অনুসরণে আরও অনেকে বলেছেন, لَنْ يُصْلِحَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا ‘এই উম্মতের প্রথম যুগের মানুষেরা যে পদ্ধতিতে সংশোধিত হয়েছে শেষ যুগের মানুষেরাও তা অবলম্বন না করা পর্যন্ত সংশোধিত হ’তে পারবে না’।[৪]

শায়খ বিন বায আরো বলেন, ‘উম্মতের প্রথম যুগের লোকেদের আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা, কুরআন ও সুন্নাহকে ধরে থাকার জন্য একে অপরকে উপদেশ দেওয়া, এ কাজে পরস্পরে সহযোগিতা করা এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র পথে জীবন পরিচালনার মাধ্যমে সংশোধন ঘটেছিল। সুতরাং ভাইয়েরা আমার, আমাদেরও সকলের কর্তব্য হবে কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার জন্য একে অপরকে উপদেশ দেওয়া ও এ কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করা এবং আমাদের রবের কিতাব ও আমাদের নবীর সুন্নাহকে সবকিছুর উপর স্থান দেওয়া।

যুবসমাজের অধঃপতনের আরেকটি কারণ কুরআন ও সুন্নাহ্র বাণীকে উম্মাহ্র সালাফ তথা পূর্বসূরীগণ যে অর্থে বুঝেছেন তা থেকে ভিন্ন অর্থে বুঝা। তাদের অনুধাবিত অর্থ পরিহারকে বৈধ বলে আক্বীদা পোষণ করা এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র বাণীর নতুন নতুন অর্থ আবিষ্কার করা।

কুরআন ও সুন্নাহ্র বাণীর নতুন নতুন অর্থ আবিষ্কার এবং হাল যামানার সাথে সঙ্গতির মানসে নতুন নতুন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে বর্তমান ধার্মিক ও অধার্মিকরা পরস্পরে কিসের আহ্বান জানাচ্ছে? এসব তো পূর্বসূরী সালাফদের বর্ণিত অর্থ থেকে অনেক অনেক দূরে। আল্লাহ্র কসম! এ জন্যও আমরা আজ পথভ্রষ্ট হচ্ছি। ক্বাদারিয়া চিন্তা-গোষ্ঠী ছাহাবীদের বুঝ বর্জন ব্যতীত অন্য কোন কারণে বিপথগামী হয়নি। খারেজীরাও ছাহাবীদের বলা অর্থ বর্জন হেতু পথহারা হয়েছিল। আমাদের আক্বীদা ও আমলে যে বিচ্যুতি ঘটেছে তা উম্মতের পূর্বসূরীগণ কুরআন-সুন্নাহর বাণীর যে অর্থ বর্ণনা ও অনুধাবন করেছেন তা থেকে সরে আসা ব্যতীত অন্য কোন কারণে ঘটেনি।

প্রিয় ভ্রাতৃমণ্ডলী!

বিশ্বাস করুন, পূর্বসূরীগণের কুরআন-সুন্নাহ্র অনুধাবন থেকে আমরা দূরে সরে পড়েছি বলেই আমাদের এবং আমাদের যুবসমাজের অধঃপতন ও গ্রুপিং বা দলাদলি ঘটেছে। ফলে আমরা মনের দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছি, আমাদের সমাজ আজ অশান্তিতে ভরে গেছে এবং উম্মাহ্র শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়ছে।

নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ‘তোমাদের মধ্যে যারা আমার মৃত্যুর পরে বেঁচে থাকবে অচিরেই তারা অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তোমরা তখন আমার সুন্নাহ এবং সৎপথের পথিক খলীফাদের সুন্নাহ মেনে চলবে। তোমরা মাড়ির দাঁত দিয়ে তা কামড়ে ধরবে। সাবধান! নব আবিষ্কৃত বিষয়ের অনুসরণ থেকে দূরে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নব আবিষ্কৃত বিষয়ই বিপদগামী করে’।[৫]

---

৩. *হাকেম ১/১৭১ পৃ., হা/৩১৮।*
৪. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২০/৩৭৫।*
৫. *আবুদাঊদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪২।*

এখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে দিয়েছেন যে, তাঁর সুন্নাত তরক করা কিংবা খুলাফায়ে রাশেদীন ও ছাহাবায়ে কেরাম তাঁর সুন্নাহকে যে অর্থে বুঝেছেন সেই অর্থে না বুঝলে উম্মাহ্র মধ্যে মতানৈক্য ও মতভেদ দেখা দিবে। যে মতভেদ মুসলিম জাতির হৃদয় ভেঙে চুরমার করে দিবে এবং তার দেহ ফালি ফালি করে ফেলবে। একই সঙ্গে তিনি এ কথাও বলে দিয়েছেন যে, নিন্দিত মতভেদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার পথ হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা। অর্থাৎ খুলাফায়ে রাশেদীন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাহকে যে অর্থে বুঝেছেন সেই অর্থ গ্রহণ করা।

ইমাম আবূদাঊদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) একদিন তার সাথীদের বললেন, إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتَنًا يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ، وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ، وَالرَّجُلُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالصَّغِيرُ، وَالْكَبِيرُ، وَالْعَبْدُ، وَالْحُرُّ 'নিশ্চয়ই তোমাদের পিছনে এমন এক ফিৎনা আসছে যখন সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং কুরআন উন্মুক্ত হয়ে যাবে। মুমিন, মুনাফিক, নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, দাস, স্বাধীন সবাই কুরআনের ধারক-বাহক হবে'। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে অনেকেই এমন বিদ্যার অধিকারী হবে যে, তারা কুরআন নিয়ে কথা বলবে, মানুষের সামনে কুরআন নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে।

মু'আয (রাঃ) বলেন, فَيُوشِكُ قَائِلٌ أَنْ يَقُولَ: مَا لِلنَّاسِ لَا يَتَّبِعُونِي وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ؟ مَا هُمْ بِمُتَّبِعِيَّ حَتَّى أَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ، فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتُدِعَ، فَإِنَّ مَا ابْتُدِعَ ضَلَالَةٌ 'তখন কোন বক্তা এমনও বলে বসবে যে, আমি কুরআন পড়ার পরেও কেন লোকেরা আমার অনুসরণ করছে না? তারা আদতে আমার অনুসারী হবে না, যে পর্যন্ত না আমি তাদের জন্য কুরআন ভিন্ন অন্য কিছু আবিষ্কার করব। খবরদার! সে নতুন যা আবিষ্কার করবে তার কাছে তোমরা ঘেঁষবে না। কেননা সে নতুন যা আবিষ্কার করবে তা হবে পথভ্রষ্টকারী'।[৬]

বন্ধুগণ! সে যে নতুন কথা আবিষ্কার করবে এবং নতুন বুঝ তৈরি করবে তা হবে পূর্ববর্তীদের বুঝের বিপরীত। তাতে কোন মঙ্গল নেই। তা তো ভ্রান্ত একটা পথ। এ পথ অবলম্বন করলে দেখা যাবে কুরআন-সুন্নাহ্র কিছু নছ (স্পষ্ট কথা) আমলে নেওয়া হবে তো অন্য কিছু নছ বাতিল করে দেওয়া হবে। কিছু নছকে অকারণে অন্য কিছু নছের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে। বিচ্যুতি যখন প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার দিকে ঘটবে তখন আমরা দেখতে পাব, যুবকরা প্রতিশ্রুতি, আশা ও ক্ষমামূলক নছকে প্রাধান্য দিচ্ছে।

তারা মনে করছে আল্লাহ যেহেতু ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তিনি দয়াময় রহমানুর রহীম সেহেতু আমরা প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার ঘোরে বিভোর থাকলেও এবং পাপ-পঙ্কিলতায় ডুবে থাকলেও আমাদের ক্ষমা পেতে অসুবিধা হবে না। সন্দেহের দিকে বিচ্যুতি ঘটলে দেখা যাবে যুবকরা শাস্তিমূলক নছকে প্রাধান্য দিচ্ছে। আমরা যতই ঈমান-আমলের অধিকারী হই আমাদের কি ক্ষমা হবে? এত এত শাস্তি থেকে কি আমাদের ক্ষমা মিলবে? এমন সন্দেহ থেকে তাদের মনে আল্লাহ্র রহমত ও পুরস্কারের তুলনায় শাস্তির দিক প্রাধান্য পাবে। তারা হতাশ ও ম্রিয়মাণ হয়ে আমল ছেড়ে দেবে। এসবই কুরআন ও সুন্নাহ্র নছের অর্থ অনুধাবনে নেককার পূর্বসূরীদের ধারা বা নীতির বিপরীত। বস্তুত বিদ'আতীরা কুরআন ও সুন্নাহ্র নছের যেসব নতুন অর্থ তৈরি করেছে তা পূর্বসূরীদের নীতির বিরোধী।

এ অবস্থার প্রতিকার হিসাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সালাফে ছালেহীন কুরআন ও সুন্নাহ্র নছের যে অর্থ বুঝেছেন সেই অর্থের ব্যাপক প্রচার করতে হবে। মাদরাসা-মসজিদে খুৎবা ও বক্তৃতায় কোন সংকীর্ণতা ও ক্লান্তি ব্যতিরেকে এবং লোকেরা কী মনে করবে তার পরোয়া না করে পূর্বসূরীদের বক্তব্য অব্যাহত ধারায় বলে যেতে হবে। কেননা এই উম্মতের শেষ যুগে আগত ব্যক্তিই বলি আর জামা'আতই বলি তাদের কারো সংশোধন হবে না, যে পর্যন্ত না তারা প্রথম যুগের লোকেরা যে পদ্ধতিতে সংশোধিত হয়েছে সেই পদ্ধতি অবলম্বন করবে।

শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ) আল্লাহ্র বাণী اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، 'তুমি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর। এমন ব্যক্তিদের পথ, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ' *(ফাতেহা ১/৫-৬)* সম্পর্কে বলেছেন, 'স্পষ্ট পথের অধিকারী আল্লাহ্র অনুগ্রহপ্রাপ্তরা হ'লেন তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেসব কথা বলেছেন সেসব কথা জানেন বা সে সম্পর্কে জ্ঞাত। এ সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তিরা হ'লেন নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথী ছাহাবায়ে কেরাম, তারপর তাদের একনিষ্ঠ অনুসারী তাবেঈগণ, তারপর তাদের একনিষ্ঠ অনুগামী তাবে-তাবেঈগণ। যা 'কুরূনে ছালাছা' বা শ্রেষ্ঠ তিন যুগ তথা ছাহাবীদের যুগ, তাবেঈদের যুগ এবং তাবে-তাবেঈদের যুগ নামে খ্যাত।

সুতরাং হে আল্লাহ্র বান্দা! তুমি আল্লাহ্র কাছে ছিরাতুল মুস্তাক্বীমের দিশা লাভের জন্য কিভাবে দো'আ করছ? অথচ তুমিই কিনা ছিরাতুল মুস্তাক্বীম জানা-বুঝার জন্য আল্লাহ্র অনুগ্রহপ্রাপ্তদের সুস্পষ্ট পথ থেকে একেবারে আলাদা নতুন এক পথের দিকে আহ্বান জানাচ্ছ! আমাকে আল্লাহ্র কসম করে বল, এমন করে কিভাবে তুমি আল্লাহ্র হেদায়াত আশা করতে পার এবং কিভাবেই বা তুমি দ্বীনের উপর স্থিরতা কামনা করতে পার?

দ্বীনী ভাইয়েরা আমার!

আমাদের কর্তব্য তো জনগণ যাতে সালাফে ছালেহীন তথা নেককার পূর্বসূরীদের দ্বীনী বুঝের প্রতি ফিরে আসে সেই আহ্বান জানানোর মাঝে আমাদের সব রকমের চেষ্টা নিবদ্ধ করা। আর তখনই অর্জিত হবে দ্বীনের পথে অবিচলতা;

৬. *আবূদাঊদ হা/৪৬১১, সনদ ছহীহ।*

মাসিক আত-তাহরীক জুলাই ২০২২ ২৫তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

তখনই আল্লাহ্র বান্দাগণ নাজাত পাবে লজ্জা-অনুশোচনার দুষ্টচক্র থেকে।

ভাইয়েরা! ‘বিদ্যমান শারঈ জামা‘আত থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং তা থেকে ভিন্ন কোন মতবাদ গ্রহণ করা’ যুবকদের আরেকটি বিচ্যুতি। জামা‘আত থেকে এভাবে দূরে সরে যাওয়া খারাপ ও আযাব এবং বিচ্যুতি ও পথভ্রষ্টতার অন্যতম কারণ। হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِى. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِى جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ. قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِى تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ. قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِى إِنْ أَدْرَكَنِى ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ. قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ-

‘লোকেরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত। কিন্তু আমি তাঁকে অকল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম যাতে অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ না করে। একবার আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা জাহিলিয়াত ও খারাপের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম। তারপর আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে এই কল্যাণ (ইসলাম) দান করেছেন। এখন এ কল্যাণের পর কোন অকল্যাণ আসবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সেই অকল্যাণের পর আবার কল্যাণ আসবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে তার মধ্যে ‘দাখান’ (আরবী দাখান শব্দের অর্থ বিশৃঙ্খলা বা বিশৃঙ্খলাকারী) থাকবে। আমি বললাম, দাখান কী? তিনি বললেন, তারা এমন একদল লোক যারা আমার সুন্নাহ ছেড়ে ভিন্ন মত অনুসরণ করবে, যার কিছু হবে বৈধ এবং কিছু হবে অবৈধ। আমি বললাম, সেই কল্যাণের পর আবার অকল্যাণ আসবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারা হবে জাহান্নামের দ্বারদেশের দিকে আহ্বানকারী লোক। যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে তারা তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, আমাদেরকে তাদের বর্ণনা দিন। তিনি বললেন, তারা আমাদেরই গোত্রীয় হবে এবং আমাদেরই ভাষায় কথা বলবে। আমি বললাম, আমি যদি এ অবস্থার সম্মুখীন হই তাহ’লে আপনি আমাকে কী করতে আদেশ দিবেন? তিনি বললেন, তুমি মুসলিমদের জামা‘আত এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। আমি বললাম, তাদের যদি জামা‘আত ও ইমাম কোনটাই না থাকে? তিনি বললেন, তখন তুমি তাদের সকল দল-উপদল থেকে আলাদা হয়ে যাবে এবং মৃত্যু না আসা পর্যন্ত কোন বৃক্ষমূল দাঁতে কামড়ে ধরে হ’লেও প্রাপ্ত কল্যাণের উপর থাকবে’।[৭]

দেখুন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হুযায়ফা (রাঃ)-কে বলেছেন, দ্বীনের উপর অবিচল থাকার পথ ও পদ্ধতি হ’ল মুসলিমদের জামা‘আত ও তাদের ইমামের সাথে আবশ্যিকভাবে যুক্ত থাকা। কিন্তু জামা‘আত ও ইমাম কোনটাই না থাকলে তখন নিরাপত্তার উপায় হিসাবে তিনি তাকে প্রচলিত যত সব দল আছে সেগুলো থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। তিনি মানুষের সংস্রব এড়িয়ে চলবেন। এজন্য যদি তাকে আমৃত্যু গাছের শিকড় কামড়ে ধরে বাঁচতে হয় তিনি তাই করবেন, কিন্তু সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরেই থাকবেন।

সুতরাং মুসলিমদের জামা‘আত ও তাদের ইমাম বা শাসক থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা পথভ্রষ্টতার অন্যতম কারণ। শয়তান তো বনী আদমকে পথভ্রষ্ট করার জন্য ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করছে। সে শারঈ জামা‘আত থেকে দূরে নিঃসঙ্গ অবস্থানকারীকেই তো কেবল তার খাদ্যে পরিণত করে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ ‘জামা‘আতের উপর আল্লাহ্র হাত রয়েছে’।[৮] ছাগপাল থেকে নেকড়ে বাঘ কেবল বিচ্ছিন্নটাকেই খায়। এমনিভাবে যে ব্যক্তি মুসলিমদের জামা‘আত থেকে দূরে সরে যায় সে অভাবনীয় সব চিন্তা-ভাবনার সাথে যোগ দেয় এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুতির শিকার হয়। বাতিল পথের আমন্ত্রকরা তাকে মুসলিমদের জামা‘আত ত্যাগ করে তাদের দলে ভেড়ানোর টার্গেটে পরিণত করে। সুতরাং মুসলিমদের মসজিদে তাদের সাথে ওঠাবসা পরিত্যাগ, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত নামে তাদের যে জামা‘আত রয়েছে তা পরিত্যাগ এবং বিদ্যমান ইমামকে পরিত্যাগ করার ফলে সে নিজেকে বাতিলের দাওয়াতদাতাদের নিশানায় পরিণত করে। তাদের কামনা-বাসনার ঝাঁপি নিয়ে তারা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা তার সামনে কামনা-বাসনার উপকরণাদি মনোমুগ্ধকর করে তুলে ধরে। ফলে সে প্রবৃত্তির জালে ফেঁসে গিয়ে তাদের দলে ভিড়ে যায়। শুধু তাই নয়, বাতিলপন্থীরা তার সামনে নানা সংশয়ও তুলে ধরে। সংশয়ের আবর্তে পাক খেয়ে সে ইসলাম সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে।

এ সমস্যার প্রতিকার হিসাবে প্রত্যেক মুসলিম অবশ্যই মুসলিমদের জামা‘আতে শামিল থাকবে এবং তাদের ইমামকে কড়াকড়িভাবে মেনে চলবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তো তাদের এই উপদেশই দিয়েছেন।

---

৭. *বুখারী হা/৩৬০৬।*
৮. *তিরমিযী হা/২১৬৭।*

মাসিক আত-তাহরীক জুলাই ২০২২ ২৫তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

হে আল্লাহ্র বান্দা! তুমি এমন মুমিনকে দেখে অবাক হবে, যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়, ইসলামের রুকনসমূহের হেফাযত করে এবং ভালো ভালো কাজে দৃশ্যত অগ্রণী থাকে সেই কি-না যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপদেশ শুনতে পায়, আর তার মোকাবেলায় জনগণের শাসক কিংবা শায়খের কোন উপদেশ সামনে পায় তখন সে অবলীলায় নবী মুছত্বফা (ছাঃ)-এর উপদেশ পিছনে ছুঁড়ে ফেলে এবং ঐ শাসক কিংবা শায়খের উপদেশ কবুল করে নেয়। অথচ নবী করীম (ছাঃ) প্রবৃত্তির চাহিদা মতো কোন কথা বলেননি, যা বলেছেন তা অহি-র ভিত্তিতে বলেছেন। তিনি মানব জাতির জন্য রহমত এবং সৎপথের দিশারী। তা সত্ত্বেও নবী মুছত্বফা (ছাঃ)-এর উপদেশ ত্যাগ করে সে একজন সাধারণ মানুষের উপদেশ গ্রহণ করে, তাকেই সে দামী ভাবে।

ভাইয়েরা আমার!

এমন অবস্থার প্রতিকার হিসাবে লোকেদের রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপদেশ অনুযায়ী আমলে আগ্রহী করে তুলতে হবে। যুবকরা যাতে জামা'আতের সাথে সম্পর্ক জোরদার করে মুমিনরা সেদিকে তৎপর হবে। বিদ্যমান শারঈ জামা'আত থেকে যেসব কারণে তারা ছিটকে পড়ে সেসব কারণের বিরুদ্ধে মুমিনদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এটাই হ'ল অবিচলতার ও স্থিরতার পথ। এটাই বিচ্যুতি ও অনুশোচনার হাত থেকে বাঁচার পথ।

আলেমদের অবজ্ঞা করা অধঃপতনের আরেকটি কারণ। এটা এতটাই জঘন্য যে, এজন্য আমাদের অশ্রুপাত করা উচিত। এটা খোদ অধঃপতন এবং অধঃপতনের কারণও বটে। অনেক যুবককে দেখা যায় তারা সুন্নাহ্র অনুসারী আলেমদের অসম্মান করে।

ওলামায়ে রব্বানী, যারা কিনা কুরআন ও সুন্নাহ মুতাবেক মযবূতভাবে আমল করে, যুবকরা তাদের সম্মানহানি করে। যে ওলামায়ে রব্বানীরা শরী'আতের মূল উৎস থেকে শারঈ বিদ্যা অর্জন এবং অন্যদের শিখাতে তাদের জীবন পার করেন, যুবকরা তাদের ঘৃণার চোখে দেখে। যে আলেমগণ আল্লাহ্র হুকুম পালনে নিজেদের জীবন কুরবানী করেন, পসন্দনীয় লোকেরা যাদের আল্লাহ্র আনুগত্য ও তার পথে স্থির থাকার সাক্ষ্যদাতা, যাদের বিদ্যা ও ফৎওয়ার পতাকা পতপত করে ওড়ে আমাদের যুবকরা কিনা সেই আলেমদেরই তাদের সমালোচনার পাত্র বানিয়ে নেয়। এভাবেই তারা মানুষ শয়তান ও জিন শয়তানের শিকারে পরিণত হয়। তারা তাদেরকে নিকৃষ্ট পথের পানে চালিয়ে নিয়ে যায়। যার একদিকে থাকে সন্দেহ-সংশয় এবং অন্যদিকে থাকে কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার আয়োজন।

হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! যখন কোন যুবককে দেখবেন আল্লাহ্র হুকুম পালনে সে খুবই অলস, ফরযসমূহ তরককারী এবং হারামে যথেচ্ছা লিপ্ত তখন নিশ্চয়ই আপনি দুঃখ পাবেন। সেই যুবকই আবার আলেমদের সমালোচনা করে বলছে, আমরা সেসব আলেম চাই না, যাদের মধ্যে এমন এমন কিছু রয়েছে। আমরা সেসব আলেমকে চাই, যাদের কথায় এটা হারাম, ওটা ফরয ইত্যাদি বিধি-বিধানের আলোচনা নেই। আমরা কেবল তাদের মুখে ওয়ায-নছীহত শুনব। তারা আমাদের উপর কোন দায়-দায়িত্বের কথা বলবেন না, কোন কর্তব্য চাপাবেন না। যারা বড় আলেম বলে নিজেরা নিজেদের যাহির করছেন তাদের আমাদের কোন দরকার নেই, তাদের মাঝে আমাদের কোন চাওয়া-পাওয়া নেই। তারা আজেবাজে ধরনের লোক। আপনি খুবই বিস্ময় বোধ করবেন এবং মনোকষ্ট পাবেন যখন দেখবেন একজন যুবকের মাঝে ভাল ভাল চিহ্ন ফুটে উঠেছে, তার দেহে সুন্নাহ দৃশ্যমান, তার বাহ্যিক কাজকর্ম সবই ভাল, কিন্তু তাকেই দেখবেন সভা-সমিতিতে আলেমদের অপমানসূচক কথা বলছে, তাদের কুৎসা গাইছে, অপদস্থ করছে এবং নানাভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছে। এ কাজ নিজেই একটি বিপজ্জনক বিচ্যুতি এবং অনেক বিপজ্জনক বিচ্যুতির কারণও বটে।

এহেন অধঃপতনের প্রতিকারে আমাদের যুবকরা যাতে আল্লাহওয়ালা আলেমদের সম্মান করে সেভাবে তাদের প্রতিপালন করতে হবে। তারা তাদের দেওয়া ফৎওয়া মেনে নিবে, তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করবে, তাদের মর্যাদা বজায় রাখবে এবং কেউ তাদের বেইজ্জতি করলে তাতে বাধা দিবে। খতীব ও বক্তা যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন তাদের বক্তৃতায় এমন সব কথা থেকে দূরে থাকতে হবে যাতে যুবসমাজের আল্লাহভক্ত আলেমদের প্রতি ঘৃণা জন্মে। চাই সেসব কথা তারা ভাল খেয়ালে বলুন কিংবা মন্দ খেয়ালে বলুন।

শায়খ ছালেহ আল-ফাওযান হাফিযাহুল্লাহ বলেন, 'মুসলিম আলেমদের সম্মান করা ফরয। কেননা তারা নবীদের উত্তরাধিকারী। তাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা মানে তাদের পদমর্যাদা এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর উত্তরাধিকারকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা; তারা যে বিদ্যা বহন করছেন সেই বিদ্যাকে তুচ্ছ ভাবা। তাদের লব্ধ বিদ্যা, উম্মাহ্র মাঝে তাদের অবস্থান এবং মুসলিম জাতি ও ইসলামের কল্যাণে তারা যে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন সেজন্যই তাদের সম্মান জানানো ফরয। তিনি আরো বলেন, আলেমদের উপর যদি ভরসা করা না যায় তবে কাদের উপর ভরসা করা যাবে? যখন আলেমদের উপর ভরসা নষ্ট হয়ে যাবে তখন মুসলিমরা তাদের সমস্যা সমাধানে কাদের পানে রুজু হবে? কাদের নিকট থেকেইবা তারা শারঈ হুকুম-আহকাম জানবে? এমন হ'লে তো তখন এ উম্মাহ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তাদের মাঝে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে'।

শায়খ সত্যই বলেছেন। এখন তো আমরা তার কিছু নযীর দেখতে পাচ্ছি। অনেককেই এখন আমরা দেখতে পাই, তারা নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য আলেমদের ফৎওয়া উপেক্ষা করেন এবং এমন সব লোকের মতামতের পিছনে দৌড়ান বিদ্যা বলতে যাদের ভাঙাচুরা ছিটেফোঁটার বেশী কিছু নেই। আল্লাহ পাকের নিকট আমরা সকাতর প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন

আমাদের সঠিক পথ দেখিয়ে দেন এবং আমাদের পরিবার পরিজনকে পাক-পবিত্র আলেমদের সেই বৃক্ষমূলে ফিরিয়ে নিতে সাহায্য করেন, যার মূল সুদৃঢ় এবং শাখা-প্রশাখা আকাশচুম্বী।

প্রিয় ভাইয়েরা!

'অবসরকে কাজে না লাগানো এবং সময়ের সদ্ব্যবহার না করা' যুবসমাজের অধঃপতনের আরেকটি কারণ। মানুষ যখন অবসর পায় তখন যদি তা কল্যাণমূলক কাজে না লাগায় তবে তা তাকে ক্ষতিকর কাজের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তখন সেই অবসরই তার গলার কাঁটা হয়ে দেখা দেয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ 'দু'টি নে'মত নিয়ে অনেক মানুষ ধোঁকায় পতিত হয়, স্বাস্থ্য ও অবসর'।[৯] এখানে নবী (ছাঃ) অবসরকে বান্দার জন্য আল্লাহ্র নে'মত গণ্য করেছেন। যখন বান্দা তার অবসরকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণে ব্যবহার করবে তখন তা আল্লাহ্র নে'মতে পরিণত হবে। কিন্তু যুবকরা যদি তাকে মূল্যবান ভেবে কাজে না লাগায় তাহ'লে সেই অবসর নে'মত না হয়ে আযাবে পরিণত হবে এবং উপহারের বদলে কষ্টে রূপায়িত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ-এর উপর আল্লাহ রাযী থাকুন। তিনি বলেন, إِنِّي لَأَمْقُتُ الرَّجُلَ أَنْ أَرَاهُ فَارِغًا لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ عَمَلِ الدُّنْيَا، وَلَا عَمَلِ الْآخِرَةِ 'আমি সেই লোককে অবশ্যই ঘৃণা করি যে তার অবসর সময়কে না দুনিয়ার কাজে লাগায়, না আখেরাতের কাজে লাগায়'।[১০]

ভাইয়েরা! এ ব্যাধির প্রতিকারে যুবকদের সময়ের গুরুত্ব জানতে হবে। তাদের অবসর সময়কে তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণে লাগাতে হবে। আমরা নিজেদের এবং আমাদের যুবকদের নবী করীম (ছাঃ)-এর নিম্নের বাণী অনুযায়ী আমলে উদ্বুদ্ধ করতে পারি, যা কিনা তিনি আদেশ ও নছীহত সূত্রে আমাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ، شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ 'তুমি পাঁচটি অবস্থার পূর্বে পাঁচটি অবস্থাকে দামী গণ্য করবে। তোমার বার্ধক্যের আগে তোমার যৌবনকে, তোমার অসুস্থতার আগে তোমার সুস্থতাকে, তোমার দারিদ্রের আগে তোমার ধনাঢ্যতাকে, তোমার ব্যস্ততার আগে তোমার অবসরকে এবং তোমার মৃত্যুর আগে তোমার হায়াতকে'।[১১]

ভাইয়েরা, এ সমস্যার প্রতিকারে সময় যে একটা সুযোগ এবং অবসর যে একটি নে'মত তা আমাদের জানতে হবে। সেই সাথে আমাদের যুবকদেরও তা জানাতে হবে। হাতছাড়া হয়ে গেলে এগুলোর নাগাল ফিরে পাওয়া যাবে না। তাই এগুলো আমাদের হাতছাড়া হওয়ার আগেই কিংবা আমাদের উপর আযাব হয়ে দাঁড়ানোর পূর্বেই আমাদেরকে নবী করীম (ছাঃ)-এর কথামত এ দু'টিকে কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করতে হবে।

অসৎসঙ্গ গ্রহণ যুবসমাজের অধঃপতনের আরেকটি কারণ। সঙ্গী একজন আকর্ষণকারী বটে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ 'ব্যক্তি তার বন্ধুর দ্বীন-ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং তোমাদের কে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে তা যেন লক্ষ্য করে'।[১২]

ভাইয়েরা! এক বন্ধুর আচরণ-অভ্যাসই অন্য বন্ধুর আচরণ-অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়। কারণ অভ্যাস করাতের মত খাঁজে খাঁজে মিলে যায় এবং যে কোন সাহচর্য বা সঙ্গ প্রভাব বিস্তার করে। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً

'সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ মেশক বহনকারী ও হাপরে ফুঁদাতা কামারের মত। মেশক বহনকারী হয় তোমাকে কিছু এমনিতে দিবে অথবা তুমি তার থেকে কিছুটা কিনতে পারবে কিংবা তার কাছ থেকে তুমি এমনিতেই সুগন্ধ পাবে। পক্ষান্তরে হাপরে ফুঁদাতা হয় তোমার কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দিবে, নয় তুমি তার নিকট থেকে কটু গন্ধ পাবে'।[১৩]

এ ধরনের অধঃপতন চুলকানি-পাঁচড়ার মতো সংক্রামক, এমনকি তার থেকেও এটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। শয়তান এরূপ যুবকের ঘাড়ে সওয়ার হয়, যাতে তাকে কেন্দ্র করে তার অন্য সাথী-সঙ্গীদের পথভ্রষ্ট করতে পারে। তাইতো দেখা যায়, কত যুবক আজ অসৎ সঙ্গীর পাল্লায় পড়ে মাদকাসক্ত হয়ে গেছে! চরিত্রবান কত যুবক খারাপ সঙ্গীর কুহকে জড়িয়ে পাক-পঙ্কিলতায় আকণ্ঠ ডুবে গেছে! এমন কত মানুষ আছে যারা একদিন নিজের এবং নিজের পরিবারের জন্য অনুগ্রহ-অনুকম্পা ছিল, তারাই আজ স্বীয় পরিবার ও সমাজের জন্য সাক্ষাৎ আযাবে পরিণত হয়েছে। এর পিছনে কারণ ঐ খারাপ সঙ্গী। বিকৃত চিন্তাধারী এমন অনেক সাথী যে কতজনের চিন্তায় বিকৃতি ধরিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এমন চিন্তার ফলে তারা হয় পুরোপুরি কাফের হয়ে গেছে, নয় দুষ্কৃতিকারী পাপাচারী বনে গেছে।[১৪]

৯. *বুখারী হা/৬৪১২।*
১০. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৪৫৬২।*
১১. *হাকেম মুস্তাদরাক ৪/৩৪১, হা/৭৮৪৬; ছহীহুল জামে' হা/১০৭৭।*
১২. *আবুদাউদ হা/৪৮৩৩; তিরমিযী হা/২৩৭৮।*
১৩. *বুখারী হা/৫৫৩৪; মুসলিম হা/৬৫৮৬।*
১৪. *ধূমপান, মাদকাসক্তি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, চুরি-ডাকাতি, পর্দাহীনতা, দ্বীন পালনে অনীহা, দ্বীনের বিরোধিতা, নাস্তিকতার বিস্তার ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাথী ও সহপাঠীদের যে ব্যাপক ভূমিকা আছে তা*

এ সমস্যার প্রতিকার হিসাবে যুবকরা এমন লোকদের সাহচর্য গ্রহণ করবে যারা নিজেরা ভাল মানুষ, সঠিক পথের অনুসারী এবং বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন। যারা সুন্নাহ অনুসরণের জন্য প্রসিদ্ধ এবং যারা নিজেদের ভাল আচরণ, নিজেদের অবলম্বিত যথার্থ পথ ও নিজেদের লব্ধ বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে যুবশ্রেণী ও অন্যদের ভাল কাজে যুক্ত করেন এবং জামা'আতবদ্ধ হ'তে উদ্বুদ্ধ করেন।

সুতরাং ভাইয়েরা আমার,

লোকদের সঙ্গ গ্রহণের আগে একজন যুবকের কর্তব্য হবে তাদের ওযন করে দেখা, মূল্যায়ন করে দেখা। সে যেন তাদের হাল-হকিকত ও খ্যাতি খুব খেয়াল করে। যদি সঙ্গ লাভের জন্য বাছাইকৃতরা মাহাত্ম্যপূর্ণ ও ভাল আচরণের অধিকারী হন, সুস্পষ্ট দ্বীন মেনে চলেন এবং দ্বীন পালনে সমাজে তাদের সুনাম-সুখ্যাতি আছে, তবে তারাই হবে তার কাঙ্ক্ষিত হারানো ধন। তাদের দরজায় গিয়েই তার বাহন থামবে। কিন্তু যদি মূল্যায়িত ও বাছাইকৃতরা উক্ত মানের না হয়, তাহ'লে অবশ্যই তাদের থেকে সাবধান ও দূরে থাকতে হবে। মিষ্টি মিষ্টি কথা এবং বাহ্যিক জাঁকজমক দেখে যেন সে ধোঁকা না খায়। কেননা এসব মিষ্টি কথা ও বাহ্যিক সৌন্দর্য এমন প্রতারণা ও গোমরাহীর কারণ হ'তে পারে যার আড়ালে সময় বিশেষে বড় রকমের বিশৃঙ্খলা লুকিয়ে থাকে।

সন্তান যাতে সৎ সঙ্গীদের সঙ্গ গ্রহণে সক্ষম হয় সেজন্য পিতা-মাতার সহযোগিতাপূর্ণ ভূমিকা পালন করা আবশ্যক। পিতা-মাতা দু'জনেরই নিজ সন্তানদের সঙ্গে সঙ্গদান বা সময় ব্যয় করা অবশ্য কর্তব্য। যার-তার সঙ্গে সঙ্গদানের জন্য সন্তানদের ছেড়ে দেওয়া পিতা-মাতার জন্য মোটেও উচিত নয়। এমন করলে যখন সন্তান পিতার মাথায় কুড়াল মারবে তখন সে কাঁদবে আর বলবে, আমার ছেলে এখন আমার অবাধ্য হয়ে গেছে! আমার ছেলে একসময় মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত নিয়মিত জামা'আতে আদায় করত; অথচ এখন সে মোটেও ছালাত আদায় করে না!! আমার ছেলে ছিল রহমত বরকত অথচ এখন সে আমার জন্য আযাবে পরিণত হয়েছে!!!

পিতা-মাতাকে শুরু থেকেই এ বিষয়ে হুঁশিয়ার থাকতে হবে। সন্তানেরা যাতে সৎ সঙ্গী বেছে নেয় সেজন্য তারা গোড়া থেকেই তাদের উৎসাহিত করবে। একজন যুবকের অবশ্যই সাথী-সঙ্গী দরকার। আমরা এ কথা বলতে পারি না যে, আমাদের যুবকদের আমরা ঘরে আবদ্ধ করে রাখব, তাদের কোন সাথী-বন্ধু থাকবে না। কিন্তু যুবকদের কর্তব্য হবে নিজেদের জন্য এমন সব বন্ধু গ্রহণ করা, যারা তাদের উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে, জান্নাতের পানে চালিত করবে। যাদের মধ্যে খারাপ কাজ ও খারাপ আচরণ দেখতে পাবে, যাদের দেখবে তারা খারাপ পথ ও অবক্ষয়ের দিকে ডাকে তাদের বন্ধুত্ব গ্রহণ থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে, যদিও তারা হাসিমুখে তাদের পানে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়। এমন কারো সঙ্গে একবার বন্ধুত্ব করে ফেললে দহরম-মহরমের আগেই সরে পড়তে হবে, যাতে পদস্খলন না ঘটে। *(ক্রমশঃ)*

দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। আবার সৎসঙ্গীদের চেষ্টা ও প্রভাবে অনেকেই এসব খারাপ আচরণ ছেড়ে দিয়ে ভাল পথে ফিরে এসেছে, দ্বীন-ধর্মের খাঁটি অনুসারী হয়ে গেছে তাও চির সত্য। তাই খারাপ কাউকে ঘৃণা না করে অনেকে মিলে সঙ্গ দিয়ে তাকে বা তাদেরকে ভাল পথে আনার চেষ্টা করতে হবে। খারাপ হওয়ার কারণ ও প্রতিকার কী হ'তে পারে তা খুঁজে বের করে কাজে লাগাতে হবে। হতাশ কিংবা নিশ্চেষ্ট বসে থাকা আমাদের বর্তমান যে স্বভাব তার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। শরী'আতের আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার আমাদের সে কথাই বলে।- অনুবাদক।

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

মাসিক আত-তাহরীক জুলাই ২০২২ ২৫তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

সাকীনাহ : প্রশান্তি লাভের পবিত্র অনুভূতি

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সাকীনাহ বা প্রশান্তি লাভের মাধ্যম সমূহ :

সাকীনাহ হ'ল প্রশান্তি লাভের একটি পবিত্র অনুভূতি, যা মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়। জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধ করার জন্য সকীনাহ্র কোন বিকল্প নেই। কেননা টাকা-পয়সা, ক্ষমতা-প্রতিপত্তি কখনো মানুষকে প্রকৃত সুখের সন্ধান দিতে পারে না। এই পৃথিবীতে প্রকৃত সুখী হ'তে পারে সেই ব্যক্তি, আল্লাহ যার অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন। নিম্নে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রশান্তি লাভ করার কতিপয় উপায় ও মাধ্যম আলোকপাত করা হ'ল।

(১) আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর পরিচয় জানা :

দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনে প্রশান্তি লাভ করার প্রধান উপায় হ'ল আল্লাহ্র প্রতি নির্জলা ঈমান রাখা এবং তাঁর পরিচয় জানা। আল্লাহ্র পরিচয় জানার অর্থ হ'ল তাওহীদের জ্ঞান অর্জন করা। তাওহীদের জ্ঞান ছাড়া কোন বান্দার ঈমান পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। আর এটাই সাকীনাহ লাভ করার প্রধান শর্ত। কারণ কোন কাফের, ফাসেক ও মুনাফিকের অন্তরে সাকীনাহ নাযিল করা হয় না। এই সাকীনাহ কেবল পরহেযগার মুমিনদের বক্ষদেশে অবতীর্ণ হয়। আবূ আলী আদ-দাক্বাক্ব (রহঃ) বলেন, المعرفة توجب السكينة فِي القلب كَمَا أَن العلم يوجب السكون فمن ازداد معرفته ازدادت سكينته، 'তাওহীদের জ্ঞান হৃদয়জুড়ে প্রশান্তি বয়ে আনে। যেমনভাবে জ্ঞান বিবেকের শান্তভাব নিয়ে আসে। সুতরাং তাওহীদের জ্ঞান যার যত বেশী হবে, তার প্রশান্তিও তত বেশী বৃদ্ধি পাবে'।[১]

(২) কুরআন তেলাওয়াত করা :

কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে যেমন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নেকী অর্জিত হয়, তেমনি জীবনজুড়ে প্রশান্তি লাভ করা যায়। কুরআনের অমিয় বাণী হৃদয়ে নিয়ে আসে প্রশান্তি। এই কুরআন দুনিয়াবী যিন্দেগীতে মানব জীবনকে সজীব করে তোলে এবং আখেরাতে পাঠকারীর পক্ষে আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করে। দিন ও রাতের যে কোন সময়েই কুরআন তেলাওয়াতের এই ফযীলত লাভ করা যায়। তবে রাতের তেলাওয়াত এ ব্যাপারে বেশী কার্যকর। কেননা ক্বিয়ামতের দিন কুরআন আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করে বলবে, أَيْ رَبِّ، إِنِّي... مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، 'হে আমার রব! আমি তাকে রাতের বেলা ঘুমাতে বাধা দিয়েছিলাম। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন'। অতঃপর আল্লাহ কুরআনের সুপারিশ কবুল করবেন।[২] এই ফযীলত লাভের জন্য ছাহাবায়ে কেরাম রাতের বেলা কুরআন তেলাওয়াত করতেন।

বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, একবার এক ছাহাবী রাতের বেলা সূরা কাহ্ফ তেলাওয়াত করছিলেন। সেই সময় তার বাড়িতে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। ঘোড়াটি তখন লাফালাফি করতে লাগল। তিনি দেখলেন, একখণ্ড কুয়াশা বা মেঘ এসে তাকে ঢেকে দিয়েছে। পরক্ষণেই দেখলেন সেই মেঘমালা আর নেই। ফলে সকাল বেলা উঠে তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলেন। তখন তিনি বললেন, اقْرَأْ فُلَانُ، فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ نَزَلَتْ لِلْقُرْآنِ، أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ، 'হে অমুক! তুমি এভাবে তিলাওয়াত করবে। এটা তো প্রশান্তি (সাকীনাহ) ছিল, যা কুরআন তিলাওয়াতের কারণে নাযিল হয়েছিল'।[৩] শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, تلك السكينة نزلت لقراءة القرآن لأن السكينة تنزل عند قراءة القرآن إذا قرأه الإنسان بتمهل وتدبر فإن السكينة تنزل حتى تصل إلى قلب القارئ فينزل الله السكينة في قلبه، 'সেই সাকীনাহ বা প্রশান্তি নাযিল হয়েছিল কুরআন তেলাওয়াতের কারণে। কেননা কুরআন পাঠের সময় সাকীনাহ নাযিল হয়। যখন মানুষ অনুধাবন করে ধীরে-সুস্থে কুরআন তেলাওয়াত করে, তখন সাকীনাহ বর্ষিত হয়ে পাঠকারীর হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এভাবেই আল্লাহ তার অন্তরজগতে প্রশান্তি ঢেলে দেন'।[৪]

মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، 'যারা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহকে স্মরণ করলে যাদের অন্তরে প্রশান্তি আসে। মনে রেখ, আল্লাহ্র স্মরণেই কেবল হৃদয় প্রশান্ত হয়' *(রা'দ ১৩/২৮)*। আলোচ্য আয়াতে কেবল মুমিনদের হৃদয় প্রশান্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।[৫] আর যিকির বলতে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। যেমন হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, أَنَّ ذِكْرَ اللهِ هَاهُنَا الْقُرْآنُ، وَهُوَ ذِكْرُهُ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ. بِهِ طُمَأْنِينَةُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّ الْقَلْبَ لَا يَطْمَئِنُّ إِلَّا بِالْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى حُصُولِ الْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ إِلَّا مِنَ الْقُرْآنِ، 'আল্লাহ্র যিকির বলতে এখানে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। এটা আল্লাহ্র যেই যিকির যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন। এর মাধ্যমেই মুমিনের হৃদয় সমূহ প্রশান্তি লাভ করে। কেননা ঈমান ও

** এম.এ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *আব্দুল কারীম আল-কুশাইরী, আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ ২/৪৭৮।*

২. *মুসনাদে আহমাদ হা/৬৬২৬; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১৮৩৯; মিশকাত হা/১৯৬৩; সনদ ছহীহ।*

৩. *বুখারী হা/৩৬১৪, ৪৮৩৯।*

৪. *ছালেহ আল-উছাইমিন, শারহু রিয়াযিছ ছালেহীন ৪/৬৫১।*

৫. *তাফসীরে কুরতুবী ৯/৩১৫।*

www.at-tahreek.com

ইয়াক্বীন ছাড়া হৃদয় প্রশান্ত হয় না। আর কুরআন ছাড়া ঈমান ও ইয়াক্বীন লাভেরও কোন পথ নেই'।[৬] আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রহঃ) বলেন, এখানে 'যিকরুল্লাহ' বলতে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। মুমিনগণ যখন এই কুরআনের মর্ম অনুধাবন করবেন এবং এর বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবেন, তখন তাদের সামনে সত্য প্রকাশিত হবে, বিশ্বাস সুদৃঢ় হবে এবং হৃদয় প্রশান্ত হবে'।[৭] তবে জমহূর মুফাসসিরীনে কেরামের মতে, 'যিকরুল্লাহ' বলতে শুধু কুরআনকে বুঝানো হয়নি; বরং আল্লাহকে স্মরণ করার প্রত্যেক মাধ্যমকেই বুঝানো হয়েছে।

তবে প্রশান্তি লাভের জন্য সাকীনাহ্র আয়াত সমূহের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়া (রহঃ) বলেন, শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) যখন কোন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তেন, তখন সাকীনাহ্র আয়াতগুলো তেলাওয়াত করতেন'।[৮] অসুস্থতা, অক্ষমতা, উৎকণ্ঠা, শঙ্কা, শয়তানী ওয়াসওয়াসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি সাকীনাহ্র আয়াত তেলাওয়াত করতেন এবং বলতেন, فَلَمَّا اشْتَدَّ عَلَيَّ الْأَمْرُ، قُلْتُ لِأَقَارِبِي وَمَنْ حَوْلِي: اقْرَءُوا آيَاتِ السَّكِينَةِ، قَالَ: ثُمَّ أَقْلَعَ عَنِّي ذَلِكَ الْحَالُ، وَجَلَسْتُ وَمَا بِي قَلَبَةٌ، 'কোন কঠিন পরিস্থিতি যখন আমার উপর জেঁকে বসে, তখন আমি আমার আত্মীয়-স্বজন এবং আমার আশপাশের কাউকে বলি, আমাকে সাকীনাহ্র আয়াতগুলো পড়ে শুনাও। তারপর (আয়াতগুলো শুনে) আমার থেকে সেই কঠিন অবস্থা দূর হয়ে যায় এবং আমি এমন হয়ে যাই যে আমার অন্তরেরও কোন রোগ থাকে না'। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, وَقَدْ جَرَّبْتُ أَنَا أَيْضًا قِرَاءَةَ هَذِهِ الْآيَاتِ عِنْدَ اضْطِرَابِ الْقَلْبِ بِمَا يَرِدُ عَلَيْهِ. فَرَأَيْتُ لَهَا تَأْثِيرًا عَظِيمًا فِي سُكُونِهِ وَطُمَأْنِينَتِهِ، 'আমিও মনের অস্থিরতা ও অশান্তির মুহূর্তে এই আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে দেখেছি এবং খেয়াল করেছি যে, মনের সুস্থিরতা ও প্রশান্তি লাভে এই আয়াতগুলির বিরাট প্রভাব রয়েছে'।[৯] সুতরাং সাকীনাহর আয়াত তেলাওয়াত করে অথবা শুনে আমরা আমাদের হৃদয়কে প্রশান্ত করতে পারি। ইউটিউবে যে কোন ভাষায় সাকীনাহ্র আয়াত লিখে সার্চ দিলে একসাথে সব আয়াতের তেলাওয়াত পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

ইতালির বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ৩৮ বছর বয়স্ক রোকসানা ইলিনা নেগ্রা ইসলাম গ্রহণের পর তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'আমি পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করেছি। যতই পড়েছি, ততই আমি মুগ্ধ হয়েছি। এই মুগ্ধতা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। আমি মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী। আমি সব সময় প্রশান্তির জন্য, অসুস্থতা থেকে নিরাময়ের উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা ও গবেষণা করেছি। আলহামদুলিল্লাহ! আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ইসলামেই রয়েছে সবকিছুর সঠিক সমাধান'।[১০]

(৩) ছালাত আদায় করা :

বান্দার সার্বিক জীবনে সাকীনাহ লাভ করার অন্যতম প্রধান উপায় হ'ল ছালাত আদায়। আল্লাহ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। যেন একজন বান্দা দুনিয়া ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে প্রশান্তিময় জীবনের দিকে অগ্রসর হ'তে পারে। যারা যত বেশী মনোযোগী হয়ে ছালাতে নিবিষ্ট হ'তে পারেন, প্রশান্তির ফল্গুধারা তাদেরকে তত বেশি সিক্ত করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেলাল (রাঃ)-কে বলতেন, قُمْ يَا بِلَالُ فَأَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ، 'হে বিলাল! আযান দাও, আমাদেরকে ছালাতের মাধ্যমে প্রশান্তি লাভের ব্যবস্থা করো'।[১১] শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, أرحنا بها فإن فيها الراحة والطمأنينة والسكينة، 'ছালাতের মাধ্যমে আমাদের প্রশান্তি দাও- এই কথা বলেছেন এজন্য যে, ছালাতে রয়েছে আত্মিক শান্তি, মানসিক তৃপ্তি ও প্রশান্তি'।[১২] শুধু ছালাত নয়, আল্লাহ্র যে কোন ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ করা যায়। কবি বলেন,

من يطع ربه تطعه الليالي * وتجيئه الورى وهم خدام

هو رضوان في سكينة رضوى * رضي الله عنه والإسلام

'যে ব্যক্তি তার রবের আনুগত্য করে, রাত তার অনুগত হয় এবং গোটা সৃষ্টিকূল তার সেবক হয়ে যায়। সে আনন্দচিত্তে প্রশান্তির মাঝে অবস্থান করে। আল্লাহ তার প্রতি এবং তার লালিত ইসলামের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান'।[১৩]

(৪) দ্বীন শিক্ষার মজলিস বা তা'লীমী বৈঠকে অংশগ্রহণ করা:

আল্লাহ প্রদত্ত সাকীনাহ লাভের উত্তম উপায় হ'ল দ্বীন শিক্ষার মজলিসে অংশগ্রহণ করা। দ্বীনের জ্ঞান বিতরণের জন্য হোক কিংবা আহরণের জন্য হোক, যারাই এই তা'লীমী বৈঠকগুলোতে অংশগ্রহণ করে, তাদের উপর আসমান থেকে প্রশান্তি নাযিল হয়। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ

৬. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন ২/৪৮০।

৭. তাফসীরে সা'দী, পৃ. ৪১৮।

৮. পবিত্র কুরআনে তিনটি সূরায় মোট ছয়টি আয়াতে 'সাকীনাহ'র কথা আলোকপাত করা হয়েছে। এই ছয়টি আয়াতকে সাকীনাহ্র আয়াত বলা হয়। সেগুলো হ'ল সূরা বাক্বারাহ ২/২৪৮; সূরা তাওবাহ ৯/২৬, ৪০; সূরা ফাৎহ ৪৮/৪, ১৮, ২৬।

৯. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন, ২/৪৭১।

১০. দৈনিক ইনকিলাব, ১৬ জানুয়ারী ২০১৭।

১১. মুসনাদে আহমাদ হা/২৩০৮৮; আবূদাঊদ হা/৪৯৮৬, সনদ ছহীহ।

১২. ছালেহ আল-উছায়মীন, মাকারিমুল আখলাক্ব (রিয়াদ: দারুল ওয়াত্বান, তাবি) পৃ. ২১।

১৩. ফাৎহ ইবনে খাক্বান, ক্বালাইদুল 'ইক্বয়ান (আল-মাকতাবাতুশ শামেলাহ), পৃ. ২৬২।

عِنْدَهُ 'যখন কোন সম্প্রদায় আল্লাহ্র কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে এবং পরস্পরে তা নিয়ে আলোচনা করে, তখন তাদের উপর প্রশান্তি বর্ষিত হয়, রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয়, ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে রাখে, এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের কাছে তাদের প্রশংসা করেন'।[১৪] এই হাদীছের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, হাদীছে আলোচিত সাকীনাহর মাধ্যমে হৃদয় প্রশান্ত ও আলোকিত হয়।[১৫] শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, সাকীনাহ মহান আল্লাহ্র বিশাল বড় একটি নে'মত, যা তিনি বান্দার কলবে নাযিল করেন। ফলে সে প্রশান্ত, দৃঢ় প্রত্যয়ী ও বিনয়ী হয়ে যায়। তার মনে কোন দুশ্চিন্তা, সন্দেহ, সংশয় অবস্থান করতে পারে না। বরং সে আল্লাহ্র নির্ধারিত তাক্বদীরের যাবতীয় ফায়ছালাতে খুশি থাকে, প্রশান্ত চিত্তে সেটা মেনে নেয় এবং সর্বদা আল্লাহ্র প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।[১৬] পার্থিব জীবনের পরিবেশে দুশ্চিন্তা, টেনশন ও মানসিক চাপ মুক্ত করে। জীবন হয়ে ওঠে নির্মল ও শান্তিময়। নিজের জীবনকে প্রশান্ত করতে হ'লে দ্বীন শিক্ষার মজলিস, কুরআন তেলাওয়াতের মজলিস, তা'লীমী বৈঠক প্রভৃতিতে সশরীরে অংশগ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা এই বৈঠকগুলোতে সাকীনাহ বর্ষিত হয়।

(৫) নেককার জীবনসঙ্গী :

প্রশান্তি লাভের বাহ্যিক উপাদান হ'ল নেককার জীবনসঙ্গী। দাম্পত্য জীবনে নেককার স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য নে'মত স্বরূপ। একজন স্বামীর যতই টাকা-পয়সা, গাড়ী-বাড়ী, ক্ষমতা-প্রতিপত্তি থাক না কেন, তার স্ত্রী যদি দ্বীনদার সৎকর্মশীলা ও অনুগত্যশীলা না হয়, তাহ'লে তার সংসার কখনোই সুখের হয় না। অনুরূপভাবে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি তাদের কর্তব্য পালনে গাফেল থাকে এবং একে অপরের অধিকার আদায়ে সচেতন না থাকে, তাহ'লে তাদের সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠা স্বাভাবিক। কেননা দাম্পত্য জীবনে বিশুদ্ধ দ্বীনের অনুশীলন ও শারঈ দিক-নির্দেশনার প্রতিপালন ছাড়া প্রশান্তিময় জীবন লাভ করা আদৌ সম্ভব নয়। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিবাহের সময় জীবনসঙ্গী গ্রহণ করার ক্ষেত্রে দ্বীনদারীকে প্রধান্য দিতে বলেছেন।[১৭] আল্লাহ বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ– 'তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য হ'তে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পার। আর তিনি তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন সমূহ রয়েছে' (*রূম ৩০/২১*)। স্বামী-স্ত্রী যদি পরহেযগার, দ্বীনদার ও সৎকর্মশীল হয়, তাহ'লে তাদের অকৃত্রিম ভালবাসার বন্ধন চির অটুট থাকে। একে অপরের মধ্যমে তাদের চক্ষু শীতল হয়। হৃদয় প্রশান্ত হয়। সংসারে চিরকাল সুখের সমীরণ প্রবহমান থাকে। কিন্তু তারা যদি আল্লাহ্র অনুগত্য ও পরিবারে দ্বীনের অনুশীলন অব্যাহত না রাখে, তাহ'লে প্রশান্তির চৌহদ্দি থেকে তারা ছিটকে পড়ে যায় এবং নিমিশেই অশান্তির ঘেরাটোপে আটকে যায় জীবন। সুতরাং স্বামী-স্ত্রী যত বেশী নেককার হবেন, তাদের সংসার তত বেশী প্রশান্তিময় হয়ে উঠবে। আর সন্তান-সন্ততিও গড়ে উঠবে পিতা-মাতার আদর্শ ধন্য হয়ে। নেককার দম্পতির ভালবাসা শুধু দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা প্রলম্বিত হয় জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আবূ সুলাইমান আদ-দারানী (রহঃ) যথার্থই বলেছেন, الزوجة الصالحة ليست من الدنيا فإنها تفرغك للآخرة 'নেককার স্ত্রী শুধু দুনিয়াতে নয়; বরং তোমাকে আখেরাতের দিকেও পুরোপুরি নিয়োজিত করে তোলে'।[১৮]

(৬) আল্লাহ্র দ্বীনের সাহায্যকারী হওয়া :

কোন ব্যক্তির দ্বীনদার হওয়া আর দ্বীনের সাহায্যকারী হওয়া এক জিনিস নয়। বরং দ্বীনের সাহায্যকারী হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর বান্দার সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হয়য়েছেন। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর, তাহ'লে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পাগুলো দৃঢ় করবেন' (*মুহাম্মাদ ৪৭/৭*)। অন্যত্র তিনি বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللهِ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র (দ্বীনের) সাহয্যকারী হয়ে যাও' (*ছফ ৬১/১৪*)। শুধু মুখে দাবী করার মাধ্যমে এবং শরী'আতের আদেশ-নিষেধ পালন না করে দ্বীনের সাহায্যকারী হওয়া যায় না। বরং নিজের ব্যক্তি জীবনে, পরিবার ও সমাজ জীবনে নিষ্ঠার সাথে সেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার কোশেশ অব্যাহত রাখার মাধ্যমে দ্বীনের সাহায্যকারী হওয়া যায়। যারা এই কাজে নিয়োজিত হ'তে পারেন, আল্লাহ আসমান থেকে তাদের উপর সাকীনাহ নাযিল করেন, তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেন এবং দান করেন ইহকালীন ও পরকালীন বিজয়। যেমন ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধি স্থাপনের আগে নাজুক পরিস্থিতিতে ছাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ্র দ্বীনের কালেমাকে উচ্চকিত করার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে বায়'আত করেছিলেন। এতে আল্লাহ এত খুশি হয়েছিলেন যে, তিনি তাদের উপর সরাসরি সাকীনাহ বা প্রশান্তি নাযিল করেন এবং মক্কা বিজয়ের পূর্বাভাস দেন। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ

---

১৪. *মুসলিম হা/২৬৯৯; আবূদাঊদ হা/১৪৫৫; তিরমিযী হা/২৯৪৫; মিশকাত হা/২০৪।*
১৫. *মিরক্বাতুল মাফাতীহ ১/২৮৭।*
১৬. *উছাইমীন, শারহু রিয়াযিছ ছালেহীন ৪/৭০৮-৭০৯।*
১৭. *বুখারী হা/৫০৯০; মুসলিম হা/১৪৬৬; মিশকাত হা/৩০৮২।*
১৮. *গাযালী, ইহয়াউ 'উলূমিদ্দীন ২/৩১।*

فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا– ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন মুমিনদের প্রতি, যখন তারা বৃক্ষের নীচে তোমার নিকট বায়‘আত করেছে। এর মাধ্যমে তিনি তাদের অন্তরে যা ছিল তা জেনে নিলেন। ফলে তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়’ *(ফাৎহ ৪৮/১৮)*। সুতরাং আমরাও যদি ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে পূর্ণাঙ্গভাবে শারঈ বিধিবিধান পালনের মাধ্যেমে এবং সমাজ জীবনে জামা‘আতবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহ্র দ্বীনকে সহযোগিতা করার যাবতীয় কাজের আঞ্জাম দিতে পারি, তাহ’লে মহান আল্লাহ ছাহাবায়ে কেরামের মতো আমাদের জীবনজুড়েও প্রশান্তির বারিধারা বর্ষণ করবেন ইনশাআল্লাহ।

(৭) সকল কাজে আল্লাহ্র উপর ভরসা করা :

মানুষের প্রকৃত সুখ নির্ভর করে তার মানসিক প্রশান্তির উপর। মানসিক প্রশান্তির জন্য মানুষ যতই উপায় অবলম্বন করুক না কেন, তাতে কোন না কোন ফাঁক-ফোকর থাকবেই, যা সে কখনোই বন্ধ করতে পারবে না। কিন্তু যখনই সে নিজেকে আল্লাহ্র কাছে সঁপে দেয় এবং তাঁর উপর ভরসা করে, তখনই সে স্নায়ুবিক দুর্বলতা থেকে নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। মানসিকভাবে শক্তিশালী হয় এবং আত্মিক প্রশান্তি অনুভব করে। শাক্বীক্ব ইবনে ইবরাহীম বলখী (রহঃ) বলেন, التَّوَكُّلُ طُمَأْنِينَةُ الْقَلْبِ بِمَوْعُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، ‘তাওয়াক্কুল হ’ল মহান আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত আত্মিক প্রশান্তি’।[১৯] একদিন জনৈক ব্যক্তি হাতেম আল-আ‘ছাম (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, عَلَى ما بَنَيْتَ أَمْرَكَ؟ ‘আপনি আপনার জীবন কিভাবে পরিচালনা করেন? তিনি বললেন, عَلَى التَّوَكُّلِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ،.. عَلِمْتُ أَنَّ رِزْقِي لا يَأْكُلُهُ غَيْرِي، فَاطْمَأَنَّتْ بِهِ نَفْسِي، ‘আল্লাহ্র উপরে ভরসার ভিত্তিতে (আমি আমার জীবন পরিচালনা করি)। আমি জানি আমার জন্য বরাদ্দ রিযিক আমি ব্যতীত অন্য কেউ খেতে পারবে না। তাই সে ব্যাপারে আমার আত্মা প্রশান্ত থাকে’।[২০]

উপরন্তু বান্দা যখন জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র প্রতি অবিচল আস্থা ও ভরসা করতে পারে, তখন তার শারীরিক ও মানসিক সংকটে বালা-মুছীবত আরো উপভোগ্য ওঠে। তখন সে বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধিসহ জীবনের সকল মুছীবতকে আল্লাহ্র নে‘মত মনে করে প্রশান্তি লাভ করে এবং আখেরাতে এর পুরস্কারের আশায় আল্লাহ্র নির্ধারিত যাবতীয় ফায়ছালাকে গ্রহণ করে। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, تَفْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَيْهِ رَدُّهُ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ، وَذَلِكَ يُوجِبُ سُكُونَ الْقَلْبِ وَطُمَأْنِينَتَهُ، وَالرِّضَى بِمَا يَقْضِيهِ وَيَخْتَارُهُ لَهُ مِمَّا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، ‘সকল বিষয় আল্লাহ্র কাছে সমর্পণ করার বৈশিষ্ট্য বান্দাকে আল্লাহ্র দিকে ফিরিয়ে আনে। এটা তার মনের সুস্থিরতা ও প্রশান্তিকে সুনিশ্চিত করে এবং সে যেটা পসন্দ করে ও ভালোবাসে সে ব্যাপারে আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত ও ফায়ছালাতে সন্তুষ্ট হওয়াকে আবশ্যক করে দেয়’।[২১] যেমন ভাবে ইবরাহীম (আঃ) জ্বলন্ত হুতাশনে বসে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে প্রশান্তি লাভ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাওর গুহাতে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে সাকীনাহপ্রাপ্ত হয়েছেন। অনুরূপভাবে অন্যান্য নবী-রাসূল, তাদের সঙ্গী-সাথীবৃন্দ এবং যুগে যুগে তাদের সনিষ্ঠ অনুসারীবৃন্দ জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে, মানসিক ও শারীরিক কষ্টে, নির্যাতনের কষাঘাতে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে অনাবিল প্রশান্তি লাভ করেছেন।

(৮) অল্পে তুষ্ট থাকা ও তাক্বদীরের ফায়ছালাতে সন্তুষ্ট থাকা :

প্রশান্তি লাভের অন্যতম বড় মাধ্যম হ’ল আল্লাহ কর্তৃক তাক্বদীরের নির্ধারিত ভালো-মন্দ ফায়ছালাতে খুশি থাকা এবং সকল পার্থিব বিষয়ে অল্পে তুষ্ট থাকা। এই দু’টি গুণ যার মধ্যে যত বেশী থাকবে, পৃথিবীতে তিনি তত বেশী সুখী মানুষ হ’তে পারবেন। তার জন্য প্রশান্তি লাভ করা তত বেশী সহজ হবে। কেননা আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটেছে, ঘটছে এবং ঘটবে, তা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত। দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা ও পেরেশানির মাধ্যমে তা পরিবর্তন করা আদৌ সম্ভব নয়। সেজন্য তাক্বদীরের ফায়ছালাকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেওয়াই হবে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، ‘কোন বান্দা মুমিন হ’তে পারবে না, যতক্ষণ না সে তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনবে। এমনকি তার নিশ্চিত বিশ্বাস থাকতে হবে যে, যা কিছু ঘটেছে তা কিছুতেই অঘটিত থাকত না এবং যা কিছু ঘটেনি তা কখনোও তাকে স্পর্শ করার ছিল না’।[২২] ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) বলেন, الرِّضَا بِالْقَضَاءِ مِنْ أَسْبَابِ السَّعَادَةِ، وَالتَّسَخُّطُ عَلَى الْقَضَاءِ مِنْ أَسْبَابِ الشَّقَاوَةِ، ‘তাক্বদীরের ফায়ছালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা সুখের অন্যতম উপকরণ। আর এর প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া দুঃখ-দুর্দশার কারণ’।[২৩]

আবূ হাতেম বুস্তী (রহ.) বলেন, من قنع لم يتسخط وعاش آمنا مطمئنًا، ‘যে ব্যক্তি অল্পে তুষ্ট থাকে, সে কখনো (তাক্বদীরের প্রতি) অসন্তুষ্ট হয় না। সে নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত চিত্তে জীবন নির্বাহ করে’।[২৪] কবি বলেন,

---

১৯. *বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান ২/৪৫৬।*
২০. *শামসুদ্দীন যাহাবী, সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ১১/৪৮৫; ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়াহ ২/৩৪০।*
২১. *ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা‘আদ ৪/২২৪।*
২২. *তিরমিযী হা/২১৪৪; ইবনু মাজাহ হা/৮১, সনদ ছহীহ।*
২৩. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন ২/২০২।*
২৪. *আবূ হাতেম বুস্তী, রাওযাতুল ‘উক্বালা, পৃ. ১৫১।*

هي القناعة لا تبغي بها بدلا * فيها النعيم وفيها راحة البدن، ‘অল্পে তুষ্টির কোন তুলনা হয় না, এতে রয়েছে মনের সুখ এবং দেহের প্রশান্তি’।[25] বিদ্বানগণ বলেন, السّكينة تؤدّى إلى الرضا بما قسم الله عزّ وجلّ وتمنع من الشّطط والغلوّ، ‘সাকীনাহ (বান্দাকে) আল্লাহ্র বণ্টিত তাক্বদীরের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করতে শেখায় এবং বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করে’।[26]

গবেষণায় উঠে এসেছে, মুসলিমরাই এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী। কারণ মুসলিমরা একজন সৃষ্টিকর্তার ওপর পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে জীবন পরিচালনা করেন। মুসলিমরা তাক্বদীর বা ভাগ্যে বিশ্বাস করেন। ফলে অল্পতেই তারা সন্তুষ্টি ও পরিতৃপ্তি বোধ করেন। মুসলিমদের মনে আল্লাহ্র ভয় থাকে বদ্ধমূল। ফলে তারা বহুবিধ পাপাচার থেকে বিরত থাকেন। আল্লাহ্র একত্ব আর আল্লাহর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস মুসলিমদের প্রভাবিত করায় হতাশা ও উদ্বেগ তাদের খুব বেশী গ্রাস করতে পারে না। গবেষণায় দেখা যায়, অতিমাত্রায় একত্ববাদে বিশ্বাস বিষণ্নতা, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও আত্মহত্যার ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ধর্ম ও সুখের সঙ্গে একটি ইতিবাচক সংযোগ আছে।[27]

(৯) সন্দেহপূর্ণ বিষয় থেকে বেঁচে থাকা :

জীবনে সন্দেহপূর্ণ বিষয় পরিহার করার মাধ্যমে মুমিন বান্দা প্রশান্তি লাভ করতে পারে। শয়তান সবসময় হারাম বিষয়কে মানুষের সামনে সুশোভিত করে ফুটিয়ে তোলে। ফলে মানুষ সেটা গ্রহণ করতে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যায়। ঐ সময় যারা এই সন্দেহপূর্ণ বিষয়টি পরিত্যাগ করতে পারে, আল্লাহ্র তাদের অন্তরে প্রশান্তি ঢেলে দেন। হাসান ইবনে আলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি হাদীছ মুখস্থ করে রেখেছি, তিনি বলেছেন, دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ، ‘সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে সন্দেহহীন বিষয়ের দিকে ধাবিত হও। কেননা সত্য ও ন্যায়ের মধ্যে প্রশান্তি আছে, আর মিথ্যার মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়’।[28] অনেক সময় আমরা কোন চাকুরী, ব্যবসা কিংবা যে কোন ধরনের কাজ করার ক্ষেত্রে সংশয়ের মধ্যে পড়ে যাই যে, এটা করা ঠিক হবে কি-না? সেই ক্ষেত্রে ঐ কাজটি পরিহার করাই হবে ঈমানের পরিচায়ক। যতক্ষণ না কোন বিজ্ঞ আলেমের মাধ্যমে তার বৈধতার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقى الشبهاب استبرأَ لدِينِهِ وعِرْضِهِ ومَنْ وقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، ‘হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। আর এতদুভয়ের মধ্যে এমন অনেক সন্দেহপূর্ণ বিষয় আছে, যেগুলোর ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষই জানে না। সুতরাং যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয় হ’তে বিরত থাকবে, তার দ্বীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহে পতিত থাকবে, সে সহসাই হারামে জড়িয়ে পড়বে’।[29] এই হাদীছ দু’টি মুসলিম জীবনের মূলনীতি স্বরূপ। যে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে থেকে বিরত থেকে সংশয়হীন বিষয়কে গ্রহণ করার এই মূলনীতি গ্রহণ করতে পারবে, আল্লাহ তার দ্বীনকে হেফাযত করবেন এবং দুশ্চিন্তামুক্ত প্রশান্তির জীবন দান করবেন।

(১০) আল্লাহ্র নে‘মতের শুকরিয়া আদায় করা :

আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে আশরাফুল মাখলূকাত হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। বান্দা আল্লাহ্র কাছে আবেদন ছাড়াই মহামূল্যবান জীবন, প্রখর মেধা ও তীক্ষ্ণ জ্ঞান-বুদ্ধি, নাক, কান, চোখ, মুখ, জিহ্বা, হাত-পাসহ অসংখ্য নে‘মত লাভ করেছে। বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ, আলো, বাতাস, পানি ও প্রয়োজনীয় বহু নে‘মত সম্ভারে এ সুন্দর পৃথিবীকে সাজানো হয়েছে কেবল মানুষের কল্যাণের জন্য। এর বিনিময়ে আল্লাহ মানুষের কাছে কোন কিছুই চান না। শুধু চান বান্দারা তার শুকরিয়া আদায় করুক। শুকরিয়া আদায়ের বড় একটি উপকারিতা হ’ল এর মাধ্যমে বান্দা মানসিক প্রশান্তি লাভ করে থাকে। বান্দা যখন কোন নে‘মত লাভের পরে আল্লাহ্র কাছে শুকরিয়া জানায়, তখন তার হৃদয় প্রদেশে এক অনাবিল শান্তি ও তৃপ্তি অনুভূত হয়। ভেতরে এক অন্যরকম ভালোলাগা কাজ করে। সে যত বেশী শুকরিয়া আদায় করে, তার মানসিক প্রশান্তি ততই বেড়ে যায়। ইবরাহীম ইবনু আদহাম (রহঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَجْعَلُ السَّكِينَةَ عَلَى الشَّاكِرِ مِنَ النَّاسِ، ‘মহান আল্লাহ মানুষের মধ্য থেকে শুকরিয়া আদায়কারীকে সাকীনাহ বা প্রশান্তি দান করেন’।[30]

(১১) বিপদাপদকে নেকী লাভের মাধ্যম মনে করা :

মুমিন বান্দার জন্য দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদ জীবনের একটি অপরিহার্য অনুসঙ্গ। বালা-মুছীবত উপেক্ষা করে মুমিন বান্দাকে জান্নাতের পথে চলতে হয়। দ্বীনের পথে এই কষ্ট স্বীকারের মধ্যেই রয়েছে সফলতা। সেকারণ এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী বিপদগ্রস্ত মানুষ ছিলেন নবী-রাসূলগণ এবং তাদের সনিষ্ঠ অনুসারীবৃন্দ।[31] মুমিনগণ ইবাদতের মাধ্যমে যেমন আল্লাহ্র কাছে নেকীর প্রত্যাশা করেন, ঠিক তেমনি বিদাপদকেও নেকী লাভের মাধ্যম মনে করেন। ফলে এই বিপদাপদ তার মানসিক প্রশান্তির উপাদানে পরিণত হয়।

---

২৫. *তাফসীরে কুরতুবী, ১৩/৩১৪।*
২৬. *নাযরাতুন নাঈম ৬/২২৭১।*
২৭. *দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ জুলাই ২০১৯।*
২৮. *তিরমিযী হা/২৫১৮; নাসাঈ হা/৫৭১১; মিশকাত হা/২৭৭৩, ছহীহ।*
২৯. *বুখারী হা/৫২; মুসলিম হা/১৫৯৯; মিশকাত হা/ ২৭৬২।*
৩০. *বায়হাক্বী, আয-যুহদুল কাবীর, পৃ. ৮৩।*
৩১. *তিরমিযী হা/ ২৩৯৮; ইবনু মাজাহ হা/৪০২৩; মিশকাত হা/১৫৬২; সনদ হাসান।*

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পূর্ববর্তী নেককার বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ، كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ، 'তাদের কেউ বিপদে এতটা প্রশান্ত ও উৎফুল্ল থাকতেন, যেমন তোমাদের কেউ ধন-সম্পদ প্রাপ্তিতে আনন্দিত হয়ে থাকে'।[৩২] অর্থাৎ মানুষ সম্পদ লাভ করে যেমন আনন্দিত হয়, তারা বিপদাপদে পড়ে তেমনি খুশি হ'তেন। কেননা তারা মুছীবতকে ছওয়াব লাভের মাধ্যম মনে করতেন এবং এটিকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচার ওসীলা মনে করতেন। সেজন্য তারা অন্যান্য ইবাদতের মাধ্যমে যেমন প্রশান্তি পেতেন, তেমনি বিপদাপদের মাধ্যমেও প্রশান্তি লাভ করতেন।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

فَلَا رَيْبَ أَنَّ الْمُبْتَلَى إِذَا قَوِيَتْ مُشَاهَدَتُهُ لِلْمَثُوبَةِ سَكَنَ قَلْبُهُ وَاطْمَأَنَّ بِمُشَاهَدَةِ الْعِوَضِ. وَإِنَّمَا يَشْتَدُّ بِهِ الْبَلَاءُ إِذَا غَابَ عَنْهُ مُلَاحَظَةُ الثَّوَابِ. وَقَدْ تَقْوَى مُلَاحَظَةُ الْعِوَضِ حَتَّى يَسْتَلِذَّ بِالْبَلَاءِ وَيَرَاهُ نِعْمَةً،

'এটা নিশ্চিত যে, যখন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির নেকী লাভের উদ্দেশ্য সুদৃঢ় হয়, তখন সেই নেকীর প্রত্যাশায় তার হৃদয় আরামবোধ করে এবং প্রশান্তি লাভ করে। কিন্তু নেকী লাভের প্রত্যাশা যদি না থাকে, তাহ'লে বিপদটি তার কাছে খুবই কঠিন মনে হয়। তাই পুরস্কার লাভের উদ্দেশ্য মযবূত হ'লে বালা-মুছীবতে সে আনন্দ উপভোগ করে এবং এটাকে (আল্লাহ্র) নে'মত মনে করে'।[৩৩] সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, لَيْسَ بِفَقِيهٍ مَنْ لَمْ يَعُدَّ الْبَلَاءَ نِعْمَةً، وَالرَّخَاءَ مُصِيبَةً، 'সেই ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞানী নয়, যে বিপদকে নে'মত মনে করে না এবং প্রাচুর্য-ঐশ্বর্যকে মুছীবত হিসাবে গণ্য করে না'।[৩৪]

সুতরাং মুমিন বান্দার কর্তব্য হ'ল জীবনে সকল ভালো কাজ ও দুঃখ-কষ্টকে ছওয়াব লাভ ও আল্লাহ্র রেযামন্দি হাছিলের মাধ্যম মনে করা। তাহ'লে তিনি সকল কাজে প্রশান্তি লাভ করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, أَيُّهَا النَّاسُ! احْتَسِبُوا أعمالَكم؛ فَإِنَّ مَن احْتَسَبَ عملَه كُتِبَ لَهُ أَجْرُ عَمَلِه وَأَجْرُ حِسْبَتِهِ؛ 'হে মানব সকল! তোমারা তোমাদের আমলে ছওয়াব লাভের প্রত্যাশা কর। যে ব্যক্তি তার আমলে নেকী লাভের আশা করে, তাহ'লে সে আমল সম্পাদনের নেকী পাবে এবং প্রত্যাশা করারও নেকী পাবে'।[৩৫]

৩২. *ইবনু মাজাহ হা/৪০২৪; 'ফিতান' অধ্যায়-৩০, 'বিপদে ধৈর্য ধারণ' অনুচ্ছেদ-২৩; সনদ ছহীহ।*
৩৩. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন ২/৪৮৩।*
৩৪. *আবূ নু'আইম আছফাহানী, হিলয়াতুল আউলিয়া ৭/৫৫।*
৩৫. *ইবনুল আছীর, আন-নিহায়া ফী গারীবিল হাদীছ ১/৩৮২।*

(১২) আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করা :

আল্লাহ্র পথে কোন কিছু উৎসর্গ করার মাধ্যমে বান্দা মানসিক শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করে। কারণ তার এই পরিতৃপ্তির অনুভূতিটা আসে স্বয়ং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। আল্লাহ তাঁর জন্য উৎসর্গকারী ও ত্যাগ স্বীকারকারী মুমিন বান্দার হৃদয়তন্ত্রীতে সাকীনাহ বা প্রশান্তি নাযিল করেন। ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, إن العبد إذا جاد بنفسه لله أورث الله قلبه الهدى والتقى، وأعطي السكينة والوقار والحلم الراجح والعقل الكامل، 'যখন বান্দা স্রেফ আল্লাহ্র জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে, তখন আল্লাহ তার হৃদয়কে হেদায়াত ও তাক্বওয়ার অধিকারী বানিয়ে দেন। আর তাকে দান করেন প্রশান্তি, সুস্থিরতা, সার্বিক সহনশীলতা এবং পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা'।[৩৬] সুতরাং মুমিন বান্দা তার সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ্র পথে জান-মাল, সময়-শ্রম উৎসর্গ করবে, আর বিনিময়ে লাভ করবে দুনিয়াতে প্রশান্তিময় পবিত্র জীবন এবং আখেরাতে চির শান্তিময় জান্নাত।

(১৩) আল্লাহ্র কাছে দো'আ করা :

সাকীনাহ নামক প্রশান্তি লাভ করার আরেকটি মোক্ষম উপায় হ'ল আল্লাহ্র কাছে দো'আ করা। ছাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ্র কাছে সাকীনাহ লাভের জন্য দো'আ করতেন এবং রাসূল (ছাঃ) সেটা সমর্থন করেছেন। বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাটি বহন করছিলেন এবং আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ)-এর কবিতা আবৃত্তি করছিলেন,

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا + وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا،
فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا + وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا،

'হে আল্লাহ! আপনি যদি আমাদের হেদায়াত না দিতেন, তাহ'লে আমরা হেদায়াত পেতাম না। আমরা ছাদাক্বাহ করতাম না, ছালাতও আদায় করতাম না। সুতরাং আপনি আমাদের প্রতি প্রশান্তি অবতীর্ণ করুন এবং দুশমনের সম্মুখীন হওয়ার সময় আমাদের দৃঢ়পদ রাখুন'।[৩৭]

পরিশেষে বলা যায়, সাকীনাহ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত একটি পবিত্র অনুভূতির নাম। মহান আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দার হৃদয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এই সাকীনাহ অবতীর্ণ করে তাকে প্রশান্তি দান করেন। ঈমানদার ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহ এই পবিত্র অনুভূতি দান করেন না। সুতরাং সকীনাহপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য প্রথমত ঈমানদার হওয়া অবশ্যক। মহান আল্লাহ আমাদেরকে পূর্ণ ঈমানদার হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন। আমাদের হৃদয়জুড়ে সাকীনাহ বর্ষণ করে পার্থিব জীবনকে প্রশান্তিময় করুন এবং আখেরাতে জান্নাতুল ফেরদাউসে প্রবেশের সুযোগ দান করুন- আমীন!

৩৬. *ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া, ২/৪৫৭।*
৩৭. *বুখারী হা/৪১০৬; মুসলিম হা/১৮০৩; মিশকাত হা/৪৭৯২।*

মাসায়েলে কুরবানী

-আত-তাহরীক ডেস্ক

২য় হিজরী সনে ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা বিধিবদ্ধ হয়। ঈদুল আযহার দিন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শারঈ তরীকায় যে পশু যবহ করা হয়, তাকে 'কুরবানী' বলা হয়। সকালের রক্তিম সূর্য উপরে ওঠার সময়ে 'কুরবানী' করা হয় বিধায় এই দিনটিকে 'ইয়াওমুল আযহা' বলা হয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত মাসায়েল সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

১. যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকের ফযীলত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যিলহজ্জ মাসের ১ম দশকের নেক আমলের চেয়ে প্রিয়তর কোন আমল আল্লাহ্র কাছে নেই। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়? তিনি বললেন, জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তি, যে তার নিজের জান ও মাল নিয়ে বেরিয়েছে, আর ফিরে আসেনি অর্থাৎ আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হয়ে গেছে'।[১]

২. চুল-নখ না কাটা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেওয়ার এরাদা রাখে, তারা যেন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হ'তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হ'তে বিরত থাকে'।[২] (খ) কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ কুরবানীর খালেছ নিয়তে এটা করলে 'আল্লাহ্র নিকটে তা পূর্ণাঙ্গ কুরবানী' হিসাবে গৃহীত হবে'।[৩]

৩. আরাফার দিনের ছিয়াম : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আরাফার দিনের ছিয়াম (যারা আরাফাতের বাইরে থাকেন তাদের জন্য) আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করি যে, তা বিগত এক বছরের ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহের কাফফারা হবে'।[৪]

৪. ঈদায়নের তাকবীর ধ্বনি : এটি 'ঈদের নিদর্শন' *(আল-মুগনী ২/২৫৬)*। ৯ই যিলহজ্জ ফজর থেকে ১৩ই যিলহজ্জ আইয়ামে তাশরীক্ব-এর শেষ দিন আছর পর্যন্ত ২৩ ওয়াক্ত ছালাত শেষে দুই বা তিন বার করে ও অন্যান্য সময়ে উচ্চকণ্ঠে তাকবীর ধ্বনি করা সুন্নাত *(নায়েল ৪/২৭৮)*। ঈদুল ফিৎরের দিন সকালে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়া থেকে খুৎবা শুরুর আগ পর্যন্ত তাকবীর ধ্বনি করবে। ইমাম তাকবীর দিলে তারাও তাকবীর দিবে *(ইরওয়া হা/৬৪৯-৫৪, ৩/১২১-২৫)*।

৫. তাকবীরের শব্দাবলী : ইমাম মালেক ও আহমাদ (রহঃ) বলেন, তাকবীরের শব্দ ও সংখ্যার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। হযরত ওমর, আলী, ইবনু মাসঊদ, ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ তাকবীর দিতেন 'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু; ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হাম্‌দ'।[৫] এছাড়া 'আল্লা-হু আকবার কাবীরা, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি কাছীরা, ওয়া সুবহানাল্লা-হি বুকরাতাঁও ওয়া আছীলা'। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এটাকে 'সুন্দর' বলেছেন।[৬]

৬. ঈদায়নের সময়কাল : ঈদুল আযহায় সূর্য এক 'নেযা' পরিমাণ ও ঈদুল ফিৎরে দুই 'নেযা' পরিমাণ অর্থাৎ সাড়ে ছয় হাত উপরে *(মির'আত ৫/৬২)* উঠার পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের ছালাত আদায় করতেন। অতএব ঈদুল আযহার ছালাত সূর্যোদয়ের পরপরই যথাসম্ভব দ্রুত শুরু করা উচিত।

৭. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎরের দিন সকালে বেজোড় সংখ্যক খেজুর বা অন্য কিছু না খেয়ে ঈদগাহে বের হ'তেন না এবং ঈদুল আযহার দিন ছালাত শেষে ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না।[৭] তিনি স্বীয় কুরবানীর গোশত দ্বারা ইফতার করতেন *(আহমাদ হা/২৩০৩৪)*। বায়হাক্বীর বর্ণনায় নির্দিষ্টভাবে 'কলিজা'র কথা এসেছে, তবে তা যঈফ।[৮]

৮. মহিলাদের ঈদের ছালাত : (ক) ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। উম্মে 'আত্বিইয়া (রাঃ) বলেন, 'আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হ'ল, যেন আমরা ঋতুবতী ও পর্দানশীন মহিলাদেরকে দুই ঈদের দিন বের করে নিয়ে যাই। যেন তারা মুসলমানদের জামা'আতে ও দো'আয় শরীক হ'তে পারে। তবে ঋতুবতী মহিলারা একদিকে সরে বসবেন। জনৈকা মহিলা বললেন, আমাদের অনেকের বড় চাদর নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার সাথী তাকে নিজের চাদর দ্বারা আবৃত করে নিয়ে যাবে'।[৯] সেখানে ঋতুবতীরা ছালাত ব্যতীত সবকিছুতে শরীক হবেন। **(খ)** পুরুষদের জামা'আতে শরীক হওয়া অসম্ভব বিবেচিত হ'লে মহিলাগণ ঘরে একাকী বা নিজেদের ইমামতিতে জামা'আত সহকারে ঈদের ছালাত আদায় করায় কোন বাধা নেই। বরং তারা এতে অধিক ছওয়াবের অধিকারী হবেন।[১০]

৯. সম্মিলিত দো'আ নয় : মিশকাতের আরবী ভাষ্যকার ছাহেবে মির'আত বলেন, হাদীছের শেষে বর্ণিত 'ওয়া দা'ওয়াতাল মুসলিমীন' অর্থাৎ মুসলমানদের দো'আয় শরীক হওয়া কথাটি 'আম। এর দ্বারা ইমামের খুৎবা, যিকর ও নছীহত শ্রবণে শরীক হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাত শেষে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করার পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন প্রমাণ নেই।[১১]

১০. ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর : প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পড়ার পর ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে উঠে ছালাতের তাকবীর শেষে

---

১. *বুখারী হা/৯৬৯; মিশকাত হা/১৪৬০।*
২. *মুসলিম হা/১৯৭৭; মিশকাত হা/১৪৫৯।*
৩. *আহমাদ হা/৬৫৭৫; আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৭৯; মির'আত হা/১৪৯৩, ৫/১১৭ পৃ.।*
৪. *মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ।*
৫. *ইরওয়া ৩/১২৫; মির'আত ৫/৭০।*
৬. *যা-দুল মা'আদ ২/৩৬০-৬১ পৃ.।*
৭. *বুখারী হা/৯৫৩; মিশকাত হা/১৪৩৩; তিরমিযী হা/৫৪২; ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৬; মিশকাত হা/১৪৪০।*
৮. *বায়হাক্বী ৩/২৮৩; সুবুলুস সালাম হা/৪৫৪-এর আলোচনা।*
৯. *বুখারী হা/৯৮১; মুসলিম হা/৮৯০; মিশকাত হা/১৪৩১।*
১০. *বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ক্রমিক ১৯৯, ৩০/২৭৭ পৃ.।*
১১. *বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৪৩১; মির'আত হা/১৪৪৫-এর আলোচনা, ৫/৩১ পৃ.।*

www.at-tahreek.com

ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বারো তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। প্রচলিত নিয়মে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই।

চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ও মুজতাহিদ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[১২]

ছয় তাকবীরের অবস্থা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'ছয় তাকবীরে' ঈদের ছালাত আদায় করেছেন- মর্মে ছহীহ বা যঈফ কোন স্পষ্ট মরফূ হাদীছ নেই। 'জানাযার তাকবীরের ন্যায় চার তাকবীর' বলে মিশকাতে।[১৩] এবং ৫+৪ 'নয় তাকবীর' বলে মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাকে *(হা/৫৬৮৫, ৫৬৮৯)* ও মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাতে *(হা/৫৭৪৬-৪৭)* ইবনু আব্বাস, মুগীরা বিন শো'বাহ ও ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে যে আছারগুলি এসেছে সবই যঈফ।[১৪] এ বিষয়ে ইমাম বায়হাক্বী বলেন, 'এটি আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-এর 'ব্যক্তিগত রায়' মাত্র। অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত মরফূ হাদীছ, যার উপরে মুসলমানদের আমল জারী আছে (অর্থাৎ বারো তাকবীর) তার উপরে আমল করাই উত্তম'।[১৫]

ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন, 'জানাযার চার তাকবীরের ন্যায়' মর্মের বর্ণনাটি যদি 'ছহীহ' বলে ধরে নেওয়া হয়[১৬], তথাপি এর মধ্যে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ সেখানে ১ম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে চার ও ২য় রাক'আতে ক্বিরাআতের পরে চার তাকবীর দিতে হবে বলে কোন কথা নেই। বরং এটাই স্পষ্ট যে, দুই রাক'আতেই জানাযার ছালাতের ন্যায় চারটি করে (আটটি অতিরিক্ত) তাকবীর দিতে হবে'।[১৭]

১১. ঈদায়নের ছালাত আদায়ের পদ্ধতি : ওযূ সহ ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবর' বলে তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে বাম হাতের উপরে ডান হাত বুকের উপরে বাঁধবে। অতঃপর 'ছানা' পড়বে। অতঃপর 'আল্লাহু আকবর' বলে ধীর-স্থিরভাবে দুই তাকবীরের মাঝে স্বল্প বিরতিসহ পরপর সাতটি তাকবীর দিবে। প্রতি তাকবীরে হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে, অতঃপর পূর্বের ন্যায় বুকে বাঁধবে। তাকবীর শেষ হ'লে প্রথম রাক'আতে আ'ঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পূর্ণভাবে পড়ে ইমাম হ'লে সরবে সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। মুক্তাদী হ'লে নীরবে কেবল সূরা ফাতেহা ইমামের পিছে পিছে পড়বে ও ইমামের ক্বিরাআত শুনবে। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে পূর্বের নিয়মে ধীর-স্থিরভাবে দুই তাকবীরের মাঝে স্বল্প বিরতিসহ পরপর পাঁচটি তাকবীর দিবে। তারপর 'বিসমিল্লাহ' পাঠ অন্তে সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে।

ঈদায়নের ছালাতে ১ম ও ২য় রাক'আতে যথাক্রমে সূরা আ'লা ও গাশিয়াহ অথবা সূরা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত। ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়। এর আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা এক্বামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীর ধ্বনি ব্যতীত কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করাও ঠিক নয়।

১২. একটি খুৎবাই সুন্নাত : ছহীহ হাদীছ সমূহের বর্ণনা মতে ঈদায়নের খুৎবা মাত্র একটি।[১৮] মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে ইবনু মাজাহ *(হা/১২৮৯)* ও বাযযারে *(হা/১১১৬)* কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ এসেছে, যা ছহীহ হাদীছ সমূহের বিপরীতে গ্রহণযোগ্য নয়। ছাহেবে সুবুলুস সালাম ও ছাহেবে মির'আত বলেন, 'প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম'আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করেই চালু হয়েছে। এটি রাসূল (ছাঃ)-এর 'আমল' দ্বারা এবং কোন নির্ভরযোগ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়'।[১৯]

ছালাতের পর খুৎবা শোনা সুন্নাত। যারা কারণ ছাড়াই খুৎবা না শুনে চলে যান, তারা খুৎবা শোনার ছওয়াব ও বরকত থেকে মাহরূম হন।

১৩. কুরবানী করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ : এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানা হ'তে অদ্যাবধি মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে 'সুন্নাতে ইব্রাহীমী' হিসাবে প্রচলিত।[২০] এটি ইসলামের অন্যতম 'মহান নিদর্শন' *(মির'আত ৫/৭৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে প্রতি বছর কুরবানী করেছেন এবং ছাহাবীগণও নিয়মিতভাবে কুরবানী করেছেন *(মির'আত ৫/৭১, ৭৩ পৃ.)*। তিনি বলেন, 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়'।[২১] এটি সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। এটি ওয়াজিব নয় যে, যেকোন মূল্যে প্রত্যেককে কুরবানী করতেই হবে। লোকেরা যাতে এটাকে ওয়াজিব মনে না করে, সেজন্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হযরত আবুবকর ছিদ্দীক, ওমর ফারূক, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, বেলাল, আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ কখনো কখনো কুরবানী করতেন না।[২২]

১৪. কুরবানীর সময়কাল : ঈদুল আযহার ছালাত ও খুৎবা শেষ হওয়ার পূর্বে কুরবানী করা নিষিদ্ধ। করলে তাকে তদস্থলে আরেকটি কুরবানী দিতে হবে।[২৩] অতঃপর ১১,

---

১২. মির'আত শরহ মিশকাত হা/১৪৫৫-এর আলোচনা, ৫/৪৬, ৫১, ৫২ পৃ.।
১৩. আবুদাঊদ হা/১১৫৩; মিশকাত হা/১৪৪৩, এবং ঐ তাখরীজ-আলবানী, হেদায়াতুর রুওয়াত হা/১৩৮৮, ২/১২১ পৃ., হাদীছ যঈফ।
১৪. তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী 'ঈদায়নের তাকবীর' অনুচ্ছেদ হা/৫৩৪-এর আলোচনা, ৩/৮০-৮৮ পৃ.।
১৫. বায়হাক্বী ৩/২৯১; মির'আত ৫/৫১।
১৬. আবু দাঊদ হা/১১৫৩; মিশকাত হা/১৪৪৩; ছহীহাহ হা/২৯৯৭।
১৭. ইবনু হাযম, মুহাল্লা মাসআলা ক্রমিক : ৫৪৩, ৫/৮৪-৮৫ পৃ.।

১৮. বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৪২৬, ১৪২৯।
১৯. সুবুলুস সালাম ১/১৪০; মির'আত ৫/২৭।
২০. ইবনু মাজাহ হা/৩১২৭; মিশকাত হা/১৪৭৬।
২১. ইবনু মাজাহ হা/৩১২৩।
২২. মির'আত ৫/৭১-৭৩ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদের আলোচনা দ্র.।
২৩. বুখারী হা/৫৫৬২; মুসলিম হা/১৯৬০; মিশকাত হা/১৪৭২।

www.at-tahreek.com

১২, ১৩ই যিলহজ্জ আইয়ামে তাশরীক্বের তিনদিনে রাত-দিন যেকোন সময় কুরবানী করা যাবে *(মির'আত ৫/১০৬ পৃ.)*।

১৫. কুরবানীর পশু : এটা তিন প্রকার- ছাগল, গরু ও উট। দুম্বা ও ভেড়া ছাগলের মধ্যে গণ্য। প্রত্যেকটির নর ও মাদি।[২৪] এগুলির বাইরে অন্য কোন পশু দিয়ে কুরবানী করার কোন প্রমাণ নেই। কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁৎ হ'তে হবে। চার ধরনের পশু কুরবানী করা নাজায়েয। স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণশীর্ণ এবং অর্ধেক কান কাটা বা ছিদ্র করা ও অর্ধেক শিং ভাঙ্গা।[২৫] তবে নিখুঁৎ পশু ক্রয়ের পর যদি নতুন করে খুঁৎ হয় বা পুরানো কোন দোষ বেরিয়ে আসে, তাহ'লে ঐ পশু দ্বারাই কুরবানী বৈধ হবে' *(মির'আত ৫/৯৯)*। উল্লেখ্য যে, খাসি করা কোন খুঁৎ নয়। বরং এতে পাঁঠা ছাগলের দুর্গন্ধ দূর হয় এবং গোশত রুচিকর হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে দু'টি মোটাতাজা খাসি দিয়ে কুরবানী করেছেন।[২৬]

১৬. 'মুসিন্নাহ' পশু দ্বারা কুরবানী : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবহ করো না। তবে কষ্টকর হ'লে এক বছর পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার'।[২৭] জমহূর বিদ্বানগণ অন্যান্য হাদীছের আলোকে এই হাদীছে নির্দেশিত 'মুসিন্নাহ' পশুকে কুরবানীর জন্য 'উত্তম' বলেছেন *(মির'আত ৫/৮০ পৃ.)*। 'মুসিন্নাহ' পশু ষষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী উট এবং তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু বা দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী ছাগল-ভেড়া-দুম্বাকে বলা হয় *(মির'আত ৫/৭৮-৭৯ পৃ.)*। কেননা এই বয়সে সাধারণতঃ এই সব পশুর দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত উঠে থাকে। তবে অনেক পশুর বয়স বেশী ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে দাঁত ওঠে না। এসব পশু দ্বারা কুরবানী করা ইনশাআল্লাহ কোন দোষের হবে না।

১৭. নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি পশু যথেষ্ট : (ক) মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিংওয়ালা সুন্দর সাদা-কালো দুম্বা আনতে বললেন, ...অতঃপর নিম্নোক্ত দো'আ পড়লেন, -'আল্লাহ্‌র নামে (কুরবানী করছি), হে আল্লাহ! তুমি এটি কবুল কর মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তার পরিবারের পক্ষ হ'তে ও তার উম্মতের পক্ষ হ'তে'। এরপর উক্ত দুম্বা দ্বারা কুরবানী করলেন'।[২৮] আলবানী বলেন, 'এর অর্থ কুরবানীর ছওয়াবে উম্মতকে শরীক করা। কেননা সকল বিদ্বানের ঐক্যমতে একটি ছাগল একটি পরিবারের বেশী অন্যদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট নয়'।[২৯] **(খ)** আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় কুরবানীর রীতি কি ছিল? জওয়াবে তিনি বলেন, ছাহাবীগণ নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি বকরী কুরবানী দিতেন। অতঃপর নিজেরা খেতেন ও অন্যদের খাওয়াতেন। এমনকি লোকেরা বড়াই করত। সেই রীতি চলছে যেমন তুমি দেখছ।[৩০] **(গ)** ধনাঢ্য ছাহাবী আবু সারীহা (রাঃ) বলেন, সুন্নাত জানার পর লোকেরা পরিবারপিছু একটি বা দু'টি করে বকরী কুরবানী দিত। অথচ এখন প্রতিবেশীরা আমাদের কৃপণ বলছে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৮)*। **(ঘ)** বিদায় হজ্জে আরাফার দিন সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরিবারের উপর প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও আতীরাহ'। আবুদাঊদ (রহঃ) বলেন, রজব মাসের 'আতীরাহ' প্রদানের হুকুম পরে রহিত করা হয়।[৩১] আর 'কুরবানী' অর্থ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ঈদুল আযহার দিন যে পশু যবহ করা হয়।[৩২] অতএব একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য সংখ্যা যত বেশীই হৌক না কেন, সকলের পক্ষ থেকে একটি পশুই যথেষ্ট। এক পিতার সন্তান হ'লেও পৃথকান্ন হ'লে তারা পৃথক পরিবার হিসাবে গণ্য হবেন। তবে তারা পৃথক কুরবানীর জন্য পিতাকে অর্থ সাহায্য করতে পারেন।

১৮. কুরবানীতে শরীক হওয়া : (ক) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হ'ল। তখন আমরা সাত জনে একটি গরু ও দশ জনে একটি উটে শরীক হ'লাম।[৩৩] **(খ)** হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা (৬ষ্ঠ হিজরীতে) হোদায়বিয়ার সফরে প্রতি সাত জনে একটি উট ও গরু কুরবানী করি'।[৩৪] **(গ)** তিনি বলেন, 'আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে হজ্জের সফরে ছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে একটি গরু ও উটে সাতজন করে শরীক হওয়ার নির্দেশ দেন'।[৩৫]

উপরোক্ত হাদীছ সমূহে বুঝা যায় যে, সফরে সাতজনে মিলে একটি উট বা গরু কুরবানী করা যায়। যাতে এইসব বড় পশু যবহ ও কুটাবাছা এবং গোশত বিতরণ সহজ হয়। এটি উম্মতের জন্য রহমত স্বরূপ। সেকারণ লায়েছ বিন সা'দ (রহঃ) উট বা গরুতে শরীকানা কুরবানীর বিষয়টি সফরের সাথে 'খাছ' বলেছেন।[৩৬] যদিও জমহূর ওলামায়ে কেরাম হজ্জের সময় উট বা গরুতে শরীকানা কুরবানীর উপর ক্বিয়াস করে বাড়ীতে ও সফরে সর্বাবস্থায় শরীকানা কুরবানী জায়েয বলেছেন। কিন্তু ইমাম মালেক (রহঃ) একে নাজায়েয বলেছেন *(মির'আত ৫/৮৫)*। কেননা জাবের (রাঃ) বর্ণিত 'একটি গরু বা উট সাত জনের পক্ষ হ'তে'।[৩৭] হাদীছটি মুৎলাক্ব। যেখানে বাড়ীতে বা সফরে বলে কোন ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু একই রাবীর বর্ণিত আবুদাঊদ ২৮০৭ ও ২৮০৯ নম্বর

---

২৪. আন'আম ৬/১৪৩-৪৪; হজ্জ ২২/৩৪।
২৫. তিরমিযী হা/১৪৯৭ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৬৫।
২৬. ইবনু মাজাহ হা/৩১২২; ইরওয়া হা/১১৩৮, ৪/৩৫১ পৃ.; মিশকাত হা/১৪৬১; মির'আত হা/১৪৭৬, ৫/৯১-৯২ পৃ.।
২৭. মুসলিম হা/১৯৬৩; মিশকাত হা/১৪৫৫।
২৮. মুসলিম হা/১৯৬৭; মিশকাত হা/১৪৫৪; মির'আত ১/৭৬।
২৯. মিশকাত হা/১৪৫৪-এর টীকা।
৩০. তিরমিযী হা/১৫০৫; ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৭; ইরওয়া হা/১১৪২, ৪/৩৫৫ পৃ.।
৩১. তিরমিযী হা/১৫১৮; আবুদাঊদ হা/২৭৮৮ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৭৮; মির'আত ৫/১১৪-১৫।
৩২. মির'আত ৫/৭১; হজ্জ ২২/৩৪।
৩৩. তিরমিযী হা/৯০৫; নাসাঈ হা/৪৩৯২ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৬৯; মির'আত হা/১৪৮৪, ৫/১০১-২ পৃ.।
৩৪. মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫০)।
৩৫. মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫১)।
৩৬. মুহাল্লা, মাসআলা ক্রমিক : ৯৮৪, ৬/৪৫।
৩৭. আবুদাঊদ হা/২৮০৮; মিশকাত হা/১৪৫৮।

হাদীছে এটি হজ্জ ও হোদায়বিয়ার সফরের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে ব্যাখ্যা এসেছে। অতএব দলীলের ক্ষেত্রে একই রাবীর বর্ণিত ব্যাখ্যাশূন্য হাদীছের স্থলে ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীছ গ্রহণ করাই মুহাদ্দিছগণের সর্ববাদী সম্মত রীতি।

অনেকে ৭-এর বদলে ৩, ৫, ১০ ভাগে কুরবানী করেন, যা প্রমাণহীন। অনেকে পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল দেন, আবার একটি গরুর ভাগা নেন। অনেকে বকরী বা খাসী না দিয়ে বড় গরুতে ভাগী হন, মূলতঃ গোশত বেশী পাবার জন্য। 'নিয়ত' যখন গোশত খাওয়া, তখন কুরবানীর নেকী তিনি কিভাবে পাবেন? অথচ প্রতি বছর ঈদুল আযহাতে একটি পশু কুরবানী করাই হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর সাধারণ নির্দেশনা।[৩৮] অতএব মুক্বীম অবস্থায় প্রতি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশু কুরবানী করাই উত্তম।

১৯. কুরবানীর সাথে আক্বীক্বা : 'দু'টিরই উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিল করা' এই (ইসতিহসানের) যুক্তি দেখিয়ে কোন কোন হানাফী বিদ্বান কুরবানীর গরু বা উটে এক বা একাধিক সন্তানের আক্বীক্বা সিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন (যা এদেশে অনেকের মধ্যে চালু আছে)।[৩৯] হানাফী মাযহাবের স্তম্ভ বলে খ্যাত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এই মতের বিরোধিতা করেন। ইমাম শাওকানী (রহঃ) এর ঘোর প্রতিবাদ করে বলেন, এটি শরী'আত, এখানে সুনির্দিষ্ট দলীল ব্যতীত কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব নয়।[৪০]

২০. কুরবানী করার পদ্ধতি : (ক) উট দাঁড়ানো অবস্থায় এর 'হলকূম' বা কণ্ঠনালীর গোড়ায় কুরবানীর নিয়তে 'বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার' বলে তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করে 'নহর' করতে হয় এবং গরু বা ছাগলের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলে 'যবহ' করতে হয়। তবে বাম কাতে ফেলতে ভুলে গেলে দোষের কিছু হবে না *(মির'আত ৫/৭৫)*। কুরবানী দাতা ধারালো ছুরি নিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দো'আ পড়ে নিজ হাতে খুব জলদি যবহের কাজ সমাধা করবেন, যেন পশুর কষ্ট কম হয়। অন্যের দ্বারাও যবহ করানো জায়েয আছে। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি নিজ হাতে করা অথবা যবহের সময় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা উত্তম *(মির'আত ৫/৭৪)*।

২১. যবহকালীন দো'আ : (১) বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার (অর্থ: আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী করছি, আল্লাহ সবার চাইতে বড়) **(২)** বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী (আল্লাহ্‌র নামে, হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। এখানে কুরবানী অন্যের হ'লে তার নাম মুখে বলবেন অথবা মনে মনে নিয়ত করে বলবেন, 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন ফুলান ওয়া মিন আহলে বায়তিহী' (...অমুকের ও তার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। (৩) যদি দো'আ ভুলে যান বা ভুল হবার ভয় থাকে, তবে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলে মনে মনে কুরবানীর নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে *(মির'আত ৫/৭৬)*।

২২. গোশত বণ্টন : কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজ পরিবারের জন্য, এক ভাগ প্রতিবেশী যারা কুরবানী করতে পারেননি তাদের জন্য ও এক ভাগ সায়েল ফক্বীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে। প্রয়োজনে উক্ত বণ্টনে কমবেশী করায় কোন দোষ নেই *(মির'আত ৫/১২০)*। কুরবানীর গোশত যত দিন খুশী রেখে খাওয়া যায়।[৪১] অমুসলিম দরিদ্র প্রতিবেশীকেও দেওয়া যায়।[৪২]

২৩. মৃত ব্যক্তির জন্য পৃথকভাবে কুরবানী দেওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই। যদি কেউ সেটা করেন, তবে বিখ্যাত তাবেঈ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, তাকে সবটুকুই ছাদাক্বা করে দিতে হবে *(মির'আত ৫/৯৩ পৃ.)*।

২৪. কুরবানীর গোশত ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।[৪৩] তবে তার চামড়া বিক্রি করে শরী'আত নির্দেশিত ছাদাক্বার খাত সমূহে দান করবে।[৪৪] অনেকে কুরবানীর গোশত ফ্রিজে জমা করে পরবর্তীতে সাধারণ গোশত হিসাবে বিক্রি করেন। এগুলি প্রতারণা মাত্র। বরং তা ছওয়াবের আশায় অন্যদের মধ্যে ছাদাক্বা বা হাদিয়া হিসাবে বিতরণ করে দিতে হবে। অথবা নিজে রেখে যতদিন খুশী খাবে। তবে এলাকায় অভাব থাকলে তিনদিন পর সবটুকু বিতরণ করে দিবে।[৪৫]

অতএব সরকার, সংস্থা বা সামর্থ্যবানদের উচিত বন্যাদুর্গত বা দুর্ভিক্ষ এলাকায় বেশী বেশী কুরবানী বিতরণ করা। যাতে তারা কুরবানীর আনন্দে শরীক হ'তে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের সময় ১০০ উট কুরবানী করে বিতরণ করেছিলেন।[৪৬] এছাড়া অন্য সময় তিনি ছাহাবীদের মধ্যে কুরবানীর পশু বণ্টন করতেন।[৪৭]

২৫. কুরবানীর পশু যবহ করা কিংবা কুটা-বাছা বাবদ কুরবানীর গোশত বা চামড়ার পয়সা হ'তে কোনরূপ মজুরী দেওয়া যাবে না। ছাহাবীগণ নিজ নিজ পকেট থেকে এই মজুরী দিতেন।[৪৮] অবশ্য ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হ'লে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই।[৪৯]

২৬. কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করা নাজায়েয। কেননা আল্লাহ্‌র রাহে রক্ত প্রবাহিত করাই এখানে মূল ইবাদত। এটা না করলে তিনি ইসলামের একটি 'মহান নিদর্শন' পরিত্যাগের প্রতি ধাবিত হবেন *(মির'আত ৫/৭৩)*। যদি কেউ কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করতে চান, তবে তিনি মুহাম্মাদী শরী'আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা করবেন।

[বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই, প্রকাশকাল : ১৪৪৩ হি./২০২২ খৃ.]।

---

৩৮. আবুদাঊদ হা/২৭৮৮ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৭৮; মির'আত হা/১৪৯২, ৫/১১৪ পৃ.।
৩৯. হেদায়া ৪/৪৩৩; বেহেশতী জেওর 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ১/৩০০ পৃ.।
৪০. নায়লুল আওত্বার, 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ৬/২৬৮ পৃ.।

৪১. তিরমিযী হা/১৫১০; আহমাদ হা/২৬৪৫৮।
৪২. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২৮।
৪৩. আহমাদ হা/১৬২৫৫-৫৬; মির'আত ৫/১২১।
৪৪. মির'আত ৫/১২১; তওবা ৯/৬০।
৪৫. বুখারী হা/৫৫৬৯; মুসলিম হা/১৯৭৪; মিশকাত হা/২৬৪৪ ।
৪৬. মুসলিম হা/১২১৮ (১৪৭); মিশকাত হা/২৫৫৫।
৪৭. বুখারী হা/২৫০০; মুসলিম হা/১৯৬৫; মিশকাত হা/১৪৫৬; মির'আত ৫/৮২।
৪৮. মুসলিম হা/১৩১৭; বুখারী হা/১৭১৭; মিশকাত হা/২৬৩৮।
৪৯. বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২৬৩৮; মির'আত হা/২৬৬২-এর আলোচনা, ৯/২৩০ পৃ.।

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

(১০ম কিস্তি)

১৫. হাদীছের অন্তর্নিহিত ফিক্বহ সম্পর্কে আলোকপাত :

শায়খ আলবানী স্বীয় গবেষণাকর্ম কেবল হাদীছ তাখরীজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং হাদীছের বিশুদ্ধতা সাব্যস্তের পর উক্ত হাদীছ থেকে উদ্ভূত শারঈ বিধান সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। একই সাথে মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলোতে বিশুদ্ধ দলীলের আলোকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। ফলে তাঁর গ্রন্থসমূহ ফিক্বহুল হাদীছ তথা হাদীছ ভিত্তিক ফিক্বহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসাবে গৃহীত হয়।

যেমন আলী (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছকে[১] ছহীহ সাব্যস্ত করার পর তিনি এর তিনটি ফায়েদা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। যার মূল বক্তব্য হ'ল- (১) মুসলমানদের জন্য তাদের মুশরিক আত্মীয়-স্বজনের দাফন কার্যে অংশগ্রহণ করা শরী'আত সম্মত নয় (২) নিকটাত্মীয় হ'লেও কোন কাফেরকে গোসল দেওয়া, কাফন পরানো, জানাযা আদায় জায়েয নয় (৩) মুশরিক আত্মীয়ের জানাযা অনুসরণ করা জায়েয নয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) স্বীয় চাচার ক্ষেত্রে তা করেননি। যদিও তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সবচেয়ে ভালোবাসার পাত্র ছিলেন।[২]

রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী- الأذنان من الرأس 'দুই কান মাথার অংশ'। হাদীছটি ছহীহ সাব্যস্তের পর তিনি এর অন্তর্নিহিত ফিক্বহ বর্ণনা করে বলেন, ওলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য রয়েছে এমন দু'টি ফিক্বহী মাসআলার দলীল হিসাবে হাদীছটি গৃহীত হবে। ১ম মাসআলাটি হ'ল, কর্ণদ্বয় মাসাহ করা কি ফরয না সুন্নাত? হাম্বলীগণ ফরযের দিকে অগ্রগামী হয়েছেন। তাদের দলীল আলোচ্য হাদীছটি। যেখানে কর্ণদ্বয় মাথার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আর হাদীছটি কেবল এটা বুঝানোর জন্যই বর্ণিত হয়েছে যে, মাসাহের ক্ষেত্রে কর্ণদ্বয়ের হুকুম মাথার হুকুমের মতই। অন্যদিকে জুমহূর বিদ্বানের মতে কর্ণদ্বয় মাসাহ করা সুন্নাত মাত্র। যেমনটি 'আল-ফিক্বহু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ' গ্রন্থে (১/৫৬) এসেছে। কিন্তু আমরা উক্ত হাদীছের বিপরীত এ মতকে জায়েয করার ব্যাপারে তাদের পক্ষে কোন দলীল পাইনি, কেবল ইমাম নববী-এর একটি বক্তব্য ব্যতীত। যেখানে তিনি বলেছেন, সকল তুরুক বা সূত্রের নিরিখে উক্ত হাদীছটি যঈফ *(আল-মাজমূ' ১/৪১৫)*। অথচ হে পাঠক! যখন তুমি জানবে যে বিষয়টি এমন নয়। বরং হাদীছটির কিছু তুরুক ছহীহ এবং কিছু ছহীহ লি গায়রিহী, যা নববীর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। তখন তুমি জুমহূরের দলীলের দুর্বলতা সম্পর্কে বুঝতে পারবে। সাথে সাথে কর্ণদ্বয় মাসাহ ওয়াজিব হওয়া এবং তা মাথার অংশ হওয়ার ব্যাপারে হাদীছের নির্দেশনা আঁকড়ে ধরা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টিও অবগত হবে।[৩] অতএব এক্ষেত্রে কর্ণদ্বয় মাসাহ করা ফরয হওয়াটাই সঠিক।

একইভাবে إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر 'আল্লাহ তোমাদের জন্য একটি অতিরিক্ত ছালাত বৃদ্ধি করেছেন, সেটি হ'ল বিতর। তোমরা তা এশা ও ফজর ছালাতের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় কর' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ সাব্যস্ত করার পর তার ফিক্বহী দিক তুলে ধরে আলবানী বলেন, হাদীছটির মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী فصلوها দ্বারা বাহ্যিকভাবে ছালাতুল বিতর ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। এ মত পোষণ করেছেন হানাফীগণ। তবে তা জুমহূর বিদ্বানগণের বিপরীত। যদি ফরয ছালাত দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য দলীল না থাকতো, তাহ'লে হানাফীদের বক্তব্য সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো। সেকারণে উক্ত ছালাতকে ওয়াজিব বলার উপায় নেই। বরং তা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ বা মুস্তাহাব সাব্যস্ত হবে।...তবে হানাফীগণ তাদের উক্ত বক্তব্যের ব্যাপারে বলে থাকেন যে, তারা বিতরকে ওয়াজিব সাব্যস্তকরণ দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের মত ওয়াজিব বুঝাননি। বরং তা ফরয ও সুন্নাত ছালাতের মধ্যবর্তী অবস্থানে রয়েছে। অর্থাৎ ফরয ছালাতের চেয়ে দুর্বল এবং সুন্নাত ছালাতের চেয়ে শক্তিশালী।

কিন্তু জানা আবশ্যক যে, হানাফী মাযহাবের উক্ত বক্তব্য নব উদ্ভাবিত একটি পরিভাষার উপর ভিত্তিশীল। ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফগণ যে ব্যাপারে অবগত ছিলেন না। তা হ'ল ফরয ও ওয়াজিবের মধ্যে প্রামাণ্যতা ও ছওয়াবগত পার্থক্য। যেমনটি তাদের গ্রন্থসমূহে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। অতএব হানাফী মাযহাবের ইজতিহাদী নীতি অনুযায়ী তাদের বক্তব্যের অর্থ হবে, বিতর ছালাত পরিত্যাগকারী ক্বিয়ামতের দিন ফরয ছালাত পরিত্যাগকারীর চেয়ে কম আযাব ভোগ করবে। অতএব তাদেরকে একথা বলা যায় যে, কিভাবে এটা ছহীহ হবে যখন রাসূল (ছাঃ) ফরয ব্যতীত অন্য কোন ছালাত আদায় করবে না বলে সংকল্পকারীর ব্যাপারে বলেন যে, সে সফলকাম হয়েছে। শাস্তির সাথে সফলতা কিভাবে একত্রিত হবে? অতএব বিতর ছালাত ওয়াজিব নয় এবং না হওয়ার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর উক্ত বক্তব্যই যথেষ্ট। সেকারণে অধিকাংশ বিদ্বান এটা সুন্নাত হওয়া এবং ওয়াজিব

---

১. *আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁর পিতা আবূ তালিব মারা যাওয়ার পর তিনি রাসূল (ছা.)-কে বললেন, আপনার পথভ্রষ্ট বৃদ্ধ চাচা আবূ তালিব মৃত্যুবরণ করেছে। রাসূল (রাঃ) বললেন, যাও তোমার পিতাকে দাফন করে এস। আলী (রাঃ) বললেন, না আমি যাবো না। রাসূল (ছা.) আবারো তাকে একই নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, আমার কাছে ফিরে আসার আগে অন্য কিছু করো না। আলী (রাঃ) বলেন, এরপর আমি পিতাকে মাটি দিয়ে সরাসরি তাঁর কাছে ফিরে আসি। অতঃপর তাঁর নির্দেশে আমি গোসল করলাম। তারপর তিনি আমার জন্য দো'আ করলেন। দ্র. আবুদাঊদ, হা/৩২১৬।*

২. *সিলসিলা ছহীহাহ*, হা/১৬১।

৩. *সিলসিলা ছহীহাহ*, ১/৯৩।

না হওয়ার ব্যাপারে একমত। আর এটাই সঠিক। তবে উক্ত হাদীছসহ অন্যান্য হাদীছের ভিত্তিতে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বিতর ছালাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করা ও তা আদায়ে অবহেলা না করা যরূরী।[৪]

১৬. সমাজ সংস্কারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি :

আলবানী সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে হাদীছের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের ময়দানে অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি হাদীছকে জীবনবিধান হিসাবে বিশুদ্ধরূপে উপস্থাপনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাঁর একনিষ্ঠ লক্ষ্য ছিল মুসলিমদের আক্বীদা-বিশ্বাসকে যুগপরিক্রমায় অনুপ্রবিষ্ট নানা প্রকার শিরক-বিদ‘আত ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা। তাফসীরকে যাবতীয় জাল-যঈফ ও ভিত্তিহীন হাদীছ ও ইসরাঈলী বর্ণনার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করা। ফিক্বহকে যঈফ ও জাল হাদীছ ভিত্তিক মাসআলা-মাসায়েল এবং ছহীহ হাদীছ বিরোধী ইজতিহাদ থেকে মুক্ত করে বিশুদ্ধ হাদীছ ভিত্তিক শারঈ বিধি-বিধান দ্বারা সুশোভিত করা। অতঃপর ভবিষ্যত প্রজন্মকে যাবতীয় কুফরী সংস্কৃতির প্রভাব থেকে দূরে রেখে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাস ও বিধি-বিধানের ভিত্তিতে গড়ে তোলা। তাঁর মতে, এরূপ সর্বব্যাপী সংস্কার ব্যতীত মুসলমানদের মধ্যে কাংখিত শান্তি, নিরাপত্তা ও হারানো মর্যাদা ফিরিয়ে আনার কোন উপায় নেই।[৫]

সেকারণ তাঁর যাবতীয় কর্মতৎপরতার পিছনে ছহীহ সুন্নাহকে মানুষের নিকটে পৌঁছে দেওয়া ও শিরক-বিদ‘আত থেকে সতর্ক করা এবং তদনুযায়ী সমাজের মানুষকে পরিশুদ্ধ করার মহৎ প্রতিজ্ঞা কাজ করেছে। তাহক্বীক্ব ও তাখরীজসহ তাঁর যাবতীয় কর্মতৎপরতার পরতে পরতে যার প্রতিফলন দেখা যায়। সাথে সাথে একজন দরদী সমাজ সংস্কারকের প্রতিচ্ছবিও তাঁর মধ্যে ফুটে ওঠে।

যেমন- **(ক)** শারীদ ইবনু সুওয়াইদ আছ-ছাক্বাফী বর্ণিত হাদীছ, একবার কারণবশত তিনি জনৈক দাসীকে মুক্ত করার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে অনুমতি চাইলে তিনি বলেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তারপর তাকে আনা হলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আসমানে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, أعتقها فإنها مؤمنة ‘তুমি ওকে মুক্ত করে দাও। কেননা সে একজন মুমিনা নারী’।[৬]

আক্বীদাগত দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ হাদীছটির তাখরীজে ২৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী দীর্ঘ আলোচনার শুরুতে আলবানী এটির সংকলনকারী মোট ৮টি হাদীছ গ্রন্থের উদ্ধৃতি পৃষ্ঠা নম্বরসহ উল্লেখ করেছেন এবং হাদীছটিকে ‘হাসান’ সাব্যস্ত করেছেন। অতঃপর বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থ থেকে হাদীছটির অন্যান্য সূত্র, মুতাবা‘আত ও শাওয়াহেদসমূহ উল্লেখ করে তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা পেশ করেছেন এবং প্রত্যেকটি সূত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং দলীল হিসাবে সেগুলির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। অতঃপর শায়খ আব্দুল্লাহ গুমারী, মুহাম্মাদ যাহিদ আল-কাওছারী, হাসান সাক্কাফসহ যেসব বিদ্বান ‘আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান’ মর্মে তাঁদের আক্বীদা বিরোধী হওয়ায় উক্ত হাদীছের উপর সমালোচনা পেশ করেছেন এবং হাদীছটি এ শব্দে যঈফ এবং অন্য শব্দে ছহীহ প্রমাণ করার জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, আলবানী তাদের বক্তব্য তুলে ধরে তা খণ্ডনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেছেন। অতঃপর ‘আরশে ‘আযীমে’ আল্লাহ তা‘আলার অবস্থানে ব্যাপারে জাহমিয়া ও মু‘তাযিলাদের ভ্রান্তবিশ্বাস ও এ ব্যাপারে সঠিক আক্বীদা সুস্পষ্ট ও সাবলীলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।[৭]

(খ) الدنيا حرام على أهل الآخرة، والآخرة حرام على أهـــل الدنيا، والدنيا والآخرة حرام علــى أهــل الله ‘আখেরাতের অধিবাসীদের জন্য দুনিয়া হারাম এবং দুনিয়ার অধিবাসীদের জন্য আখেরাত হারাম। আর দুনিয়া ও আখেরাত দু’টিই হারাম আল্লাহ ওয়ালাদের জন্য’।

উক্ত হাদীছটি সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণের বক্তব্য উল্লেখ শেষে হাদীছটি জাল সাব্যস্ত করার পর তিনি বলেন, সত্যিই যিনি এ হাদীছ বর্ণনা করবেন, তিনি ছিক্বাহ হবেন না। বরং তিনি হবেন নিকৃষ্ট মিথ্যাবাদী। কারণ এটি বাতিল হওয়ার ব্যাপারে কোন বিবেকবান মুমিনের সন্দেহ থাকতে পারে না। আর কিভাবেই বা রাসূল (ছাঃ) আখেরাতের অধিবাসী মুমিনদের জন্য দুনিয়াকে হারাম করবেন, যার উত্তম বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়াকে তাদের জন্য স্বয়ং আল্লাহ হালাল করে দিয়েছেন। যিনি বলেছেন, هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْـــأَرْضِ جَمِيعًـــا ‘তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য যমীনের সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন *(বাক্বারাহ ২/২৯)*। যিনি বলেছেন, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُـــلْ هِـــيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‘আপনি বলে দিন, আল্লাহ্র সাজ-সজ্জা, যা তিনি বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যসমূহকে কে হারাম করেছে? বলে দাও, এসব নে‘মত তো খালেছভাবে কেবল মুমিনদের জন্যই পার্থিব জীবনে এবং ক্বিয়ামত দিবসে...’ *(আ‘রাফ ৭/৩২)*।

তাই কিভাবেই বা বলা সম্ভব যে, রাসূল (ছাঃ) দুনিয়া ও আখেরাতকে একসাথে হারাম করে দিয়েছেন আল্লাহ ওয়ালাদের উপর? অথচ আল্লাহ ওয়ালারাই হচ্ছেন কুরআনের প্রকৃত অনুসারী। যারা তার বিধানকে প্রতিষ্ঠা করে এবং তাঁর নির্দেশাবলীর উপর আমল করে। আর আখেরাত হ’ল জান্নাত অথবা জাহান্নাম। আল্লাহ তাঁর প্রতি একনিষ্ঠদের উপর

৪. *সিলসিলা ছহীহাহ,* ১/২২২।

৫. *আলবানী, ফিক্বহুল ওয়াকে‘ (জর্দান : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৪২২ হি.), পৃ, ৪০-৪১।*

৬. *মুসলিম,* ১/৩৮১, হা/৫৩৭।

৭. *সিলসিলা ছহীহাহ,* ৭/৪৫৬-৪৮০।

জাহান্নামকে হারাম করে দিয়েছেন। এ সংবাদ তিনি নিজেই দিয়েছেন, যেমনভাবে মুমিনদের জন্য জান্নাতকে তিনি ওয়াজিব করে দিয়েছেন। অথচ কিভাবে এই মিথ্যাবাদী বলে যে, রাসূল (ছাঃ) আখেরাতকে তাদের উপর হারাম করে দিয়েছেন? অথচ আখেরাতেই রয়েছে জান্নাত, যা মুত্তাক্বীদের জন্য ওয়াদা করা হয়েছে।

আমার ধারণায় উক্ত হাদীছটির জালকারী একজন অজ্ঞ ছূফী। তিনি এ দ্বারা মুসলমানদের মাঝে ছূফী আক্বীদা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। যেখানে আত্মিক পরিশুদ্ধিতার নামে আল্লাহ্র হালালকৃত বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে।[৮]

(গ) اختلاف أمتي رحمة 'আমার উম্মতের মধ্যে মতভেদ রহমত স্বরূপ' মর্মে বর্ণিত হাদীছটির ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, হাদীছটি ছহীহ নয়, বরং বাতিল ও ভিত্তিহীন। ইমাম সুবকীর ভাষায় 'আমি হাদীছটির ছহীহ, যঈফ, মাওযূ' কোন প্রকার সনদই খুজে পাইনি'। আলবানী বলেন, '... যঈফ হওয়ার সাথে সাথে হাদীছটি কুরআনের বিরোধী। কেননা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে দ্বীনের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন। ... সুতরাং সনদ ও মতন উভয় দিক দিয়েই হাদীছটি যঈফ'।

অতঃপর এ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে তিনি বলেন, ছাহাবায়ে কেরাম সর্বদাই ইখতেলাফ অপসন্দ করতেন। যেকোন উপায়ে তা থেকে দূরে থাকতেন। দ্বীনের শাখাগত কিছু বিষয়ে তাদের মাঝে প্রসিদ্ধ মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও বাহ্যিক ঐক্যকে তারা কঠোরভাবে রক্ষা করতেন। মুসলমানদের কালেমার মাঝে বিভেদ সৃষ্টি এবং ঐক্য বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ থেকে তারা সর্বদা দূরে থাকতেন। উদাহরণস্বরূপ তাদের মধ্যে কেউ ছালাতের মধ্যে বিসমিল্লাহ সরবে বলাকে শরী'আত সম্মত মনে করতেন, কেউ তা শরী'আত বহির্ভূত মনে করতেন। কেউ রাফ'উল ইয়াদাইনকে মুস্তাহাব মনে করতেন, কেউ করতেন না। কেউ নারীদেহ স্পর্শে ওযূ ভেঙ্গে যাবে মনে করতেন, কেউ তা মনে করতেন না। এরপরেও তারা একত্রে এক ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করতেন। মতবিরোধের কারণে কেউ কোন ইমামের পিছনে ছালাত আদায় থেকে বিরত থাকতেন না।[৯]

মুসলিম বিশ্বে শায়খ আলবানীর গবেষণার প্রভাব

১. তাখরীজুল হাদীছ ও ফিক্বহুল মুক্বারিন-এর একাডেমিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠাকরণ :

আলবানীর কর্মতৎপরতার ফলে আধুনিক যুগে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'তাখরীজুল হাদীছ'-এর সুদৃঢ় একাডেমিক ভিত্তি তৈরী হয়েছে। যেমন মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানকালে তিনি 'ইলমুল ইসনাদ' নামে হাদীছের সনদ সম্পর্কে শিক্ষাদানের জন্য পৃথক একটি বিষয় সিলেবাসভুক্ত করেন। যেখানে তিনি হাদীছ তাখরীজ এবং রাবীদের সমালোচনার পদ্ধতি সম্পর্কে হাতে-কলমে শিক্ষাদান করতেন। সেসময় মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিশ্বের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইলমুল ইসনাদ' বিষয়ে পাঠদান করা হ'ত না। ফলে প্রথমবারের মত আলবানীর মাধ্যমে বিষয়টির উপর পাঠদান শুরু হয় এবং সময়ের ব্যবধানে বিষয়টি বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথকভাবে পাঠদানের বিষয়ে পরিণত হয়েছে।[১০]

ফিক্বহী ময়দানে আলবানীর যাবতীয় গবেষণা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল বিশুদ্ধ দলীলভিত্তিক ফিক্বহ চর্চার উপর দণ্ডায়মান। ফলে সময়ের ব্যবধানে উক্ত পদ্ধতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে الفقه المقارن বা তুলনামূলক ফিক্বহ নামে পৃথক একটি সিলেবাসে রূপ লাভ করে। তুলনামূলক ও দলীলভিত্তিক এই ফিক্বহ চর্চার মধ্য দিয়েই আধুনিক বিশ্বে ইজতিহাদের দুয়ার অধিকতর উন্মুক্ত হয়েছে। ফলে মুসলিম উম্মাহ বহু বিধানের ক্ষেত্রে মাযহাবী গোঁড়ামীপূর্ণ একপেশে সিদ্ধান্তের বেড়াজাল থেকে মুক্তি লাভ করেছে।

শায়খ ওসামা শাহহাযা বলেন, 'ছহীহ হাদীছসমূহ পৃথকীকরণ এবং বহু ফক্বীহের নিকটে অজ্ঞাত থাকা আমলী সুন্নাতসমূহ ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে 'ফিক্বহুল মুক্বারিন' বিষয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে শায়খ আলবানীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। ফলে হাদীছের উপর নির্ভরশীলতা আধুনিক গবেষণার মৌলিক ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে এমন ফিক্বহী গবেষণা পাওয়া বিরল হয়ে গেছে, যেখানে মৌলিক বা সহায়ক হিসাবে আলবানীর তাখরীজের উপর নির্ভর করা হয়নি।[১১]

১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি হাদীছের তাখরীজ, তাহক্বীক্ব ও তাদরীসে বিশেষ অবদান রাখায় সঊদী সরকার কর্তৃক 'বাদশাহ ফয়ছাল' পুরস্কারে ভূষিত হন। এসময় পুরস্কার প্রদান কমিটি যে লিখিত স্বীকৃতি প্রদান করে, সেখানে বলা হয়েছে যে, ...ويعد الشيخ الألباني شخصية علمية رائدة وصاحب مدرسة متميزة وله عطاء حديثي أغنى الحقل العلمي وأصبحت جهوده وأعماله مراجع لطلاب العلم وعونًا لدارسي السنة النبوية– '...শায়খ আলবানী শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব ও বিশেষ ইলমী ধারার অগ্রদূত হিসাবে পরিগণিত। ইলমুল হাদীছে তিনি যে অবদান রেখেছেন, তা জ্ঞানের ময়দানকে ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ করেছে। সাথে সাথে তাঁর প্রচেষ্টা ও রচনাসমূহ জ্ঞানান্বেষীদের কেন্দ্রস্থল ও হাদীছ শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক হিসাবে পরিণত হয়েছে।[১২]

---

৮. *সিলসিলা যঈফাহ,* ১/১০৬, হা/৩২।
৯. *আছলু ছিফাতি ছালাতিন্নবী,* পৃ. ৩৯, ৪৫।

১০. *হায়াতুল আলবানী ওয়া আছারুহু,* ১/৬১-৬২।
১১. *মুহাদ্দিছুল 'আছর আশ-শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী* (রিয়াদ : মাজাল্লাতুল বায়ান, প্রকাশকাল : ১৮.০২.২০১৩ খ্রি., লিংক- http://albayan.co.uk/article2.aspx?id=2614
১২. ড. আবূ উসামা সালীম বিন 'ঈদ আল-হিলালী, *ইমাম আলবানী শায়খুল ইসলাম ও ইমামু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ ফী*

২. সর্বস্তরের মানুষের মাঝে ছহীহ হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণের আগ্রহ বৃদ্ধি :

হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপণের ক্ষেত্রে শায়খ আলবানীর মৌলিক লক্ষ্য ছিল 'সুন্নাহকে উম্মতের নাগালের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া'। এর পেছনেই তিনি তাঁর যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন। প্রসিদ্ধ হাদীছগ্রন্থসমূহ তাখরীজ করে ছহীহ ও যঈফ হাদীছসমূহ পৃথক ভাগে সংকলন করেছেন। ছহীহ বুখারী ও মুসলিমকে সংক্ষিপ্ত করে পুনরাবৃত্তি ছাড়া ভিন্ন রীতিতে সংকলন করেছেন। পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণের হাদীছভিত্তিক বহু রচনা তাহক্বীক্ব ও তাখরীজ করে সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করেছেন। এসবের পিছনে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল- মানুষ যেন খুব সহজেই ছহীহ হাদীছের নাগাল পায়। মাযহাবী তাক্বলীদের বেড়াজালে আবদ্ধ হওয়ার কারণে হাদীছের উপর মাযহাবী সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দেওয়ার যে নিন্দনীয় প্রবণতা মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত ছিল, তা থেকে যেন তারা বেরিয়ে আসতে পারে। তারা যেন কেবল বরকতের আশায় হাদীছ অধ্যয়ন না করে বরং তা থেকে দলীল গ্রহণে অভ্যস্ত হয়। সর্বোপরি তাদের মধ্যে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিশুদ্ধ বাণীকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি হয়।

এভাবে তিনি মানুষের মাঝে সরাসরি হাদীছ থেকে জীবনবিধান গ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। ফলে আক্বীদা ও আমলসহ সর্বক্ষেত্রে ছহীহ হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণের পথ জনসাধারণের মাঝে আরো উন্মুক্ত হয়ে গেছে।

বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ ড. আব্দুল মুহসিন আব্বাদ বলেন, 'শায়খ আলবানী সুন্নাহ ও হাদীছের ময়দানে অসাধারণ খেদমত পেশ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর পূর্ণ প্রচেষ্টা ছিল সুন্নাহ্র দিকে পৌঁছানোর পথকে সহজ করা এবং তা জ্ঞানান্বেষীদের নাগালের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া'।[১৩]

গবেষক ড. আব্দুর রাযযাক আসওয়াদ বলেন, আলবানী কেবল হাদীছের তাখরীজ করেই ক্ষান্ত হননি। বরং আলেম থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষের মনোজগতে হাদীছের প্রতি গুরুত্ববোধ পুনর্জীবিত করেছেন। তিনি হাদীছ কেবল পড়া বা বরকত হাছিলের মাধ্যম হিসাবে নয় বরং হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করা ও তার উপর আমলের প্রতি গুরুত্ববোধকে আবশ্যিক করে তুলেছেন। এটাই শায়খ আলবানীর কৃতিত্ব। যার সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় যে, শাম অঞ্চলে তিনিই ইলমে হাদীছকে পুনর্জীবিত করেছেন। তিনি বলেন, আলবানীর দৃষ্টিভঙ্গি ও গৃহীত নীতির মাধ্যমে মিসর, জর্দান, সঊদী আরব, আরব আমিরাতসহ আরব বিশ্বের বহু মানুষ প্রভাবিত হয়েছেন।[১৪]

'উয়ূনি আ'লামিল 'উলামা ও ফুহূলিল উদাবা, পৃ. ৩৬-৩৭; *https://kingfaisalprize.org/ar/sheikh-mohammad-nasir-ad-din-al-albani, 16.03.2019.*

১৩. আব্দুল মুহসিন আল-'আব্বাদ, *শারহু আবী দাঊদ*, ২৩/৪৪০।

১৪. *আল-ইত্তিজাহাতুল মু'আছারাহ ফী দিরাসাতিস সুন্নাহ*, পৃ. ৩৬৬।

৩. বিপুল পরিমাণ গ্রন্থে আলবানীর তাখরীজ ও সিদ্ধান্তকে দলীল হিসাবে গ্রহণ :

বিশ্বব্যাপী আলবানীর গ্রহণযোগ্যতার আরেকটি দলীল হ'ল, বিপুল পরিমাণ গ্রন্থে বিশুদ্ধতা নিরূপণকারী মুহাদ্দিছ হিসাবে আলবানীর নামের ব্যবহার। মুসলিম সমাজে ধর্মীয় বিষয়ে প্রকাশিত যেকোন গ্রন্থে ছহীহাইন বাদে কোন হাদীছ উল্লেখ করা হ'লে তার বিশুদ্ধতার আলোচনায় صححه الألباني 'আলবানী একে ছহীহ বলেছেন' বা ضعفه الألباني 'আলবানী একে যঈফ বলেছেন' উল্লেখ করা যেন বর্তমানে প্রায় আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। অধিকাংশ মুহাক্কিক আলেম তাদের তাহক্বীক্বকৃত হাদীছ, তাফসীর ও ফিক্বহের গ্রন্থসমূহে যেকোন হাদীছ সম্পর্কে আলবানীর মন্তব্য উল্লেখ করছেন। আম জনসাধারণও বর্তমানে কোন হাদীছ সম্পর্কে আলবানীর মন্তব্য জানার গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভব করে থাকেন। সর্বোপরি হাদীছের বিশুদ্ধতা বা দুর্বলতার আলোচনায় আলবানীর নাম আবশ্যকীয় অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে।

৪. শারঈ বিষয়ে যে কোন রচনার ক্ষেত্রে তাখরীজুল হাদীছের ব্যাপক প্রচলন :

আলবানীর দাওয়াতের মাধ্যমে সর্বশ্রেণীর মানুষের মাঝে হাদীছ গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে যেমন সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি শারঈ বিষয়ে বিদ্বানদের লিখিত গ্রন্থাবলীতেও হাদীছসমূহ তাখরীজসহ উল্লেখ করার রীতি বর্তমানে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। কয়েক খণ্ডে বিভক্ত বৃহদায়তন গ্রন্থ থেকে শুরু করে কয়েক পৃষ্ঠার ছোট পুস্তিকাতেও এখন বিস্তারিত বা সংক্ষিপ্ত তাখরীজের অপরিহার্য ব্যবহার দেখা যায়। বৃহত্তর তাফসীর গ্রন্থসমূহও বর্তমানে বিস্তারিত তাখরীজসহ প্রকাশিত হচ্ছে। সর্বোপরি আলবানীর কর্মতৎপরতার মাধ্যমে সর্বশ্রেণীর মানুষ সহ লেখকদের মাঝে তাখরীজুল হাদীছের প্রতি গুরুত্বারোপ যে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

৫. হাদীছভিত্তিক রচনাবলীর ব্যাপক প্রসার :

আলবানী একদিকে আক্বীদা ও আমল সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ হাদীছসহ প্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থসমূহ যেমন সুনানুল আরবা'আহ, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, আল-আদাবুল মুফরাদ, আল-জামি'উছ ছাগীর ইত্যাদির তাখরীজ সম্পন্ন করেছেন। অন্যদিকে বিশুদ্ধ হাদীছের ভিত্তিতে ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত সহ ফিক্বহী বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিশেষত ছালাত বিষয়ে প্রতিটি হাদীছের বিস্তারিত তাখরীজসহ বিশুদ্ধ হাদীছের আলোকে ১২১৮ পৃষ্ঠাব্যাপী যে গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন, তা বর্তমান যুগে তাক্বলীদী বেড়াজালমুক্তভাবে হাদীছ ভিত্তিক ফিক্বহ গ্রন্থ রচয়িতাদের জন্য আলোকবর্তিকা হিসাবে বিবেচিত হয়। পূর্ব থেকেই বিদ্বানদের মাঝে এরূপ রচনার ধারাবাহিকতা চলে আসলেও আলবানীর রচনার ফলে আধুনিক যুগে অধিকাংশ হাদীছ

হুকুম সহ আম জনসাধারণের মাঝে সহজলভ্য হয়ে গেছে। ফলে সর্বশ্রেণীর লেখকদের মাঝে হাদীছভিত্তিক রচনার ব্যাপক প্রসার লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

৬. বাতিল আক্বীদা ও আমলের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি :

আলবানীর কার্যক্রমের মাধ্যমে বাতিল আক্বীদা ও আমলের ব্যাপারে সর্বস্তরের মানুষের মাঝে বিশেষ সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। কারণ হাদীছ তাখরীজের ক্ষেত্রে আলবানীর অন্যতম লক্ষ্য ছিল মুসলিম উম্মাহ্র আক্বীদা-বিশ্বাসকে যুগপরিক্রমায় অনুপ্রবিষ্ট নানা প্রকার শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা। তাই তাখরীজের ক্ষেত্রে যেসব হাদীছ দ্বারা বিভিন্ন বাতিল মতবাদপন্থীরা তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা-আমল সাব্যস্তের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে, তিনি সেগুলো বিশেষভাবে সংকলন করেছেন। ফলে শী'আ, রাফেযী, আশা'ইরাহ, জাহমিইয়াহ, খারেজী, ছূফী, কার্রামিয়াহ, মাতুরীদিইয়াহ, মুরজিয়াহ, মু'তাযিলা, কাদিয়ানী, আহলে কুরআন প্রভৃতি বাতিল ফিরক্বাগুলি যঈফ ও জাল হাদীছের মাধ্যমে ও ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা করে যেসব ভ্রান্ত আক্বীদা-আমলের প্রসার ঘটিয়েছে, তিনি সেসবের অসারতা প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছেন। বিশেষত শী'আ ও রাফেযীরা নিজেদের ভ্রান্ত বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠাদানের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর নামে যে সব হাদীছ রচনা করেছে, সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত তাখরীজের মাধ্যমে আলবানী তার অসারতা প্রমাণ করেছেন এবং যেসব ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা করে তারা নিজেদের মতবাদের পক্ষে ব্যবহার করেছে, প্রজ্ঞাপূর্ণ পর্যালোচনার মাধ্যমে আলবানী তা খণ্ডন করে সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন।[১৫]

যেমন لا مهدي إلا عيسى 'ঈসা (আ.)-ই হ'লেন মাহদী'। ইবনু মাজাহ ও হাকেম সংকলিত উক্ত হাদীছটিকে আলবানী 'মুনকার' সাব্যস্তের পর তার কারণসমূহ মুহাদ্দিছগণের মতামতসহ বিস্তারিতভাবে পেশ করেছেন। অতঃপর আলোচনার শেষে তিনি বলেন, ক্বাদিয়ানী সম্প্রদায় তাদের নেতা মিথ্যা নবুঅতের দাবীদার মির্যা গোলাম আহমাদ ক্বাদিয়ানীকে নবী সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে এ হাদীছটি ব্যবহার করে। একই সাথে তারা তাকে ঈসা ইবনু মারইয়াম বলে দাবী করে, শেষ যামানায় যার আগমনের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। কেননা এই মুনকার হাদীছটির দ্বারা ঈসা (আ.)-ই যে ইমাম মাহদী, তারও প্রমাণ পেশ করা যায়।[১৬]

একইভাবে সমাজে প্রচলিত নানা প্রকার বিদ'আতী আমলসমূহের অসারতা প্রমাণেও তিনি সদা তৎপর ছিলেন। তাঁর মতে, এসব বিদ'আতী আমলসমূহ ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম মাধ্যম হ'ল যঈফ ও জাল হাদীছ দ্বারা আমল সাব্যস্তকরণ এবং শারঈ বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে তা থেকে দলীলগ্রহণ। তাই বহু হাদীছ তাখরীজের ক্ষেত্রে তিনি তার দুর্বলতা সাব্যস্তের সাথে সাথে মুসলিম উম্মাহ্র উপর তার কুপ্রভাব ও তা থেকে প্রচলিত বিদ'আতী কর্মসমূহ থেকে সতর্ক করেছেন। একইভাবে কোন হাদীছের বিশুদ্ধতা সাব্যস্তের পর তা দ্বারা সমাজে প্রচলিত কোন বিদ'আত অপনোদনের প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন- মসজিদে গোলাকার হয়ে বসে যিকরকারী একদল মানুষের কার্যক্রমকে আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) কর্তৃক বিদ'আত সাব্যস্তকরণ সম্পর্কিত একটি আছারকে[১৭]

১৫. *সিলসিলা ছহীহাহ*, ৬/৭৩৮, হা/২৭১০; *সিলসিলা যঈফাহ*, ১/৬৭ ও ৫২৫, ২/৭২, ৩/১৬২-৬৩ ও ৬৪০, ৪/৫৩০, হা/১৯০৪, ৬/৫২, ১১/৫০৫।

১৬. *সিলসিলা যঈফাহ*, ১/১৭৫।

১৭. আছারটি হ'ল, আমর ইবনু ইয়াহ্ইয়া হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে তার পিতা হ'তে হাদীছ বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমরা প্রতিদিন ফজর ছালাতের পূর্বে আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর বাড়ির দরজার নিকট গিয়ে বসে থাকতাম। তিনি যখন বের হতেন তখন আমরা তাঁর সাথে মসজিদে যেতাম। আমাদের বসে থাকা অবস্থায় একদিন আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) আমাদের নিকট এসে বললেন, আবূ আব্দুর রহমান (ইবনু মাস'ঊদ) কি তোমাদের নিকটে বের হয়েছিলেন? আমরা বললাম, না এখনো বের হননি। ইবনু মাস'ঊদ বের না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমাদের সাথে বসে থাকলেন। তিনি বের হ'লে আমরা সবাই তার নিকটে গেলাম।
আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) তাকে বললেন, হে আবূ আব্দুর রহমান! আমি এখনই মসজিদে এমন কিছু দেখলাম যা আমার নিকট অপসন্দনীয় মনে হলো। তবে আলহামদুলিল্লাহ, তা (বাহ্যিক দৃষ্টিতে) আমার কাছে ভালোই মনে হ'ল। তিনি বললেন, সেটা কী? উত্তরে আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বললেন, জীবিত থাকলে আপনি অচিরেই তা দেখবেন। এরপর তিনি বললেন, আমি মসজিদে গোলাকার হয়ে কিছু লোককে বসে থাকতে দেখলাম, যারা ছালাতের জন্য অপেক্ষা করছে। প্রত্যেক হালাকায় একজন বিশেষ লোক রয়েছে। আর তাদের প্রত্যেকের হাতে নুড়ি-পাথর রয়েছে। লোকটি বলছে, তোমরা একশ' বার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ কর। তারা একশবার 'আল্লাহু আকবার' বলছে। এরপর সে বলছে, তোমরা একশ' বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ' বল। তারা একশ' বার তা বলছে। সে একশ' বার 'সুবহানাল্লাহ' বলতে বললে তারা একশ' বার তা বলছে।
ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বললেন, আপনি তাদেরকে কী বলেছেন? তিনি বললেন, আমি আপনার মতামত ও নির্দেশের অপেক্ষায় কিছুই বলিনি। তখন তিনি বললেন, আপনি তাদের গুনাহ সমূহ গণনা করে রাখতে বলেননি কেন? আর আপনি তাদের নিশ্চয়তা দিতেন যে, এভাবে গণনা না করাতে তাদের নেকী সমূহ বিনষ্ট হবে না। অতঃপর তিনি পথ চলা শুরু করলে আমরা তাঁর সাথে পথ চলতে লাগলাম। অবশেষে তিনি একটি হালাকার নিকট পৌঁছে বললেন, আমি তোমাদেরকে যা করতে দেখছি তা কী? তারা বলল, হে আবূ আব্দুর রহমান! এগুলো নুড়ি-পাথর। এর দ্বারা আমরা তাকবীর, তাহলীল ও তাসবীহ গণনা করছি।
তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের গুনাহসমূহ গণনা কর আর আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, এভাবে গণনা না করলেও তোমাদের ছওয়াবসমূহ বিনষ্ট হবে না। 'হে মুহাম্মাদের উম্মতগণ! কত দ্রুত তোমাদের ধ্বংস এসে গেল'? তোমাদের নবী (ছা.)-এর বহু ছাহাবী এখনও জীবিত আছেন। এটি তাঁর (মুহাম্মাদ (ছা.)-এর পোশাক, যা পুরাতন হয়নি এবং এটা পানপাত্র, যা ভেঙ্গে যায়নি। যার হাতে আমার প্রাণ সেই প্রভুর কসম করে বলছি, নিশ্চয়ই তোমরা হয় এমন এক মিল্লাতের উপর আছ, যা মুহাম্মাদ (ছা.)-এর এর মিল্লাত অপেক্ষা অধিকতর সঠিক! অথবা তোমরা পথভ্রষ্টতার দুয়ার উন্মোচনকারী! তারা বলল, হে আবূ আব্দুর রহমান! আল্লাহ্র কসম! আমরা এর দ্বারা কেবল ভালো উদ্দেশ্য করছিলাম।
তখন তিনি বললেন, বহু লোক নেকী অর্জনের ইচ্ছা করে কিন্তু আদৌ তাদের নেকী অর্জিত হয় না। রাসূল (ছা.) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, এমন বহু মানুষ থাকবে যারা কুরআন তেলাওয়াত করবে, কিন্তু তা তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না। (অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়)। আল্লাহ্র কসম! আমি জানি না তোমাদের অধিকাংশই তারা কি-না? অতঃপর তিনি

ছহীহ সাব্যস্ত করার পর আলবানী বলেন, ইবনু মাস‘ঊদের এ ঘটনার মধ্যে তরীক্বাপন্থী ও সুন্নাহবিরোধী পদ্ধতিতে হালক্বায়ে যিকরকারীদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। ...এ হাদীছ থেকে আরো শিক্ষা অর্জন করা যায় যে, রাসূল (ছাঃ)-এর কথা ও কর্ম দ্বারা যিকরের প্রমাণিত সুন্নাত হল, আঙ্গুল দ্বারা তাসবীহ গণনা করা। যেমনটি আমার ‘আর-রাদ্দু ‘আলাল হাবাশী’ সহ অন্যান্য গ্রন্থে এসেছে।

উক্ত হাদীছ থেকে আরো ফায়েদা গ্রহণ করা যায় যে, অধিক ইবাদতের কোন গুরুত্ব নেই। বরং সুন্নাহ সম্মত হওয়া ও বিদ‘আত হ’তে দূরে থাকাই গুরুত্বপূর্ণ। যেদিকে নির্দেশনা দিয়ে ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেছেন, সুন্নাত পালনে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা বিদ‘আতী আমলে অধিক পরিশ্রম করার চেয়ে উত্তম’। আরেকটি ফায়েদা হল, ছোট বিদ‘আত বড় বিদ‘আতের দিকে ধাবিতকারী। সেকারণ তুমি দেখছ যে, ঐ হালক্বায়ে যিকরকারীরা পরবর্তীতে খারেজী হয়ে যায়, যাদেরকে আলী (রাঃ) হত্যা করেন।[১৮]

এভাবে তিনি স্বীয় তাখরীজের বিভিন্ন স্থানে খুঁটিনাটি বিদ‘আতী কর্মসমূহ তুলে ধরেছেন এবং তার অসারতা প্রমাণ করেছেন। শায়খ আবু ‘উবায়দা মাশহূর ইবনু হাসান আলবানী ১১৯টি গ্রন্থের ভিত্তিতে সহস্রাধিক বিদ‘আতের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনীসমূহ সংকলন করে قاموس البدع নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

একইভাবে তিনি ছালাত, হজ্জ, জানাযা, তাওয়াসসুল প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে একদিকে ঐ সম্পর্কিত হাদীছসমূহ তাখরীজ সহ উল্লেখ করেছেন, অন্যদিকে ওইসব আমলের ক্ষেত্রে সমাজে প্রচলিত খুঁটিনাটি বিদ‘আতসমূহ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। ফলে সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে বিদ‘আতী আক্বীদা ও আমলের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।

৭. বিশ্বব্যাপী সালাফী দাওয়াতের ভিত্তি মযবূতীকরণ :

হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর পর থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে শিরক ও বিদ‘আতের ভয়াবহ আগ্রাসনে জাহেলিয়াতের যে গাঢ় তমিস্রা ছড়িয়ে পড়েছিল, সেসময় ইসলামের পুনর্জন্মবার্তা নিয়ে ‘সালাফী আন্দোলন’ তথা ইসলামের বিশুদ্ধ রূপের দিকে প্রত্যাবর্তন ও সংস্কারবাদী এক মহতী আন্দোলনের জন্ম হয়। যে আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব আত-তামীমী (১৭০৩-১৭৬১ খ্রি.) রাহিমাহুল্লাহ। যার বিকীর্ণ আলোকচ্ছটা আরব মরুর ঊষরভূমি পেরিয়ে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। সালাফে ছালেহীনের অনুসৃত পথের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের আহ্বানকারী হিসাবে এটি পরবর্তীতে ‘সালাফী আন্দোলন’ নামে খ্যাতি লাভ করেছে। এ আন্দোলন ছিল মুসলিম বিশ্বে শিরক, বিদ‘আত অর্থাৎ ইসলামী শরী‘আতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট নবসৃষ্ট বিধি-বিধান, বিজাতীয় সংস্পর্শ থেকে আগত যাবতীয় শিরকী ও বিদ‘আতী রসম-রেওয়াজ ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম একটি সংগঠিত ও সফল আন্দোলন, যা মধ্যযুগীয় অবক্ষয়কালীন দুর্যোগ কাটিয়ে ইসলামের নবতর বিকাশের জন্য এক যুগান্তকারী মাইলফলকে পরিণত হয়। আধুনিক যুগের সকল ইসলামী সংস্কারবাদী আন্দোলনের আদর্শিক প্রেরণা হ’ল এই আন্দোলন।[১৯]

শায়খ আলবানী ছিলেন বিংশ শতাব্দীতে উক্ত সালাফী আন্দোলনের ধারক-বাহক ও যুগসংস্কারক ব্যক্তিত্ব। বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজানোর আহ্বান নিয়ে যে সালাফী আন্দোলন চলমান রয়েছে, তার পিছনে আলবানীর গবেষণাকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।[২০]

উক্ত আন্দোলনের ফলে হাদীছে নববীর ভিত্তি জনসাধারণ্যে বহুগুণ মযবূতী লাভ করেছে। এছাড়া তাঁর নিকট শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে এবং তাঁর গ্রন্থরাজির মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে বিপুল পরিমাণ দা‘ঈ ইলাল্লাহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিশুদ্ধ দাওয়াতের প্রচার ও প্রসারে ব্যাপক খেদমত আঞ্জাম দিয়ে চলেছেন। ফলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণের পথ সাধারণ মানুষের জন্য সহজতর হয়েছে।[২১]

ড. মুহাম্মাদ হাসসানীন হাসান বলেন, فهو مجدد هذا العــــصر في الحــــديث بـــلا منازع. فإذا كان الشيخ ابن عبد الوهاب قد جدد عقيدة توحيــــد، والـــشيخ الشوكاني جدد الفقه، فإن الشيخ الألباني مجدد الحديث النبوي– ‘শায়খ আলবানী বর্তমান যুগে ইলমে হাদীছের অবিসংবাদিত মুজাদ্দিদ। যেমন শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব তাওহীদ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাজদীদ এনেছেন, শায়খ শাওকানী ফিক্বহী ময়দানে তাজদীদ সৃষ্টি করেছেন। তেমনি শায়খ আলবানী হাদীছে নববীর ক্ষেত্রে মুজাদ্দিদ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন’।[২২]

৮. গবেষকদের উপর প্রভাব :

শায়খ আলবানীর বিপুল কর্মযজ্ঞ মুসলিম বিশ্বে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার একটি প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর সম্পর্কে

চলে গেলেন। আমর ইবনু সালামা বলেন, হালাকার বহু লোককে আমি নাহরাওয়ানের যুদ্ধে খারেজীদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করতে দেখেছি। দ্র. *সিলসিলা ছহীহাহ*, ৫/১২-১৩, হা/২০০৫।

১৮. *সিলসিলা ছহীহাহ*, ৫/১৩-১৪, হা/২০০৫।

১৯. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, *ওয়াহ্হাবী আন্দোলন : উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং মুসলিম বিশ্বে এর প্রভাব* (রাজশাহী : মাসিক আত-তাহরীক, ১৪তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, জুন ২০১১ খ্রি.), পৃ. ২৯।

২০. *Jacob Olidort, In Defense of Tradition: Muhammad Nāṣir Al-Dīn al-Albānī and the Salafī Method (Ph.D Thesis), New Jersey : Princeton University, 2015. web link : https://dataspace .princeton.edu/jspui/ handle/88435/dsp01n z8062003 (10.06.2019)*

২১. ড. আল-মানজী বোসনীনাহ, *মাওসূ‘আতু আ‘লামিল ‘উলামা ওয়াল উদাবাইল ‘আরাব ওয়াল মুসলিমীন*, পৃ. ৩০৩।

২২. *তাজদীদুদ দ্বীন; মাফহূমুহু ওয়া যাওয়াবিতুহূ ওয়া আছারুহূ*, পৃ. ২৩১।

পরবর্তী গবেষকদের বিপুল পরিমাণ লেখনী থেকে। তাঁর জীবন, রচনাবলী, কর্মনীতি, অবদান ও চিন্তাধারা সম্পর্কে এ পর্যন্ত প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যার এক-তৃতীয়াংশ রয়েছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত গবেষণাকর্ম। এছাড়া তাখরীজ, হাদীছ, ফিক্বহ, তাফসীর ও সীরাত সহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলীর সমালোচনা ও তার প্রতিউত্তরে এ পর্যন্ত প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

এছাড়া শায়খ আলবানীর রেখে যাওয়া ইলমী আমানতের উপর সবচেয়ে বড় যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে তা হ'ল- موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألباني। ইয়ামনের ছান'আয় অবস্থিত مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة থেকে শায়খ শাদী বিন মুহাম্মাদ আলে নু'মান এর নেতৃত্বে কাজটি চলমান রয়েছে। এর মাধ্যমে আলবানীর লিখিত ও প্রকাশিত মোট ১১৬টি গ্রন্থ বিশ্লেষণ করে ও কয়েক হাযার ঘন্টাব্যাপী রেকর্ডকৃত ক্যাসেটসমূহ লেখ্যরূপে রূপান্তর করে বিষয়, অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ ভিত্তিক গ্রন্থ রচনা শুরু হয়েছে। যার বেশ কিছু খণ্ড ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন আলবানীর আক্বীদা বিষয়ক যাবতীয় রচনা ও বক্তব্য নিয়ে প্রকাশিত হয় جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة। ৯ খণ্ডের বিশালায়তন গ্রন্থটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৯০০। মানহাজগত বিষয় ও সমসাময়িক সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে তাঁর লেখনী ও বক্তব্যসমূহের সংকলন جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى। ১২ খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৬৮৮। যেখানে সালাফী দাওয়াতের স্বরূপ ও নীতিমালা, মাযহাবী গোঁড়ামি, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড, মানহাজগত বিষয়ে বিরোধীদের জবাব, দাওয়াতী নীতি-পদ্ধতিসহ বিভিন্ন ইসলামী দল ও বাতিল মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা সংকলিত হয়েছে। সাথে সাথে সমকালীন বিভিন্ন সংকট যেমন দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধ, আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, ফিলিস্তীন, বসনিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে যুদ্ধ-সংঘাত ও মুসলমানদের অবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ক আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

ফিক্বহ সংক্রান্ত তাঁর যাবতীয় রচনা ও বক্তব্য নিয়ে جامع تراث العلامة الألباني في الفقه প্রকাশিত হয়েছে। ১৮ খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৫৫০। এখানে ফিক্বহী অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সাজানোর সাথে সাথে প্রয়োজনমত বহু নতুন নতুন বিষয় সংযোজন করা হয়েছে।

বর্তমানে তাফসীর, হাদীছসহ আরো বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলবানীর লেখনী ও বক্তব্যসমূহ থেকে নিয়ে আরো অনেকগুলো সংকলন নিয়ে কাজ চলমান রয়েছে। মৌলিক এ বিষয়গুলো ছাড়াও আলবানীর জীবনী, রচনাবলী, অন্যান্য ফিক্বহবিদদের সাথে আলবানীর মতামতের তুলনামূলক আলোচনা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া এ সবকিছু ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, চায়না, তুর্কী, স্প্যানিশ, মালয়, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ করার প্রক্রিয়াও চলমান রয়েছে।

সারকথা :

পরিশেষে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, শায়খ আলবানী (রহঃ) মুহাদ্দিছীনে কেরামের সহস্র বছরের অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টার সার নির্যাসকে মুসলিম উম্মাহ্র সম্মুখে অত্যন্ত স্বার্থকভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে 'ইলমুল হাদীছের ময়দানে যে অমূল্য অবদান পেশ করেছেন, তা এককথায় অতুলনীয়। তাঁর এই অসামান্য কৃতিত্বের যথাযথ পুরস্কার হিসাবেই হয়ত আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে বিশ্ববাসীর নিকটে তাঁর এমন গ্রহণযোগ্যতা তৈরী হয়েছে যে, নিকটবর্তী-দূরবর্তী, বন্ধু-শত্রু নির্বিশেষে সকলে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাঁর তাখরীজ ও তাহক্বীক্ব থেকে ইলমী খেদমত গ্রহণ করছেন। তাঁর এই অনন্যসাধারণ খেদমত মুসলিম উম্মাহকে কেবল যঈফ ও জাল হাদীছের বৃত্ত থেকে মুক্ত করেনি, বরং সরাসরি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার মহান সুযোগ লাভে ধন্য করেছে। ফলে শায়খ আলবানী (রহঃ) বর্তমান বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ্র একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাঊস নছীব করুন এবং মুসলিম উম্মাহ্র জন্য তাঁর খেদমতকে আরো গ্রহণযোগ্য করে দিন। আমীন! *(ক্রমশঃ)*

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্র: কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

আইনে জালূত যুদ্ধ : তাতারদের বিজয়াভিযানের পরিসমাপ্তি

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

ভূমিকা :

আইনে জালূত ছিল মুসলমানদের হারানো চেতনা নতুন করে জাগানোর যুদ্ধ। চেঙ্গীস খানের নেতৃত্বে কয়েক দশক ধরে যে তাতারঝড় লণ্ডভণ্ড করেছিল মধ্য এশিয়া ও ইসলামী খিলাফতের রাজধানী বাগদাদকে, মাত্র অর্ধশত বছরে রাজত্ব বিস্তার করেছিল অর্ধ পৃথিবীতে, আইনে জালুতে তা মুখ থুবড়ে পড়েছিল মামলুক প্রাচীরের সামনে। প্রথমবারের মত কারাকোরাম থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এ সাম্রাজ্য মুখোমুখি হয়েছিল শক্ত চ্যালেঞ্জের, যা ইতিপূর্বে তারা কখনো কল্পনাও করেনি। যে তাতারদেরকে ভাবা হয়েছিল অজেয়, যাদের নাম শুনলেই শূন্য হয়ে যেত শহরের পর শহর, মামলুকদের আক্রমণের সামনে তাদের অসহায় আত্মসমর্পণ তাই শীতল করেছিল উম্মাহ্র হৃদয়।

কয়েক দশক আগে তাতারদের হাতে বন্দী বালক কুতুয নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এ যুদ্ধে, মুসলিম উম্মাহ যাকে চেনে আল-মালিকুল মুযাফফর সুলতান সাইফুদ্দীন কুতুয নামে। এ যুদ্ধে নিজের রণদক্ষতার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটান রুকনুদ্দীন বাইবার্স। প্রথমবারের মত ইটের বদলে পাটকেল মেরে তাতারদের থেঁতলে দেয়ার কৌশল রপ্ত করে মুসলমানরা, যা পরবর্তী সময়েও অব্যাহত ছিল। তাই আইনে জালূতের যুদ্ধ ছিল হতাশার অন্ধকারে একচিলতে আশার আলো।

আইনে জালূতের সামগ্রিক পাঠ এখনো উম্মাহকে ফিরিয়ে দিতে পারে হারানো অনুভূতি, যে অনুভূতি জাগাতে সুলতান কুতুয বলেছিলেন, আমরা যদি ইসলামের জন্য না লড়ি তাহ'লে কে লড়বে? এ যুদ্ধেই স্পষ্ট হয় আলেমদের ভূমিকা, শহর-নগরে তারা ছড়িয়ে দেন জিহাদী জাযবার অপূর্ব জাগরণ। জানা আবশ্যক যে, এই আইনে জালূতেই তালূতের মাত্র ৩১৩ সেনার নিকট পরাস্ত হয়েছিল তৎকালীন পরাশক্তি অত্যাচারী বাদশাহ জালূত।

পটভূমি :

হালাকু খান মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের উপর আধিপত্য বিস্তারের পরে আফ্রিকাকে করতলগত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সেই উদ্দেশ্যে প্রথমে মিসরকে দখলে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এরই মধ্যে সিরিয়ার দিমাশকের পদচ্যুত সুলতান নাছের, হোমা যেলার শাসক মানছূর এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ নিজেদের সন্তান-সন্ততিসহ বহু লোক মিসরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। তারা কাত্বইয়ায় (قَطْيَةَ) পৌঁছলে মিসরের সুলতান সাইফুদ্দীন কুতুয হোমার শাসকের সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করে তাকে হোমা ফিরিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। কিন্তু সুলতান নাছের মিসরে না গিয়ে তীহে বানী ইসরাঈলের দিকে রওয়ানা হন। যদিও তার অধিকাংশ সঙ্গী-সাথীরা মিসরে গমন করে নিরাপত্তা লাভ করেছিল। যদি তিনি মিসরে যেতেন হয়তো তিনিও নিরাপত্তা লাভ করতেন। মিসরের সুলতানের সাথে পুরাতন শত্রুতার কারণে নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে আতঙ্কিত ছিলেন সুলতান নাছের। পরবর্তীতে তিনি কারক (الْكَرَكُ) অঞ্চলে চলে যান। কিন্তু সেখানেও তিনি অবস্থান না করে বার্রিয়া (الْبَرِّيَّةِ) এলাকায় চলে যান। সেখানে আরব শাসকদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। আরব শাসকেরা তাকে আশ্রয় দিয়ে বিপাকে পড়ে যান। কারণ তাতারী সৈন্যরা তাদের উপর আক্রমণ করে। তারা বহু মানুষকে হত্যা করে, বিপুল পরিমাণ সম্পদ লুণ্ঠন করে, বাড়ি-ঘর ধ্বংস করে এবং বহু নারী ও শিশুকে বন্দী করে। তবে আরবরা তাদের ছেড়ে দেয়নি। তারাও তাদের পিছু নিয়ে একের পর এক হামলা চালাতে থাকে। এদিকে তাতার সৈন্যরা নাছেরকে গ্রেপ্তার করার জন্য অভিযান অব্যাহত রাখে। অবশেষে নাছের বারাকা যিযাতে তাতারদের হাতে বন্দী হ'লে তারা তার সন্তান ও ভাইসহ তাকে হালাকু খানের নিকট প্রেরণ করে। তখন হালাকু খান হালবে (বর্তমানে আলেপ্পোতে) অবস্থান করছিলেন। বন্দী থাকা অবস্থায় সুলতান নাছেরকে হত্যা করা হয়।[1]

১২৫১ সালে চেঙ্গীস খানের মৃত্যুর পর মংকে খান তাতার প্রধান নির্বাচিত হন। তিনি তার দাদা চেঙ্গীস খানের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি তার ভাই হালাকু খানকে পশ্চিমের জাতিসমূহকে পরাস্ত করে রাজ্যগুলো দখল করার দায়িত্ব দেন।

পাঁচ বছর যাবত সেনাদল গঠনের পর ১২৫৬ সালে হালাকু খান অভিযান শুরু করেন। তিনি দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেন। আত্মসমর্পণে অস্বীকারকারীদের ধ্বংস করে দেয়ার জন্য মংকে খানের নির্দেশ ছিল। হালাকু খান অভিযানকালে অনেক রাজ্য জয় করেন। তাদের অনেকে তার দলে সৈনিক সরবরাহ করেছে। বাগদাদ অভিযানের সময় সিলিসিয়ান আর্মেনীয়রা তার সাথে ছিল। অভিযানের সময় হাসাসিনরা[2] তার কাছে আত্মসমর্পণ করে। বাগদাদ ধ্বংসের ফলে কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন আব্বাসীয় খিলাফত ধ্বংস হয়ে যায়। এরপর দিমাশকের আইয়ুবীয়দের পতন হয়। হালাকু খান দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে মামলুক সাম্রাজ্য জয় করার পরিকল্পনা করেছিলেন। এসময় মামলুকরা প্রধান মুসলিম শক্তি ছিল। এ সময় মিসরে মামলুক শাসক সাইফুদ্দীন কুতুয ক্ষমতায় ছিলেন। তিনি মূলতঃ জালালুদ্দীন খাওয়ারিযম শাহের ভাগ্নে ছিলেন। তার প্রকৃত নাম ছিল মাহমূদ বিন মামদূদ।[3]

---

১. *আল-বিদায়াহ ১৩/২২০-২২।*
২. *হাসাসিন শী'আ ইসমাঈলী মতবাদের একটি গোষ্ঠী। তৎকালীন পারস্য ও সিরিয়ায় তারা গুপ্তহত্যা কর্মকাণ্ড চালাত। ১১ শতকে জন্ম নেওয়া এই গোষ্ঠীটি সুন্নী সেলজুকদের জন্য মারাত্মক সামরিক হুমকি তৈরী করে।*
৩. *যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২৩/২০০-২০১।*

মিসরের সুলতানের উদ্দেশ্যে হালাকু খানের চিঠি :

১২৬০ সালে হালাকু খান কায়রোতে সুলতান মুযাফফর সাইফুদ্দীন কুতুযের কাছে চারজন দূত পাঠিয়ে আত্মসমর্পণের দাবী করেন। উক্ত চিঠির সারমর্ম ছিল-

‘পৃথিবীর সম্প্রসারণকারী এবং আকাশের উত্তোলক হে আল্লাহ তোমার নামে পূর্ব ও পশ্চিমের শাহেনশাহ মহান খানের পক্ষ থেকে এটি প্রেরিত হচ্ছে আমাদের তরবারি থেকে পলাতক মামলুক সুলতান মুযাফফর কুতুযের উদ্দেশ্যে। যিনি এই অঞ্চলে এসে প্রজাদের হত্যা করে আনন্দ উপভোগ করছেন। মুযাফফর কুতুয, তার আমীর-উমারা এবং সমগ্র মিসরবাসী ভাল করেই জানে যে, আল্লাহ্র যমীনে আমরা তাঁর সৈন্য। তাঁর ক্রোধ থেকে আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যার উপর তাঁর ক্রোধ এসেছিল আমরা তার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছি। আমাদের সাম্রাজ্য ও আমাদের কম্পন সৃষ্টিকারী সিদ্ধান্ত থেকে আপনাদের শিক্ষা নেওয়া উচিৎ। অন্যদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন এবং পর্দা উন্মোচিত হওয়ার পূর্বে আত্মসমর্পণ করুন। অন্যথায় অনুতপ্ত হবেন এবং লাঞ্ছিত হবেন। যারা কাঁদে তাদের প্রতি আমরা দয়া করি না, যারা অভিযোগ করে তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাই না। আপনি শুনেছেন কিভাবে আমরা একটি বিশাল সাম্রাজ্য জয় করেছি এবং পৃথিবীকে দূষিতকারী বিশৃঙ্খলা থেকে একে বিশুদ্ধ করেছি। আমরা বিশাল অঞ্চল জয় করেছি, অসংখ্য মানুষকে হত্যা করেছি। আপনি আমাদের সেনাবাহিনীর ত্রাস থেকে বাঁচতে পারবেন না।

আপনাদের দায়িত্ব পলায়ন করা আর আমাদের করণীয় আপনাদের পিছু নেওয়া। আপনাকে কোন্ ভূমি আশ্রয় দিবে? কোন্ পথ আপনাকে মুক্তি দিবে? কোন্ রাষ্ট্র আপনাকে রক্ষা করবে? আমাদের তরবারি থেকে মুক্তি নেই। আমাদের ভীতি থেকে পলায়নের সুযোগ নেই। আমাদের ঘোড়াগুলি দ্রুতগামী, আমাদের তীর ধারালো, আমাদের তলোয়ার বজ্রের মত, আমাদের হৃদয় পর্বতের মত কঠিন এবং আমাদের সেনারা বালুর মত অগণিত। দুর্গ আমাদের আটকাতে পারবে না, কোন সেনাবাহিনী আমাদের থামাতে পারবে না। আল্লাহ্র কাছে আপনার দো‘আ আমাদের বিরুদ্ধে কাজে আসবে না। কারণ আপনারা হারাম ভক্ষণ করেন, কথা বলার সময় ছাড় দেন না, ওয়াদা এবং কসম ভঙ্গ করেন। আপনাদের মাঝে অবাধ্যতা ও নাফারমানী ছড়িয়ে পড়েছে। লাঞ্ছনা ও অবমাননার দুঃসংবাদ গ্রহণ করুন। (আল্লাহ্র বাণী) ‘সুতরাং আজ তোমাদেরকে হীনকর শাস্তির বদলা দেওয়া হবে এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে দম্ভ করতে এবং তোমরা পাপাচার করতে’ *(আহকাফ ৪৬/২০)*। আর অত্যাচারীরা সত্বর জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কিরূপ! *(আশ-শু‘আরা ২৬/২২৭)*।

যে আমাদের সাথে যুদ্ধ চাইবে সে অনুতপ্ত হবে। আর যে আমাদের থেকে নিরাপত্তা চাইবে সে নিরাপদ হবে। যদি আপনি আমাদের শর্ত গ্রহণ করেন এবং আনুগত্য করেন তাহ’লে আপনি সে সকল সুযোগ-সুবিধা পাবেন যা আমরা পেয়ে থাকি। আর যদি অবাধ্যতা করেন তাহ’লে ধ্বংস হয়ে যাবেন। স্বহস্তে নিজেদের ধ্বংস করবেন না। সচেতনদের সতর্ক করা হ’ল। আপনাদের নিকট প্রতীয়মান যে, আমরা কাফির। আর আমাদের নিকট স্পষ্ট যে, আপনারা ফাজের (পাপী)। আমরা আপনাদের উপর এমন একজনকে কর্তৃত্ব দিয়েছি যার পূর্ব থেকে অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং সে তার কর্মস্পিপ্রহায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আপনাদের বিশাল সংখ্যক সৈন্য আমাদের নিকট সামান্য। আপনাদের প্রভাবশালীরা আমাদের কাছে পদদলিত। ছল-চাতুরী না করে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠা এবং এর অনিষ্টতা পৌঁছার পূর্বে দ্রুত আপনার জবাব দিন। তখন আমাদের থেকে কোন সম্মান, মর্যাদা ও সুরক্ষা পাবেন না। আমাদের থেকে ভয়ংকর দুর্যোগ দেখতে পাবেন। আপনাদের থেকে দেশ শূন্য হয়ে যাবে। আমরা যখন সংবাদ পাঠাই তখন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিই। আপনাদের সতর্ক করে জাগ্রত করেছি। এই মুহূর্তে আপনি একমাত্র শত্রু, যার বিরুদ্ধে আমরা অগ্রসর হয়েছি। আপনাদের ও আমাদের মধ্যে যারা হেদায়াতের অনুসরণ করে, তাদের যারা ধ্বংসলীলার পরিণতিকে ভয় করে তাদের উপর এবং মহান শাহানশাহের যারা অনুসরণ করে তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হৌক’।[৪]

পত্রের ভাষা প্রমাণ করে যে, সেটি কেবল তাতার নেতা হালাকু খান বা কাতবুগার একক কোন উক্তি ছিল না, বরং দিমাশক ও হালবের মুসলিম নেতা যারা তাতারদের নিকট নিজেদের বিক্রয় করে দিয়েছিল তাদের সংযোজিত পত্র। এই সুবিধাবাদী নেতারা হালাকু খানের নেতৃত্বকে সমর্থন জানিয়ে নিজেরা সুবিধা ভোগ করছিল। আর তাদের সহযোগিতায় তাতার সৈন্যরা বহু মুসলিমকে হত্যা করেছিল। যুগে যুগে মীরজাফরের মত এরা সুবিধাবাদী ছিল। যারা ব্যক্তিস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে মুসলিম জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। যদিও তারা পরবর্তীতে একই পরিণতি ভোগ করেছিল।

উক্ত পত্র পাওয়ার পর সুলতান কুতুয দেশের আলেম-ওলামা এবং অভিজ্ঞ নেতাদের ডেকে পরামর্শ সভায় বসেন। সেখানে প্রখ্যাত বিদ্বান ইযযুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম (১১৮১-১২৬২খৃ.)ও উপস্থিত ছিলেন। তার নিকটে যুদ্ধের ব্যাপারে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ চাওয়া হ’লে তিনি বলেন,

إذا طرق العدو البلاد وجب على العالم كلهم قتالهم، وجاز أن يؤخذ من الرعية ما يستعان به على جهازهم، بشرط ألا يبقى في بيت المال شيء، وأن تبيعوا ما لكم من الحوائص والآلات، ويقتصر كل منكم على فرسه وسلاحه، وتتساووا في ذلك أنتم والعامة، وأما أخذ الأموال العامة مع بقاء ما في أيدي الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا.

‘যখন শত্রুরা রাষ্ট্রকে পদদলিত করে তখন সকল আলেমের জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। আর

৪. *মাকরেযী, আস-সুলূকু লি মারিফাতি দুয়ালিল মুলূক ১/৫১৪-১৫*।

বায়তুল মালে কোন সম্পত্তি অবশিষ্ট না থাকলে সৈন্যদের প্রস্তুতির জন্য জনগণের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ গ্রহণ করা জায়েয। আর আপনাদের যা কিছু সম্পদ ও যন্ত্রপাতি আছে তা বিক্রি করুন এবং আপনাদের প্রত্যেকেই তার ঘোড়া ও অস্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকুন। এই নিয়ে এবং সাধারণ জনতাকে সাথে নিয়ে আপনি অগ্রসর হৌন। তবে সৈন্যদের হাতে বিলাসবহুল অস্ত্র ও সম্পদ থাকা অবস্থায় জনগণের সম্পদ সরকারী তহবিলে নেওয়া যাবে না'।[৫]

অন্যদিকে সেনাপতি যাহের বাইবার্সও যুদ্ধের পরামর্শ দেন। অবশেষে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বাইবার্স কাতবুগার দূতদের হত্যারও পরামর্শ দেন। সুলতান কুতুয বাইবার্সের পরামর্শ পসন্দ করেন এবং বৈঠকের পর রাতেই কাতবুগার চারজন দূতকে হত্যা করে হালাকু খানের পত্রের জবাব দেন। দূতদের কাটা মাথা কায়রোর বাবে জুলাইলার ফটকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।[৬]

তাতার নেতা বারাকাহ খানের সহযোগিতা :

যুদ্ধের পূর্বে সুলতান বাইবার্স (بِيبَرْسُ) অন্যতম তাতার নেতা বারাকাহ খানের সহযোগিতা চেয়ে পত্র লিখেন। পত্র প্রাপ্তির পর বারাকাহ খান সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে বাইবার্সকে পত্র লিখেন। সাথে তার সৈন্যদের গোপনে মুসলমানদের সাথে যোগদান করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। আইনে জালূতে অনেক তাতারী সৈন্য মুসলমানদের হয়ে হালাকু খানের সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। বারাকাহ খান পত্রে লিখেন,

'ইসলামের প্রতি আমার ভালোবাসা সম্পর্কে আপনি জানেন। হালাকু খান মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে সেটিও আপনি জানেন। আপনি একদিক থেকে এগিয়ে আসুন আর আমি আরেক দিক থেকে এগিয়ে যাব। এভাবে আমরা তাদেরকে পিষে মারব বা শহর থেকে তাড়িয়ে দিব। আর হালাকু খানের হাতে যে রাজ্যগুলো ছিল তার সবগুলো আপনাকে দিয়ে দিব। সুলতান যাহের বাইবার্স এই পত্রের নির্দেশনার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।[৭] তিনি বারাকাহ খানের আচরণে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তার বড় ছেলের নাম রেখেছিলেন বারাকাহ খান। উল্লেখ্য যে, চেঙ্গীস খানের অন্যতম নাতি ও তাতার নেতা বারাকাহ খান ইতিপূর্বে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং খলীফা মুসতা'ছিম বিল্লাহ্‌র হাতে বায়'আত নেন। হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ আক্রান্ত হ'লে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং চাচাত ভাই হালাকু খানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সাথে সাথে তিনি তৎকালীন তাতার সম্রাট মংকে খানের নিকট পত্র লিখেন। তিনি তাতে বলেন, সে (হালাকু খান) মুসলিমদের সব শহরে হামলা করেছে এবং খলীফাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ্‌র সাহায্য নিয়ে আমি তার কাছ থেকে এসব নির্দোষ মানুষের রক্তপাতের হিসাব আদায় করব।[৮] পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে বারাকাহ খানের সৈন্যরা হালাকু খানের সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে দুর্বল করে ফেলেন। আইনে জালূতের বিজয় তার অন্যতম ফলাফল।

যুদ্ধের ঘটনা প্রবাহ :

চেঙ্গীস খানের উত্তরসূরী মংকে খানের মৃত্যুর ফলে ভাই হালাকু খানসহ অন্যান্য নেতৃস্থানীয় তাতার সেনাপতিরা নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য মঙ্গোলিয়ার রাজধানী কারাকোরাম ফিরে আসেন। হালাকু তার বাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে তার সাথে নিয়ে যান। অন্য সৈন্যদের কমান্ডার হিসাবে রেখে যান কাতবুগাকে। তাতারদের প্রতিহত করার জন্য সুলতান সাইফুদ্দীন কুতুয দ্রুত একটি বাহিনী গঠন করে প্রথমে ফিলিস্তীনের দিকে অগ্রসর হন। পরে শা'বান মাসে মিসরীয়রা দলবল নিয়ে তাতারদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদের আগমনের পূর্বে তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে প্রতিহত করা। ইমাম ইবনু কাছীর (রহঃ) সুলতান কুতুযের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে বলেন, بادرهم قبل أن يبادروه وبرز إليهم وَأَقْدَمَ عَلَيْهِمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدِمُوا عَلَيْهِ 'তারা তার কাছে আসার আগেই তিনি তাদের কাছে ত্বরান্বিত হ'লেন, তাদের দিকে অগ্রসর হ'লেন এবং তারা আক্রমণ করার পূর্বে তিনি আক্রমণ করলেন।[৯] অভিযানকালে হোমার গভর্নর মানছূর, তার ভাই আফযাল ও যাহের রুকনুদ্দীন বাইবার্স সৈন্যসহ তার সাথে যোগ দেন।

সেনাপতি কাতবুগা সুলতান কুতুযের পরিকল্পনা ও দূত হত্যার কথা জানতে পেরে তার অনুগত হিমছের সান্জাক আশরাফ, মুজীর ইবনুয যাকী ও কাযী মুহীউদ্দীনের সাথে পরামর্শে বসেন। এ সময় সেনাপতি কাতবুগা বিকা'য় (البقاع) অবস্থান করছিলেন। কেউ পরামর্শ দিল যুদ্ধে না জড়ানোর, আবার কেউ হালাকু খানের আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলল। আবার কেউ যুদ্ধ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা ব্যক্ত করল। এই মতভেদপূর্ণ অবস্থায় কাতবুগা যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।[১০] ইতিপূর্বে তাতাররা তাদের বালবিকের শিবির থেকে গাযার দিকে যাত্রা করে। তারা এসময় আক্কাকেন্দ্রিক ক্রুসেডার জেরুজালেম রাজ্যের সাথে মিলে ফ্রাঙ্ক-তাতার মৈত্রী গঠনের চেষ্টা চালায়।

কিন্তু পোপ চতুর্থ আলেকজান্ডার এতে সাড়া দেননি। এছাড়া সাঈদার শাসক জুলিয়ানের কারণে কাতবুগার নাতি মৃত্যুবরণ করে। ফলে দুইপক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। কাতবুগা রাগান্বিত হয়ে সাঈদা আক্রমণ করেন। অন্যদিকে

৫. *জালালুদ্দীন সুয়ূতী, তারীখুল খুলাফা ১/৩৩৪-৩৫।*
৬. *রশীদুদ্দীন হামাদানী, জামে'উত তাওয়ারীখ ২/৩১০-১৪; তারীখে ইবনু খালদুন ৫/৪৩৭।*
৭. *আল-বিদায়াহ ১৩/২৩৮।*
৮. *রশীদুদ্দীন হামাদানী, জামে'উত তাওয়ারীখ ২/৩১৪-১৬।*
৯. *আল-বিদায়াহ ১৩/২২০-২২।*
১০. *যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৪৮/৬১।*

মামলুকরাও তাতারদের বিরুদ্ধে সহায়তার জন্য ক্রুসেডারদের প্রতি বার্তা পাঠায়।

মামলুকরা ফ্রাঙ্কদের দীর্ঘদিনের শত্রু হ'লেও তাতারদের বেশী ক্ষতিকর হিসাবে বিবেচনা করেন। এসময় খৃষ্টানেরা দুই পক্ষের মধ্যে কারো সাথে সরাসরি যোগ না দিয়ে ক্ষতি না করার শর্তে মামলুকদেরকে ক্রুসেড এলাকার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করার সুযোগ দেয়। তাতাররা জর্ডান নদী অতিক্রম করার খবর পাওয়ার পর সুলতান কুতুয দক্ষিণ পশ্চিমে জাজরিল উপত্যকার বাইসানের (بيسان) পশ্চিম পার্শ্বে আইনে জালূতের দিকে অগ্রসর হন। যদিও খৃষ্টানেরা দিমাশকে হামলা চালিয়ে শহরে শহরে ক্রুশ ঝুলিয়ে দেয়। পরে সুলতান বাইবার্স তা দখল করে মুসলমানদের ফিরিয়ে আনেন এবং বিক্ষুব্ধ জনতা মারিয়াম গীর্যা পুড়িয়ে দেয়।[১১]

২৫শে রামাযান ৬২৫ হিজরী। সেনাপতি কাতবুগা ছুবাইবার (الصُّبَيْبَة) শাসক সাঈদ ও হিমছের গভর্নর আশরাফ এবং তাদের সৈন্য নিয়ে বাইসানের পথে এগিয়ে যান। এদিকে সুলতান কুতুয পত্র মারফত আশরাফ ও সাঈদকে তাতারদের পক্ষ ত্যাগ করার আহ্বান জানান। সাথে এই আশ্বাসও দেওয়া হয় যে, তাদেরকে তাদের স্বপদে বহাল রাখা হবে। হিমছের শাসক আশরাফ যুদ্ধের ময়দানে কাতবুগার পক্ষ ত্যাগ করে সুলতান কুতুযের পক্ষে লড়াই করার আশ্বাস প্রদান করেন। এতে সুলতান কুতুযের যুদ্ধে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা আরো বেড়ে যায়।

আইনে জালূতে উভয় দলের সৈন্যরা মিলিত হয়। রামাযান মাসের জুম'আর দিন। রাসূল (ছাঃ)-এর বদর যুদ্ধের ইতিহাসের সাথে অনেকটা মিল। কৌশল হিসাবে সুলতান কুতুয তার বাহিনীর একটি অংশকে স্থানীয় পাহাড়ে লুকিয়ে রাখেন এবং বাইবার্সকে একটি ক্ষুদ্র সেনাদল দিয়ে সামনে পাঠিয়ে দেন। বাইবার্সকে সামনে দেখে কাতবুগা মন্তব্য করে বলেন, إِنْ وَلِّينا كَسَرنا الإِسْلَام 'আমরা বিজয়ী হ'লে ইসলামকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিব'।[১২] উভয়পক্ষ মুখোমুখি হওয়ার পর তাতার সৈন্যদের ফাঁদে ফেলার জন্য বাইবার্স হিট-এন্ড-রান (আঘাত করে পালানো) কৌশল কাজে লাগান। আক্রমণ করে মামলুকরা পালিয়ে যাচ্ছে দেখে তাতার বাহিনী তাদের ধাওয়া করে। তাতার সেনাপতি কাতবুগা এই ফাঁদ বুঝতে না পেরে অগ্রসর হন। এরই মধ্যে পাঁচশত মুসলিম বীর বাইবার্সের সাথে যোগদান করেন। কিছুক্ষণ না যেতেই আরো পাঁচশত সৈন্য যোগদান করেন। অন্যদিকে আত্মগোপনকারী মুসলিম বাহিনী বিভিন্ন দিকে থেকে বেরিয়ে এসে আক্রমণ চালায়। ফলে তাতার বাহিনী চারদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

তাতার বাহিনী বের হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্ট চালায়। সুলতান কুতুয কিছু দূরে তার নিজস্ব সেনাদল নিয়ে যুদ্ধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এসময় তাতার বাহিনী মামলুক বাহিনীর বাম অংশকে প্রায় ভেদ করতে সক্ষম হয়। সুলতান কুতুয এসময় তার যুদ্ধের হেলমেট খুলে ফেলেন যাতে সৈন্যরা তাকে সহজে চিনতে পারে। এরপর তিনি তার সেনাদল নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েন। তাতার বাহিনী পিছু হটে কিছু দূরে গিয়ে সংগঠিত হয়ে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসে। তবে যুদ্ধের ফলাফল মুসলমানদের পক্ষে চলে যায়। সেনাপতি কাতবুগার দেহরক্ষীরা একে একে মারা যায়। কেউ তাকে রেখে পলায়ন করে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে কাতবুগা একাকী হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় সে সুলতান কুতুযের উপর আক্রমণ করে। কিন্তু তাকে প্রায় এক হাযার মুসলিম সৈন্য ঘেরাও করে ফেলে। অবশেষে তিনি মুসলমানদের হাতে বন্দী হন।[১৩]

মৃত্যুর পূর্বে সুলতান কুতুযের সাথে সেনাপতি কাতবুগার কথপোকথন :

বন্দী অবস্থায় সে সুলতান কুতুযকে বলতে থাকে- হে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী বহু মানুষের রক্ত ঝরানোর পর তুমি এখানে? বহু বীর ও সম্মানীদের ওয়াদা দিয়ে ভঙ্গ করেছ। প্রতারণার মাধ্যমে বহু মানুষের বাড়ি-ঘর ধ্বংস করেছ। আজকে যদি আমি তোমার হাতে মারা যাই তা হবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমার পক্ষ থেকে নয়। এই তরিৎ হামলা ও প্রতারণা দ্বারা তুমি ধোঁকা দিবে না। কারণ যখন হালাকু খানের কাছে আমার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছবে তখন তার রাগের সাগর টগবগ করে ফুটবে। আযারবাইজান থেকে মিসরের প্রতিটি স্থানকে তার ঘোড়া পদদলিত করবে। খুব শীঘ্রই তাদের ঘোড়ার পদাঘাতে মিসরের বালি চিকচিক করবে। কাতবুগার মত হালাকু খানের তিন লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য রয়েছে। তুমি যদি আমাকে হত্যা কর তাহ'লে একজন মাত্র কমে যাবে। এর জওয়াবে সুলতান কুতুয বলেন, তোমার অশ্বারোহী সৈন্যদের নিয়ে তুমি গর্ব করো না। কারণ তারা ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে তাদের কার্যকলাপ পরিচালনা করে। বুদ্ধিমত্তা ও বীরত্বের মাধ্যমে নয়। যেমন রুস্তম বিন দাস্তান ছিল।

উত্তরে কাতবুগা বলে, إني كنت عبداً للملك ما حييت ولست مثلك ماكراً وغادراً، 'আমি যতদিন জীবিত ছিলাম মালিকেরই (তাতার রাজার) দাস ছিলাম। তোমার মত প্রতারক ও ধোঁকাবাজ ছিলাম না। এই কথা শোনার পর সুলতান কুতুয তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। সৈন্যরা তার দেহ থেকে মাথাকে আলাদা করে দেয়। এ সময় তার ছেলেকে বন্দী করা হয়। এই অঞ্চলের তাতার বাহিনীর প্রায় সম্পূর্ণ অংশ ধ্বংস হয়ে যায়। যারা অস্ত্রের আঘাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল তারা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। মুসলমানরা তাদের ধাওয়া করে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এমনকি তাদের খাবার ও অন্যান্য মাল-সামান আগুনের গোলা মেরে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। কিছু সৈন্য পূর্বদিকে পলায়ন করে। তাদের

---

১১. *যাহাবী, আল-ইবারু ফী খাবরি মিন গুবার ৩/২৮৮।*
১২. *যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৪৮/৬১।*
১৩. *রশীদুদ্দীন হামাদানী, জামে'উত তাওয়ারীখ ২/৩১৪।*

ধাওয়া করতে সুলতান কুতুয অন্যতম সেনাপতি বাইবার্সকে প্রেরণ করেন। অন্যদিকে তাতার বাহিনীর সহযোগী হিমছের গভর্নর আশরাফ মূসা আত্মসমর্পণ করে ও সুলতান কুতুযের নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। সুলতান তাকে নিরাপত্তা দান করেন এবং হিমছের গভর্নর হিসাবে স্বপদে বহাল রাখেন। ছুবাইবার শাসক সাঈদকেও বন্দী করা হয়। তাকে সুলতান কুতুযের নিকট আনা হ'লে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রক্তপাতের অপরাধে তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেন।[১৪]

ঐতিহাসিক আবু শামাহ বলেন, ২৭শে রামাযান রাতে আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, মুসলিম সৈন্যরা ২৫শে রামাযান জুম'আর দিনে আইনে জালূতে তাতারদের সাথে যুদ্ধে মিলিত হন এবং তাদের উপর আক্রমণ করে তাদের হত্যা করেন। তারা সেনাপতি কাতবুগাকে হত্যা করেন এবং তার ছেলেকে বন্দী করেন।[১৫]

হাত কামান বা আগুনের গোলা ব্যবহার হয়েছে এমন যুদ্ধসমূহের মধ্যে আইনে জালূতের যুদ্ধ অন্যতম প্রাচীন যুদ্ধ হিসাবে উল্লেখযোগ্য। তাতারীয় ঘোড়া ও অশ্বারোহীদের মধ্যে আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য মামলুকরা এসমস্ত বিস্ফোরক ব্যবহার করে। পরবর্তীকালে আরব রসায়ন ও সামরিক নিয়ম-কানূনে বিস্ফোরক হিসাবে বারুদ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৬]

যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থা :

যুদ্ধ শেষে সুলতান কুতুয হোমার শাসক মানছূরকে হোমা ও বারীনের শাসক বানিয়ে দেন। সাথে সাথে তাকে মাআর্রা শহর ফিরিয়ে দেন। এরপরে সুলতান কুতুয, সৈন্যদের সাথে নিয়ে দিমাশকে প্রবেশ করেন। দিমাশকে সুলতান কুতুযের প্রবেশ ও এই বিজয়ে মুসলমানদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। কারণ তারা তাতারদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রাপ্তির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গিয়েছিল। আর এই সময় অধিকাংশ আরব ভূমি তাতারদের অধীনে চলে গিয়েছিল। তিনি সিরিয়াতে গিয়ে তাতারদের সাথে সংশ্লিষ্ট বহু মানুষকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করেন। যাদের মধ্যে হোসাইন আল-কুরদী ও নাছের ইউসুফ অন্যতম ছিলেন।[১৭] অন্যদিকে বাইবার্স হালবের দিকে রওয়ানা দেন এবং হালব থেকে তাতারদের বিতাড়িত করেন। সুলতান কুতুয তাকে হালবের শাসক বানানোর ওয়াদা করেছিলেন। সুলতান কুতুয হালবেও যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাইবার্স তা অপসন্দ করলে তিনি মিসরে ফিরে যান।

কাতবুগার মৃত্যুতে হালাকু খানের প্রতিক্রিয়া :

হালাকু খানের নিকট কাতবুগার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যান। আর শোকে বলতে থাকেন, 'তার মত আর একজন খাদেম কোথায় পাব, যে তার মৃত্যুর সময়ে এমন ভাল উদ্দেশ্য এবং এমন দাসত্ব দেখায়?[১৮] হালাকু খান কাতবুগার হত্যার প্রতিশোধ নিতে দ্বিতীয়বার সৈন্য পাঠানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু একদিকে বড় ভাই ও তাতার সম্রাট মংকে খানের মৃত্যু অন্যদিকে চাচাতো ভাই সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী বারাকাহ খানের হুমকির প্রেক্ষিতে সিরিয়া ও মিসরের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা থেকে বিরত থাকেন। আর এভাবেই আরব অঞ্চলে তাতারদের দীর্ঘ অত্যাচারী শাসনের অবসান ঘটে।

উপসংহার :

চীন থেকে আগত তাতাররা খুব অল্প সময়ের মধ্যে পুরো বিশ্বকে তাদের কব্জায় আনতে সক্ষম হয়। তাদের শাসন বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করে। সমরকান্দ, বুখারা, খাওয়ারিযম, আফগানিস্তান, ভারত, রাশিয়া, ইরাক, ইরান এমনকি মুসলিম খেলাফতের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদও দখল করে। বাগদাদের অমূল্য সম্পদ তারা আযারবাইজানে নিয়ে যায়। মুসলমানদের জ্ঞান শূন্য করার জন্য তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। বায়তুল হিকমার অগণিত কিতাবাদি ফোরাত নদীতে নিক্ষেপ করে। অনেক লাইব্রেরী আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধসহ বহু মানুষকে হত্যা করে। বহু বাড়ি-ঘর ও ধন-সম্পদ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। তারা মুসলিম-অমুসলিম কোন পার্থক্য করত না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল জমি-জায়গা ও ধন-সম্পদ। এগুলো দখলে যারা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদেরকেই তারা ধ্বংস করে দিয়েছে। কিন্তু তারা আরব ভূমিতে বেশী দিন টিকে থাকতে পারেনি। তাতার নেতা সম্রাট গাযানের বিরুদ্ধে স্বয়ং ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) আলেম-ওলামাদের সাথে নিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। অন্যদিকে মিসরের প্রখ্যাত আলেম ইযযুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম তাতার নেতা কাতবুগার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। এভাবে তুর্কী নেতা আরতুগ্রুল, তার ছেলে ওছমান, খাওয়ারিযম নেতা জালালুদ্দীনসহ সুলতান বাইবার্স, সুলতান কুতুয এবং অন্যান্য আরব নেতাদের সংগ্রামের ফলে তাতার শাসনের অবসান ঘটে। যদিও বারাকাহ খান ও তাতার নেতা তায়মূর খানের ইসলাম গ্রহণ এদেরকে অনেকাংশে সহায়তা করে।

আইনে জালূতের যুদ্ধ এমন একটি যুদ্ধ ছিল যাতে তাতাররা চরমভাবে পরাস্ত হয়। আর এই পরাজয়ের মাধ্যমে কেবল মিসর নয় বরং সমগ্র আরব বিশ্ব মুক্তি পায় তাতারদের কুশাসনের কবল থেকে। জীবিত তাতার সৈন্যরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে থাকে ইসলামের ছায়াতলে। যে তাতার শাসকদের দিয়ে আল্লাহ বিশ্ববাসীকে আতঙ্কিত করে তুলেছিলেন সেই তাতার নেতাদের দিয়েই আল্লাহ তা'আলা আরব বিশ্বসহ সারা বিশ্বে শান্তির বার্তা পৌঁছে দেন। আর এভাবেই একটি জাতির দীর্ঘ অন্ধকারাচ্ছন্ন শাসনের যবানিকপাত ঘটে। বর্তমান শাসক ও ক্ষমতাশালীদের এই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিৎ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবন পরিচালনা করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

১৪. *রশীদুদ্দীন হামাদানী, জামে'উত তাওয়ারীখ* ৩১৪-১৭ পৃ.; *আবুল ফিদা-মুখতাছারু তারীখিল বাশার* ৩/২০৫।
১৫. *যাহাবী, তারীখুল ইসলাম* ৪৮/৬১।
১৬. *রশীদুদ্দীন হামাদানী, জামে'উত তাওয়ারীখ* ২/৩১৪ ।
১৭. *আবুল ফিদা, মুখতাছার তারীখিল বাশার* ৩/২০৫।
১৮. *জামে'উত তাওয়ারীখ* ২/৩১৭।

ছালাতুয যোহা আদায়ে অভ্যস্ত হৌন!

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

নফল ইবাদতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি ছালাত হ'ল 'ছালাতুয যোহা'। এ ছালাত আদায়ের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রভূত নেকী হাছিল করা যায়। রাসূল (ছাঃ) এই ছালাতকে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের ছালাত বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ ছালাতকে ইশরাক্বের ছালাতও বলা হয়। সূর্যোদয়ের পরপরই প্রথম প্রহরের শুরুতে পড়লে 'ছালাতুল ইশরাক্ব' এবং কিছু পরে দ্বিপ্রহরের পূর্বে পড়লে 'ছালাতুয যোহা' বা চাশতের ছালাত বলা হয়।[১] আসুন নিম্নের হাদীছগুলির মাধ্যমে ছালাতুয যোহার অপরিসীম গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে অনুধাবন করার চেষ্টা করি।

▣ আবু যর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আদম সন্তানের শরীরের প্রতিটি অস্থি প্রতিদিন নিজের উপর ছাদাক্বা ওয়াজিব করে। কারো সাক্ষাতে তাকে সালাম দেয়া একটি ছাদাক্বা। সৎ কাজের আদেশ দেওয়া একটি ছাদাক্বা, অন্যায় থেকে নিষেধ করা একটি ছাদাক্বা। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা একটি ছাদাক্বা। নিজ স্ত্রীর সাথে সংগত হওয়াও একটি ছাদাক্বা। তবে চাশতের ২ রাক'আত ছালাত এসব কিছুর পরিপূরক হয়ে যাবে।[২]

▣ আবু বুরায়দা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষের শরীরে তিনশ' ষাটটি জোড়া আছে। প্রত্যেক মানুষের উচিত প্রত্যেকটি জোড়ার জন্য ছাদাক্বা করা। ছাহাবীগণ আবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! কার সাধ্য আছে এ কাজ করার? তিনি বললেন, মসজিদে পড়ে থাকা থুথু মুছে ফেলাও একটি ছাদাক্বা। পথ থেকে কোন কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়াও একটি ছাদাক্বা। কিন্তু তিনশ' ষাট জোড়ার ছাদাক্বাহ দেবার মতো কোন কিছু না পেলে তোমরা যোহার দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিও। সেটাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে'।[৩]

▣ আবুদ্দারদা ও আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তারা বলেন, 'আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে তিনটি কাজের অছিয়ত করেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত তা আমি পরিত্যাগ করব না। তা হ'ল, (১) প্রতি মাসে তিন দিন ছিয়াম পালন করা (২) ছালাতুয যোহা আদায় করা (৩) বিতর ছালাত আদায় ব্যতীত না শোয়া।[৪]

▣ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে ফজরের ছালাত আদায়ের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহ্‌র যিকিরে মশগূল থাকল, অতঃপর (সূর্যোদয়ের পর) দুই রাক'আত ছালাত (ছালাতুল ইশরাক) আদায় করল, তার জন্য একটি পূর্ণ হজ্জ ও একটি পূর্ণ ওমরাহ্‌র নেকী রয়েছে।[৫]

▣ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ছালাতুয যোহা এর প্রতি কেবল সেই যত্নবান হ'তে পারে, যে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। সুতরাং এটাই হ'ল 'ছালাতুল আওয়াবীন' বা আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের ছালাত'।[৬]

▣ একবার রাসূল (ছাঃ) একটি সারিয়া (ছোট যুদ্ধাভিযান) প্রেরণ করলেন। তারা দ্রুত বিজয় লাভ করে অনেক গনীমত নিয়ে ফিরে আসলেন। ফলে লোকজন নিকটবর্তী অভিযান, অধিক গনীমত লাভ ও দ্রুত প্রত্যাবর্তনের কথা বলতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও সংক্ষিপ্ত অভিযান, অধিক গনীমত অর্জন ও দ্রুত ফিরে আসার কথা বলে দিব? তা হ'ল, যে ব্যক্তি ওযূ করে মসজিদে গিয়ে যোহার নফল ছালাত আদায় করবে, সে এর চেয়েও অতি দ্রুত লাভবান হবে, অধিক গনীমত অর্জন করবে ও দ্রুত প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হবে।[৭]

▣ আবুদ্দারদা ও আবু যর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তারা বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে আদম সন্তান! দিনের প্রথম ভাগে আমার জন্য চার রাক'আত ছালাত আদায় কর, আমি দিনের শেষ পর্যন্ত (যে কোন প্রয়োজনে) তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব'।[৮]

▣ ছালাতুয যোহা আদায় করা সুন্নাত। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) ছালাতুয যোহা চার রাক'আত বা কখনো তার চেয়ে বেশী আদায় করতেন।[৯] এই ছালাত বাড়ীতে পড়া 'মুস্তাহাব'। চাশতের ছালাতের সর্বনিম্ন রাক'আত সংখ্যা দুই এবং সর্বোচ্চ আট পর্যন্ত পাওয়া যায়।[১০] এছাড়া এর উপর যত খুশি আদায় করা যায়।[১১] তবে নির্দিষ্টভাবে বার রাক'আত যোহা আদায়ের ফযীলত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ।[১২]

আসুন! আমরা উক্ত ছালাত আদায়ের চেষ্টা করি। ফরয ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে কিছু না কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি বা ঘাটতি আমাদের থেকেই যায়। নফল ছালাতগুলো আমাদের সেসব ঘাটতি পূরণ করবে ইনশাআল্লাহ। ক্বিয়ামতের সেই ভয়াবহতম দিনে যখন সর্বপ্রথম ছালাতের হিসাব নেওয়া হবে সেদিন আল্লাহ তা'আলা ফরয ছালাতের ঘাটতি পুরণার্থে ফেরেশতাদের বলবেন, দেখ তো আমার বান্দার কোন নফল (ছালাত) আছে কি-না'। যদি তার নফল ছালাত থাকে তিনি বলবেন, 'আমার বান্দার ফরযের ঘাটতিকে নফল দ্বারা পূর্ণ কর'।[১৩] আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে অল্প শ্রম কিন্তু অপরিসীম ছওয়াব সমৃদ্ধ এসব ইবাদতগুলোয় অভ্যস্ত হওয়ার তাওফীক দান করুন-আমীন।

---

১. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)', পৃ. ২৫৪।*
২. *মুসলিম হা/৭২০; আবুদাঊদ হা/১২৮৫, সনদ ছহীহ।*
৩. *আবুদাঊদ হা/৫২৪২; মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১৫, ১৩১১।*
৪. *বুখারী হা/১১৭৮, মুসলিম হা/৭২২।*
৫. *তিরমিযী হা/৫৮৬; মিশকাত হা/৯৭১, সনদ হাসান।*
৬. *ত্বাবারাণী, ছহীহ ইবনু খুযায়মা, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭০৩।*
৭. *আহমাদ, ছহীহুত তারগীব হা/৬৬৮।*
৮. *তিরমিযী হা/৪৭৫; মিশকাত হা/১৩১৩।*
৯. *মুসলিম হা/৭১৯।*
১০. *মুসলিম হা/৩৩৬।*
১১. *উছায়মীন, আশ-শরহুল মুমতে' ৪/৮৫।*
১২. *তিরমিযী; মিশকাত হা/১৩১৬, সনদ যঈফ।*
১৩. *আবুদাঊদ হা/৮৬৪।*

আম ও কাঁঠালের উপকারিতা

আমকে বলা হয় ফলের রাজা। আম খেতে ভালোবাসেন না, এমন মানুষ পাওয়া মুশকিল। কেবল স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয় নয়, পাকা ও কাঁচা উভয় আমেই রয়েছে অনেক পুষ্টিগুণ। দু'ধরনের আমই শরীরের জন্য ভালো। আম কাঁচা বা পাকা যা-ই হোক না কেন, পরিমিত গ্রহণ করলে শরীরের ওপর তেমন কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলে না।

আমের উপকারিতা

১. আম অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট উপাদানে সমৃদ্ধ। কিছু সমীক্ষায় দেখা গেছে, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট উপাদান স্তন ক্যানসার ও কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি কমায় এবং কোলন ক্যানসার, স্তন ক্যানসার, লিউকোমিয়া ও প্রোস্টেট ক্যানসার প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এছাড়া এই অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে এবং দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

২. ফলটি ভিটামিন এ, সি এবং ই-এর ভালো উৎস, যা ত্বক ও চুলের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

৩. আমে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম থাকার কারণে ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণসহ হার্ট ভালো রাখে। খাবার পরিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম, পানি, খাদ্য আঁশ ও অন্যান্য উপাদান থাকার কারণে এটি আমাদের পরিপাকতন্ত্রের জন্যও উপকারী।

৪. বেশ কিছু সমীক্ষায় দেখা গেছে, এতে বিদ্যমান ক্যারোটিন গ্রহণ করলে সেগুলো ফুসফুস ও মুখের ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়।

৫. এতে ভিটামিন বি-৬ পাওয়া যায়, যা মস্তিষ্কের কার্যকারিতা ঠিক রাখতে ও কিছু জটিলতা কমাতে সাহায্য করে।

৬. আম তারুণ্য ধরে রাখতে কার্যকর। আমে থাকা ভিটামিন সি কোলাজেনের উৎপাদনে সাহায্য করে। ফলে ত্বক সতেজ ও টান টান হয়।

৭. আমে থাকা বিভিন্ন উপাদান কোলেস্টেরলের ক্ষতিকর মাত্রা কমাতে সাহায্য করে।

৮. ফলটি হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে কার্যকর।

কাঁঠালের উপকারিতা

মৌসুমী ফল কাঁঠালের রয়েছে অনেক পুষ্টিগুণ। এ সময় পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ কাঁঠাল খেলে নানাবিধ উপকার পাওয়া যায়। যেমন:

১. কাঁঠালে থাকা প্রোটিন ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ করে। এতে থাকা ভিটামিন-সি ত্বকের বুড়িয়ে যাওয়া রোধ করে।

২. এতে রয়েছে পটাশিয়াম, ফাইবার ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।

৩. এর মধ্যস্থিত ভিটামিন-এ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

৪. কাঁঠালে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও ফ্ল্যাভোনয়েড ক্যান্সার প্রতিরোধ করে।

৫. কাঁঠালে রয়েছে কার্বোহাইড্রেট ও ক্যালোরি। এজন্য এটি খেলে তাৎক্ষণিক শক্তি পাওয়া যায়। এতে প্রচুর পরিমাণে আঁশ থাকায় হজমের সমস্যা দূর করে।

৬. কাঁঠালে থাকা ক্যালশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম হাড় মযবুত করে ও অস্টিওপোরসিস রোগ প্রতিরোধ করে।

৭. দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে সাহায্য করে কাঁঠাল।

আমের কিছু ক্ষতিকর দিক

অ্যালার্জি বাড়তে পারে : আম খেলে বাড়তে পারে অ্যালার্জি। কারণ আমে প্রোটিন ল্যাটেক্সের মতো উপাদান রয়েছে যা অ্যালার্জি আছে এমন কারো জন্য ক্ষতির কারণ হ'তে পারে।

রক্তে শর্করা বৃদ্ধি তথা ডায়াবেটিস বাড়তে পারে : মিষ্টি এবং সুস্বাদু এই ফলে উচ্চ প্রাকৃতিক চিনি থাকার কারণে এটি দ্রুত চিনির মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রাকৃতিক চিনিও ডায়াবেটিস এবং অন্যান্য জীবনযাত্রার ব্যাধির ক্ষেত্রে সাধারণ চিনির মতোই কাজ করতে পারে। সুতরাং আম খাওয়ার সময় এর পরিমাণের দিকে অবশ্যই নযর রাখতে হবে।

তবে ডায়াবেটিস রোগীরা যে আম খেতে পারবেন না তা নয়। তবে ভরপেট খাওয়ার পরে দুপুরে বা রাতে আম খেলে তার রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়বে। সেক্ষেত্রে হিসাব করে আম খেতে হবে। যেদিন সকালের নাশতায় আম খাওয়া হচ্ছে, সেদিন দুপুরে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে ফেলতে হবে। দেখতে হবে শরীরে জমা অতিরিক্ত ক্যালরি যেন ঝরিয়ে ফেলা যায়। পাকা মিষ্টি আম একজন ডায়াবেটিস রোগী দৈনিক ৩০ থেকে ৪০ গ্রাম খেতে পারেন। মানে প্রতিদিন একটি ছোট আম বা অর্ধেক আম খাওয়া যাবে।

লো-ফাইবার : বিভিন্ন জাতের আমে ফাইবার কম থাকে। কারণ বীজ এবং খোসায় সর্বাধিক পরিমাণে ফাইবার থাকে, যা সাধারণত খাওয়া হয় না। যে কারণে আম হজম প্রক্রিয়ায় সাহায্য নাও করতে পারে। তাই হজম প্রক্রিয়াকে মসৃণ করতে আমের সাথে ফাইবার সমৃদ্ধ উপাদান যুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

ওযন বৃদ্ধি : একসঙ্গে অনেকগুলো আম খেলে ওযন বাড়তে পারে। এর কারণ হ'ল অন্যান্য খাবারের তুলনায় আমে ফাইবার কম, প্রাকৃতিক শর্করার পরিমাণ বেশী এবং ক্যালোরি বেশী, যা ওযন বাড়াতে পারে। তাই ওযন কমানোর প্রচেষ্টায় থাকলে আম খাওয়ার বিষয়ে সতর্ক হ'তে হবে।

পেটের সমস্যা হ'তে পারে : অতিরিক্ত আম খেলে তা পেটের সমস্যার কারণ হ'তে পারে। কারণ এতে গাঁজনযোগ্য কার্বোহাইড্রেট রয়েছে, যা ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোম (আইবিএস) বাড়াতে পারে এবং পাচনতন্ত্রকে বিপর্যস্ত করতে পারে।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

পথের সন্ধান

-মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন
ইবরাহীমপুর, কাফরুল, ঢাকা।

হে আল্লাহ! তুমি মোরে দাও পথের সন্ধান
যে পথ দেখায় মোরে সত্য সুন্দর ঈমান।
যে পথে শোনা যায় জীবনের জয়গান
ছালাতের আহ্বান মুওয়াযযিনের আযান।
পথহারা পথিকেরা সব হারায় ঈমান
জাহান্নামের পথের দিকে হয় ধাবমান।
হে আল্লাহ! এই জীবনতো ফুলশয্যা নয়
আখেরাতের জীবন যেন সুখময় হয়।
বাঁচিয়ে রাখ মিসকীনের মতো এ জীবন
মিসকীন অবস্থায় দিও আমায় মরণ।
শেষ বিচারে তাদের দলে করিও বরণ
জান্নাতের স্বাদ যাতে করি আমি আস্বাদন।
মন্দকাজে লজ্জা যার নেই তার অপমান
নেক কাজে খুশী যারা তারা ভাগ্যবান।

হকপন্থী কে?

-মুহাম্মাদ লিটন আহমাদ
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

যুগের পর যুগ আসবে বাড়বে ফিৎনা-ফাসাদ,
ঐ সময়ে কুরআন-সুন্নাহ ধরবে যে, সেই পাবে নাজাত।
এইতো হ'ল সেই সময়, দলের শেষ নাই,
ইসলাম হ'ল সঠিক দল, ভুলে গেছে সবাই।
মগ্ন মানুষ খাম্বা পূজায় মাযার পূজাতে,
বিশ্ববাসী ডুবে গেছে শিরক ও বিদ'আতে।
বিশ্ব গেছে আমিও যাব এটা সঠিক নয়,
নাজাত পেতে কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধর সবাই।
জান্নাতে যাবে শোন এক হাযারে একজন,
ইহকালে কম হবে তাই নেককার জনগণ।
হতাশ হওয়ার নেই কিছু জেনে রাখ ভাই
আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত ছাড়া
পৃথিবীতে হকপন্থী কেউ নাই।

পুরুষ

-কেশব লালশীল
বড়গলি, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

বিশাল এই জনারণ্যে পুরুষ সেই জন,
দৃঢ় চরিত্র যার কঠোর সংযম।
স্থির চিত্ত সদা যে অবিচলিত মন,
সুখে-দুঃখে সমভাব নির্ভিক চলন।
পরের অকল্যাণে বড় মর্মাহত হয়,
হিংসা-দ্বেষ কভু নেই নির্মল হৃদয়।
রিপুর তাড়নে নয় পরাজিত মন,
ক্ষমা গুণ তার মাঝে রয় সর্বক্ষণ।
সদা সত্য ন্যায়নিষ্ঠ করে সুবিচার
তাপি জন শান্তি পায় সংস্পর্শে তার।
দেহ প্রকোষ্ঠে যার জ্ঞান দ্বীপ জ্বলে
মহামতি সেইজন পুরুষ তারে বলে।

মহান ত্যাগের কুরবানী

-মুহাম্মাদ মোবারক হোসাইন
অচিনতলা, রাজশাহী।

বছর ঘুরে আবার এলো মহান ত্যাগের কুরবানী
মুসলমানদের প্রতি এটা আল্লাহ পাকের মেহেরবানী।
ইবরাহীম নবী আদিষ্ট হ'লেন পুত্র করতে কুরবানী
একমাত্র সেই পুত্র ছিল পিতা-মাতার নয়নমণি।
সেই পুত্র করতে যবেহ হ'লেন নবী আগোয়ান
ইবলীস শয়তান নানাভাবে করে তাঁকে পেরেশান।
মন পরীক্ষা করলেন শুধু বিশ্বপালক মহামহিম
সেই পরীক্ষায় করলেন পাস সফল নবী ইবরাহীম।
পাশ করলেন ইবরাহীম, পশু হ'ল কুরবান
মানুষের প্রতি আল্লাহপাক কত বড়ই মেহেরবান!

আল্লাহকে স্মরণ করি

-আব্দুস সাত্তার মণ্ডল
পুঠিয়া, রাজশাহী।

কার ইশারায় চলছে এই মাটির দেহখানা?
সেই কথাটি ভাবতে গেলে হয় যে জীবন ফানা।
সৃষ্টির সেরা মানব জাতি রহমত আল্লাহ্র
স্বীকার করেন তারাই শুধু যারা ঈমানদার।
আল্লাহ্র সৃষ্টি দেহখানা নেই যে শক্তি তার
চলতে পারে শুধু সে যে নে'মত আল্লাহ্র।
ভুলে থাকে আল্লাহকে যারা শক্তির বড়াই করে
পাবে না যে রেহাই তারা শাস্তি হবে পরে।
দু'দিনের এই খেলাঘর কিছুই থাকবে না
স্বপ্নের মত ভেঙ্গে যাবে সব বালাখানা।
নবী-রাসূল উপদেশ দেন চলতে সঠিক পথে
অবহেলা করছে সবাই চলছে বিপথে।
স্মরণ করি আল্লাহ্র বাণী নাজাতের আশায়
দু'হাত তুলে ক্ষমা চাইবো কেঁদে বুক ভাসাই।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন' চায় এমন একটি ইসলামী সমাজ যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ।

স্বদেশ

বাঘ ইকো ট্যাক্সি : চালু হতে যাচ্ছে দেশে উৎপাদিত প্রথম বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার

বিদ্যুৎচালিত এই গাড়িটি প্রায় শব্দহীন। অন্যদিকে, এর অভ্যন্তরীণ বায়ুচলাচল ব্যবস্থা এবং ফ্যান এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে ভেতরের তাপমাত্রা কখনোই ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি না হয়। শিগগিরই চালু হতে যাচ্ছে এমনই একটি পরিবেশবান্ধব পরিবহন ও দেশে উৎপাদিত প্রথম বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার 'বাঘ ইকো ট্যাক্সি'। বাঘ মোটরসের মালিক কাজী জসীমুল ইসলাম জানান, উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরি নিরাপদ এই গাড়ির দাম ৬ লাখ ২৫ হাযার টাকা। এর জন্য পৃথক একটি রাইড-শেয়ারিং অ্যাপ্লিকেশন চালু করার কথা চিন্তা করা হচ্ছে।

জসীমুল ইসলাম জানান, পরিবেশবান্ধব ডুয়াল পাওয়ার-ব্যাটারী এবং সৌরচালিত থ্রি-হুইলারটি যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাদের জন্য একটি আরামদায়ক বিকল্প হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। গাড়িটিতে নিরাপত্তার জন্য যাত্রীর সিটের সাথে রাখা 'প্যানিক বাটন'। এই বাটনে চাপ দিলে তৎক্ষণাৎ গাড়ির গতি ঘণ্টায় পাঁচ কিলোমিটারে নেমে আসবে।

এতে রয়েছে নিরাপত্তা ক্যামেরাও; যা একটি কেন্দ্রীয় সার্ভারে সমস্ত ভিডিও রেকর্ড ও সংরক্ষণ করবে। এছাড়া রয়েছে রিয়াল-টাইম জিপিএস ট্র্যাকিং সিস্টেম, ড্যাশবোর্ড মনিটরিং সিস্টেম, চুরি-বিরোধী প্রযুক্তি সহ আরো অনেক বৈশিষ্ট্য।

এছাড়া যাত্রীরা সবসময়ের জন্য পাবেন আনলিমিটেড ইন্টারনেট পরিষেবা। সাথে ফোন বা ল্যাপটপের ব্যাটারী শেষ হয়ে গেলে পাওয়া যাবে চার্জ দেওয়ার সুব্যবস্থা। আছে একটি ট্যাবলেটও, যা বিনোদন বা অফিসিয়াল কাজের জন্য ব্যবহার করা যাবে।

পরিবেশবান্ধব এই গাড়িটি লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারীতে চলবে, যা প্রায় সাত বছর স্থায়ী হয়। এছাড়া এর সাথে সংযুক্ত সোলার প্যানেল দিয়ে গাড়িটি দিনের বেলা ৪০ কি.মি. চলবে।

ট্যাক্সিগুলো চলতে খরচ হবে অনেক কম। প্রতি কিলোমিটারে গাড়িটি চলতে খরচ হ'তে পারে ১.৩৩ টাকারও কম। এছাড়া গাড়ির ৬০ ভোল্টের ব্যাটারী সম্পূর্ণ চার্জ হ'তে মাত্র ১৫ মিনিট সময় লাগবে।

আদালতের রায়ে ৪৫ দম্পতির মুখে হাসি

সুনামগঞ্জের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক যাকির হোসাইনের উদ্যোগে ভাঙনের হাত থেকে রেহাই পেল ৪৫ দম্পতির সংসার। গত ৮ই জুন বুধবার দুপুরে ব্যতিক্রমী এক রায়ে তিনি এসব দম্পতিকে ফিরিয়েছেন নিজ সংসারে। যৌতুক, নির্যাতনসহ পারিবারিক ঝামেলা নিয়ে স্বামীদের বিরুদ্ধে আদালতে পৃথক মামলা করেছিলেন এসব নারী। অভিযোগ আপসে নিষ্পত্তি হওয়ায় আসামীদের মামলার দায় থেকে অব্যাহতি দেন বিচারক। রায়ের পর আদালতের কর্মীরা ফুল দিয়ে এবং মিষ্টি খাইয়ে শুভেচ্ছা জানান এসব দম্পতিকে।

আইনজীবী কানিয সুলতানা বলেন, এসব রায় উদাহরণ। এই আদালতের সম্মানিত বিচারক এর আগেও একইভাবে বেশ কিছু মামলার রায় দিয়েছেন। অনেক সংসার ভাঙন থেকে রক্ষা করেছেন। উক্ত বিচারক উপরোক্ত ৪৫ টি মামলা ছাড়াও গত ১ বছরে আপসে নিষ্পত্তির মাধ্যমে মোট ১০৪ দম্পতির সংসার জোড়া লাগিয়ে দিয়েছেন।

এসব মামলার নিষ্পত্তির শর্তে বলা আছে, স্বামী-স্ত্রী সন্তানসহ পরিবারের অন্যদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখা, স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া; মনোমালিন্য, বিরোধ দেখা দিলে নিজেরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাধান করা, স্ত্রীকে নির্যাতন না করা, যৌতুক না চাওয়া ইত্যাদি।

আদালত প্রাঙ্গণে আখতার মিয়া ও নাজীবা বেগম দম্পতি জানান, তাঁদের বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছর আগে। স্বামী প্রায়ই পিতার বাসা থেকে টাকা এনে দিতে বলে মারধর করতেন। অতিষ্ঠ হয়ে তিনি মামলা করেছিলেন। এখন মিটমাট হয়েছে। তিনি আদালত থেকেই স্বামীর ঘরে ফিরে যাবেন। স্বামী আখতার মিয়া বলেন, 'এত দিন যা করছি, সেটা ঠিক করিনি। আজ থেকে আর কোন ঝগড়া করব না। মিলেমিশে থাকব। আদালতের রায়ে আমরা অনেক খুশী।

[বিচারককে অসংখ্য ধন্যবাদ! ভাঙ্গা সংসার জোড়া লাগানোই ইসলামের কাম্য। আমরা তাঁর জন্য প্রাণভরে দো'আ করছি। তিনি যেন এই নীতির উপর আমৃত্যু দৃঢ় থাকতে পারেন (স.স.)]

খুব কম সংখ্যক জঙ্গী পেয়েছি, যারা মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ডের : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুয্যামান খান কামাল বলেছেন, মাদ্রাসার দুই-একটি ছাত্র বিপথে গিয়েছিল। এছাড়া আমরা অসংখ্য জঙ্গী ধরেছি। মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ডের খুব কম সংখ্যক জঙ্গী পেয়েছি। গত ১৯শে মে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্বজয়ী হাফেযদের সংবর্ধনা ও জাতীয় হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতা ২০২২ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ দ্বীনি সেবা ফাউণ্ডেশন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যখন সন্ত্রাসী-জঙ্গী আক্রমণে দেশ স্থবির হয়ে যাচ্ছিল। ভয়ানক একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছিল। আমি বলে আসছিলাম এটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। দেশের কেউ এখানে সম্পৃক্ত নয়। মাদ্রাসাগুলোতে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া হয়। সেখানে কোনদিন জঙ্গী তৈরি হ'তে পারে না। আমরা সেটা প্রমাণ করে দিয়েছি।

[ধন্যবাদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে! এক্ষণে সন্দেহবশে গ্রেফতারকৃতদের মুচলেকা নিয়ে দ্রুত মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করুন (স.স.)]

বাড়ছে বিবাহ বিচ্ছেদ : সংসদীয় কমিটির উদ্বেগ ও সুফারিশ

দেশে গত কয়েক বছর ধরে বিবাহ বিচ্ছেদের হার বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সুফারিশ করেছে তারা। গত ২২ শে মে স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। এ ব্যাপারে কমিটির সভাপতি মেহের আফরোয বলেন, বিবাহ বিচ্ছেদ কমিয়ে আনতে কাউন্সিলিংসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের সুফারিশ করেছে কমিটি। বিশেষ করে কর্মজীবী নারীদের জন্য পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যায় তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বৈঠক সূত্র জানিয়েছে, সদ্যবিবাহিত দম্পতিদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সংরক্ষিত আসনের এমপি লুৎফুন নেসা খান বিচ্ছেদের বিষয়টি উত্থাপন করেন। তিনি বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য মাদক, পরকীয়া ও আকাশ সংস্কৃতির বর্তমান পরিস্থিতিকে দায়ী করেন। সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক ও টিকটকের কারণে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয় বলে মন্তব্য করেন এবং একই কারণে পরকীয়া বেড়ে গেছে বলেও মন্তব্য করেন এই এমপি।

লুৎফুন নেসা বলেন, 'এখন দেখা যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় ব্যয় করে। স্বামী-স্ত্রী নিজেরা নিজেদের সময় না দিয়ে অন্য নারী বা পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। এভাবে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে এক সময় সংসার ভেঙে যায়।

বিদেশ

চীনে ইসলাম ধর্মবিশ্বাসের প্রমাণ পেলেই কারাদণ্ড

চীনের প্রত্যন্ত পশ্চিমাঞ্চলের জিনজিয়াং প্রদেশে মুসলিমদের আটক কেন্দ্রে রেখে দেওয়ার গোপন প্রক্রিয়া সম্পর্কে নযীরবিহীন তথ্য সামনে এসেছে। সম্প্রতি চীন সরকারের কম্পিউটার হ্যাক করে সংগ্রহ করা বিপুল পরিমাণ তথ্য বিবিসির হাতে এসেছে। তাতে দেখা গেছে, দেশটির সংখ্যালঘু উইঘুর এবং তুর্কী সম্প্রদায়ের মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের কোন চিহ্ন দেখা গেলে তাদের দীর্ঘ কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ঐ এলাকার পুলিশের কম্পিউটার সার্ভার হ্যাক করে সংগ্রহ করা বিশাল এই তথ্যভাণ্ডারে রয়েছে, জিনজিয়াং-এর চূড়ান্ত গোপনীয়তায় ঢাকা পদ্ধতির একেবারে কেন্দ্রে থাকা হাযার হাযার ফটোগ্রাফ এবং আটক কেন্দ্র থেকে পালানোর চেষ্টা করলেই গুলি করে হত্যার নীতি বিষয়ক নানা সাক্ষ্য-প্রমাণ। এমনকি এসব তথ্য আদান-প্রদানের প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত আছেন স্বয়ং চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংও। ফাঁস হওয়া কিছু কিছু ছবিতে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের দেখা যাচ্ছে, বন্দীদের মাথায় কালো হুড এবং শরীরে শিকল বেঁধে নতি স্বীকারে বাধ্য করার কৌশল প্রয়োগ করতে। এ বছরের গোড়ার দিকে এসব তথ্য হাতে আসলেও গত কয়েক মাস ধরে এসব নথির সত্যতা যাচাই ও অনুসন্ধানের পর সম্প্রতি তা প্রকাশ করা হয়।

[ধিক এই কুখ্যাত চীনা নীতির। এর বিরুদ্ধে মুসলিম বিশ্ব জেগে উঠুক এটাই আমাদের কাম্য (স.স.)]

যুক্তরাজ্যের ২৫ শতাংশ মানুষ এক বেলা কম খাচ্ছে

মূল্যস্ফীতির কারণে বহু দেশ এখন বিপদে। সর্বত্র পণ্যমূল্য বাড়ছে। বিপাকে পড়ছে মানুষ। উন্নত বিশ্বের দেশগুলোও পড়ছে বিপাকে। বাদ পড়েনি যুক্তরাজ্যও। বর্তমানে দেশটির মূল্যস্ফীতি ৩০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এরই মধ্যে বেড়েছে জীবনযাপনের খরচ। ঘর গরম রাখার জন্য যে হিটিং ব্যবস্থা, তাও বন্ধ রাখছেন তিনজনের মধ্যে দু'জন ব্রিটিশ নাগরিক। গাড়ি চালানো কমিয়ে দিয়েছেন ৫০ শতাংশ মানুষ। ২৫ শতাংশ মানুষ কোন কোন বেলা না খেয়ে খরচ বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। ইপসোস নামের জরিপ সংস্থার এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। জরিপে বলা হয়েছে, জীবনযাপনের খরচ অনেকটাই বেড়েছে যুক্তরাজ্যে। অধিকাংশ মানুষ আগামী ছয় মাসে নিত্যপণ্যের মূল্য আরও বৃদ্ধির আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

সম্প্রতি মূল্যস্ফীতির যে তথ্য যুক্তরাজ্য প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, এ বছরের এপ্রিল পর্যন্ত মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৯ দশমিক ১ শতাংশ। ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড বলছে, এ বছরের শেষের দিকে মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশে গিয়ে পৌঁছবে। মূল্যস্ফীতি সামলাতে সরকারের ওপর চাপ বাড়লেও এখনই আরও সহায়তা বাড়াতে চান না অর্থমন্ত্রী ঋষি সুনাক। আগামী শরৎকালে গৃহস্থালি পর্যায়ে বিদ্যুৎ বিল আরেক দফা বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে।

[রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বাঁধিয়ে ফায়েদা লুটতে গিয়ে পশ্চিমা বিশ্ব নিজেরাই এখন ফাঁদে পড়েছে। সেই সাথে রয়েছে অন্যান্য দেশ। অতএব যত দ্রুত সম্ভব যুদ্ধ বন্ধের পদক্ষেপ নিতে হবে (স.স.)]

মুসলিম জাহান

কা'বা প্রাঙ্গনে ৭০ বছর ছালাত আদায়কারী ১১৮ বছর বয়সী আলেমের মৃত্যু

মসজিদুল হারামে ইবাদতের সৌভাগ্য অর্জন একজন মুসলিমের বড় প্রাপ্তি। কিন্তু সেটি যদি হয় জীবনের বড় একটি সময় ধরে তাহ'লে তো কথাই নেই। এমন পরম সৌভাগ্য খুব অল্প মানুষের-ই হয়। তাদেরই একজন শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব। যিনি তার জীবনের ৭০টি বছর মাসজিদুল হারামে ইবাদতে কাটিয়েছেন। এই মহান সৌভাগ্যবান মানুষটিই গত ২৫শে মে ১১৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।* পরদিন বাদ আছর কা'বা প্রাঙ্গনেই তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় সঊদী বাদশাহর পুত্র সুলতান বিন সালমানসহ রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। জানাযা শেষে শায়খ আব্দুল ওয়াহহাবকে মক্কার আল-আদল কবরস্থানে দাফন করা হয়। তার মৃত্যুতে সঊদী আরবের বিশিষ্ট আলেমগণ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

[আমরাও দুঃখিত ও মর্মাহত। আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি (স.স.)]

ওমরাহ পালনে আর এজেন্সীর প্রয়োজন হবে না, অনলাইনেই সঊদী ভিসা মিলবে ২৪ ঘণ্টায়

ওমরাহ পালনের জন্য বিদ্যমান নিয়মে পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়েছে সঊদী সরকার। এখন থেকে ওমরাহ পালন করার জন্য যে কেউ ব্যক্তিগতভাবে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ভিজিট ভিসা দেয়া হবে। সঊদী আরবের হজ্জ ও ওমরাহ বিষয়ক মন্ত্রী ড. তাওফীক আল-রাবিয়াহ এ খবর নিশ্চিত করেছেন। মন্ত্রী আরও বলেন, 'এখন থেকে ওমরা ভিসার জন্য আবেদনপত্র যে কেউ ব্যক্তিগতভাবে সাবমিট করতে পারবেন। তিনি বলেন, সঊদী আরবের ভিশন ২০৩০-এর লক্ষ্য হচ্ছে, অধিক সংখ্যক মুছল্লীর ওমরাহ পালনকে সহজতর করা। এছাড়া ওমরাহ পালনের জন্য ভিজিট ভিসার মেয়াদ হবে ৩ মাস এবং ওমরাকারী সকল মুছল্লী কোন বাধা ছাড়াই সঊদী আরবের যেকোন অঞ্চলে যাতায়াত বা ভ্রমণ করতে পারবেন।

[আলহামদুলিল্লাহ, আমরা অত্যন্ত খুশী। সেই সাথে যাত্রীদের আবাসন সুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের আবেদন জানাচ্ছি। সাথে সাথে বিমানে যাতে মীক্বাতের আধা ঘন্টা পূর্বে সংকেত দেওয়া হয়। সে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়, তার আবেদন জানাচ্ছি (স.স.)]

নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পেলেন পাকিস্তানের ড. আমজাদ ছাকিব

শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন পাকিস্তানে সূদবিহীন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি 'উখুওয়াত ফাউণ্ডেশনে'র প্রতিষ্ঠাতা ড. আমজাদ ছাকিব। দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য তিনি এ মনোনয়ন পেয়েছেন বলে জানা গেছে। খবরে বলা হয়, ২০২২ সালে বিশ্বজুড়ে ৩৪৩ প্রার্থীকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২৫১ জন ব্যক্তি এবং ৯২টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ তালিকায় ড. আমজাদ ছাকিবের নামও রয়েছে।

পাকিস্তানের এ জনহিতৈষী দেশটির বৃহত্তম সূদমুক্ত ইসলামী শরী'আহসম্মত ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের প্রতিষ্ঠাতা। দেশটির বিভিন্ন শহরে ৮০০ শতাধিক শাখা নিয়ে গড়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যন্ত ৩০ লক্ষাধিক মানুষের মধ্যে ৯০ কোটি ডলার বা প্রায় ৮ হাযার কোটি টাকার সূদমুক্ত ঋণ বিতরণ করেছে। ঋণ পরিশোধের হারও প্রায়

১০০ শতাংশ। তবে এর জন্য ঋণগ্রহীতাদের অতিরিক্ত কোন অর্থ বা সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করতে হয় না। কিং এডওয়ার্ড মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্পন্ন করা ড. আমজাদ পাঞ্জাব সরকারের গ্রাম উন্নয়ন ও ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পাঞ্জাব রুরাল সাপোর্ট প্রোগ্রামসহ (পিআরএসপি) সরকারের উচ্চপর্যায়ের বিভিন্ন পদে নিয়োজিত ছিলেন। এসব দায়িত্বে থাকার সময় তাঁর মনে হ'ত দরিদ্রদের চাহিদা পূরণের জন্য বিকল্প পদ্ধতি প্রয়োজন। সে চিন্তা থেকে ২০০৩ সালে সরকারী চাকুরী থেকে পদত্যাগ করেন এবং একই বছর উখুওয়াত প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় দুই দশক সফলতার সঙ্গে কার্যক্রম পরিচালনা করা আখুওয়াত এখন শরী'আহসম্মত ক্ষুদ্রঋণের একটি কার্যকর মডেল উপস্থাপন করেছে, যা খুবই টেকসই বলে প্রমাণিত হয়েছে। সূদ ও জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী চালুর জন্য যে পাঁচ ব্যক্তি র‍্যামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পেয়েছেন, তাদেরই একজন আমজাদ ছাকিব। ঋণের অর্থ বিতরণের জন্য মসজিদকে ব্যবহার করেন তিনি। তার বিশ্বাস মানুষের দয়া ও সংহতির মধ্য দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। উখুওয়াতের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে কাজ করা বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে যুক্ত আছেন তিনি।

নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হওয়ার খবরে ড. আমজাদ বলেন, পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই। পুরস্কার পাওয়ার জন্য আমি কাজগুলো করিনি। এগুলো পুরোপুরিভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য করা। আমার সেবা এ ধরনের পুরস্কারের বাইরে এবং সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য। বিদেশী কেউ হয়তো আমার নাম এই পুরস্কারের জন্য সুফারিশ করেছেন।

[এটি পুরো সূদমুক্ত কি-না আমাদের সন্দেহ আছে। যদি পুরোপুরি সূদমুক্ত হয়, তাহ'লে আমরা এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই (স.স.)]।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ইতিহাসে প্রথমবারের মত কেমো ছাড়াই ওষুধে সারলো ক্যান্সার

ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ক্যান্সার চিকিৎসায় বড় ধরনের সাফল্য পেলেন চিকিৎসকেরা। মলদ্বারের (রেক্টাল) ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগী শুধু ওষুধ সেবনে মাত্র ছয় মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, খুব ছোট পরিসরে ক্যান্সার আক্রান্ত ১৮ জন রোগীকে নিয়ে একটি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল পরিচালনা করা হয়। এসব রোগী ডোস্টারলিম্যাব নামে একটি ওষুধ সেবন করেন এবং ট্রায়াল শেষে দেখা যায়, তাদের টিউমারগুলো পুরোপুরি নেই। খবরে বলা হয়েছে, ডোস্টারলিম্যাব ল্যাবরেটরিতে বানানো অণুসংবলিত একটি ওষুধ, যা মানবদেহে বিকল্প অ্যান্টিবডি হিসাবে কাজ করে। এসব মলদ্বারের ক্যান্সারের ১৮ জন রোগীকে একই ওষুধ দেওয়া হয়। ফলাফলে দেখা যায়, সব রোগীই ক্যানসার থেকে সম্পূর্ণরূপে সেরে উঠেছেন। এসব রোগীর এন্ডোস্কোপি, পজিট্রন ইমিশন টমোগ্রাফি বা পিইটি স্ক্যান এবং এমআরআই স্ক্যানের মাধ্যমে তাদের শরীরে আর কোন ক্যানসার কোষ শনাক্ত করা যায়নি।

নিউইয়র্কের মেমোরিয়াল স্লোন কেটারিং ক্যানসার সেন্টারের ডা. লুইস এ ডিয়াজ জে বলেন, 'ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটল'। ক্লিনিকাল ট্রায়ালের সঙ্গে জড়িত রোগীরা তাদের ক্যান্সার সারাতে পূর্বে কেমোথেরাপি, রেডিয়েশন এবং জটিল অস্ত্রোপচার করেছিলেন। এসব রোগী এই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন মূলত সুস্থ হওয়ার ক্ষীণ আশা নিয়ে। তবে আশ্চর্যজনকভাবে তাদের আর অন্য কোন চিকিৎসার প্রয়োজন হয়নি। ক্যান্সারের নতুন এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ফলাফল চিকিৎসাজগতে বেশ আলোড়ন তৈরি করেছে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কোলোরেক্টাল ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডা. অ্যালান পি. ভেনুক সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, প্রতিটি রোগী এভাবে সেরে ওঠা অভূতপূর্ব। তিনি এই এই গবেষণাকে 'বিশ্বে-প্রথম' বলে অভিহিত করেছেন।

চীনের দৈত্যাকার সিঙ্কহোলে ১৩১ ফুট লম্বা গাছ!

চীনের লেই কাউন্টির একটি গ্রামে ৬৩০ ফুট গভীর একটি দৈত্যাকার সিঙ্কহোল খুঁজে পেয়েছেন প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা। যার ভেতরে প্রায় লুকিয়ে আছে এক অদ্ভুত বন। যেখানে ১৩১ ফুট লম্বা একটি গাছও পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন পিং-ই গ্রামে পাওয়া ঐ সিঙ্কহোলে এমন প্রজাতির কিছু গাছ রয়েছে যেগুলো সম্ভবত আগে দেখা যায়নি। চলতি মাসের শুরুর দিকে গুহা অভিযাত্রী প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা চীনের স্বায়ত্ত্বশাসিত অঞ্চল গুয়াংজি ঝুয়াং-এর বিশাল এই সিঙ্কহোল খুঁজে পেয়েছেন। এটির আয়তন ১০০০/৪৯০ ফুট।

বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, 'এটি একটি বড় আবিষ্কার'। তারা জানান এই সিঙ্কহোলের গোড়ায় পৌঁছানোর আগে তারা কয়েক ঘণ্টা হাইকিং করেছিলেন এবং এ সময় খুঁজে পান তিনটি গুহার প্রবেশপথও। সূর্যের দিকে বেড়ে ওঠা সিঙ্কহোলের তলায় বড় হওয়া গাছগুলো নিয়ে বিস্তৃত হওয়া বনটি 'একটি সুসংরক্ষিত আদিম বন'। গুহা অভিযান দলের নেতৃত্ব দেওয়া বিজ্ঞানী চেন লিক্সিন জানিয়েছেন, সিঙ্কহোলের মেঝেতে ঘন বাড়ন্ত গাছগুলো ৪ থেকে ৫ ফুটের মতো। আর নিচের কিছু গাছ ১৩১ ফুট পর্যন্ত লম্বা। চীনের গুয়াংজি অঞ্চল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য পরিচিত। এর আগে ২০১৬ সালে বিজ্ঞানীরা উত্তর-পশ্চিম চীনের শানসি প্রদেশে বিশ্বের বৃহত্তম সিঙ্কহোলের গুচ্ছ আবিষ্কার করেছিলেন। বিশ্বের গভীরতম আন্ডারওয়াটার সিঙ্কহোলও পাওয়া গেছে দক্ষিণ চীন সাগরে। শুধু এই কাউন্টিতে এ পর্যন্ত ৩০টি সিঙ্কহোল আবিষ্কৃত হয়েছে।

[আল্লাহ্র সৃষ্টি অপার ও অগণিত। গবেষণা যত এগিয়ে যাবে, মানুষ ততই আল্লাহতে বিশ্বাসী হবে এবং তার শক্তিসত্তা সম্পর্কে জানতে পারবে। তিনি বলেন, তাঁর নিকটেই রয়েছে অদৃশ্যের চাবিকাঠি। তিনি ব্যতীত কেউই তা জানেনা (আন'আম ৬/৫৯) (স.স.)]

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া

এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজি: নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- **Normal Delivery** (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (**Ligation**) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার

সিল্ক সিটি ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স

ডক্টরস্ টাওয়ার, (মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে) সিপাইপাড়া, জিপিও-৬০০০, রাজপাড়া, রাজশাহী।

রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে

ফোন : ০৭২১-৭৭০০২৮ মোবা : ০১৩১১-০০৪৮৪৮

সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

সুধী সমাবেশ

বড়গাছি, পবা, রাজশাহী ৮ই জুন বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার পবা উপযেলাধীন বড়গাছি হাট উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এলাকা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুর্রুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, 'আল-আওনে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন ও সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ' রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক আবুল কাসেম, পবা উপযেলা-পূর্ব 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মামুনুর রশীদ ও পারিলা এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন পবা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক।

উল্লেখ্য যে, সুধী সমাবেশের পূর্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আত পবা বড়গাছি এলাকা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ও নওদাপাড়া আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ছাত্র অভিভাবক মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নানের আহ্বানে বড়গাছি বাজারের পার্শ্ববর্তী তালগাছিতে তার মাছ চাষ প্রকল্প পরিদর্শনে যান। সেখানে পৌঁছে তিনি মাছ চাষ প্রকল্প পরিদর্শন শেষে কর্মী ও দায়িত্বশীলদের নিয়ে সংক্ষিপ্ত সভা করেন। অতঃপর জামা'আতের সাথে মাগরিবের ছালাত আদায় এবং রাত্রির খাবার শেষে সেখান থেকে সুধী সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, রাজশাহী-সদর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুর্রুল হুদা, আত-তাহরীক টিভির প্রোগাম পরিচালক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন ও সাংঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির প্রমুখ। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন রাজশাহী-সদর 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ। রাত্রি ১১-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত মারকাযে ফিরে আসেন।

পশ্চিমভাগ বাজার, পুঠিয়া, রাজশাহী ৩০শে মে সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পুঠিয়া উপযেলাধীন পশ্চিমভাগ বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পুঠিয়া উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এস. এম সিরাজুল ইসলাম মাস্টার, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আনোয়ারুল ইসলাম, উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আযাদ ও সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক ইলিয়াসুদ্দীন।

মাহে রামাযান উপলক্ষে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলের অবশিষ্ট রিপোর্ট

৩৪. কাউনিয়া, রংপুর ১২ই রামাযান ১৪ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার কাউনিয়া উপযেলাধীন হারাগাছ সরাই শরীফিইয়াহ জামে মসজিদে রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন' -এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুছতফা সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম।

৩৫. কাউনিয়া, রংপুর ১২ই রামাযান ১৪ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার কাউনিয়া উপযেলাধীন হারাগাছ বায়তুল মা'মূর জামে মসজিদে রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুছতফা সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম।

৩৬. পাবনা ১৩ই রামাযান ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন খয়েরসুতী কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সোহরাব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও 'আল-'আওনে'র প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ।

৩৭. চাঁদপুর ১৪ই রামাযান ১৬ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন ষোলঘর ইক্তেবায়ে সুন্নাহ মাদ্রাসা জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আতাউল্লাহ শরীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

৩৮. মোল্লাহাট, বাগেরহাট ১৪ই রামাযান ১৬ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য সকালে ১০-টায় যেলার মোল্লাহাট থানাধীন নাশুখালী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান।

৩৯. টাঙ্গাইল ১৪ই রামাযান ১৬ই এপ্রিল শনিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলা সদরের উপকণ্ঠে ভবানীপুর-পাতুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে টাঙ্গাইল যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত

প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান।

৪০. কালিগঞ্জ, শেরপুর ১৫ই রামাযান ১৭ই এপ্রিল রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন কালীগঞ্জ দমদমা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী।

৪১. বোদা, পঞ্চগড় ১৫ই রামাযান ১৭ই এপ্রিল রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বোদা উপযেলাধীন বেংহাড়ী মৌলভীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ যয়নুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম।

৪২. মুন্সীগঞ্জ ১৫ই রামাযান ১৭ই এপ্রিল রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার লৌহজং উপযেলাধীন মাওয়া চৌরাস্তা সংলগ্ন যেলা 'আন্দোলন'-এর কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক মুহাম্মাদ ওয়াহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

৪৩. গাযীপুর ১৫ই রামাযান ১৭ই এপ্রিল রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা সদরের মণিপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আসাদুল্লাহ মিলন ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ।

৪৪. বানেশ্বর, পুঠিয়া, রাজশাহী ১৫ই রামাযান ১৭ই এপ্রিল বুধবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১১-টায় যেলার পুঠিয়া উপযেলাধীন বানেশ্বর বাজার গরুহাটা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এস এম সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর।

৪৫. দৌলতপুর, কুষ্টিয়া-পশ্চিম ১৫ই রামাযান ১৭ই এপ্রিল রবিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার দৌলতপুর থানাধীন দৌলতখালী গোডাউন বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মাস্টার আমীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুযযামান ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক নাজমুন নাঈম।

৪৬. খুলনা ১৬ই রামাযান, ১৮ই এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের নবীনগর (গোবরচাকা) মুহাম্মাদিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ এবং ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম।

৪৭. মেলান্দহ, জামালপুর ১৬ই রামাযান ১৮ই এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মেলান্দহ থানাধীন চারাইলদার বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাসঊদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী।

৪৮. জৈন্তাপুর, সিলেট ১৬ই রামাযান ১৮ই এপ্রিল সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার জৈন্তাপুর থানাধীন সেনগ্রাম মুহাম্মাদিয়া দাখিল মাদ্রাসায় সিলেট যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

অতঃপর দিন বাদ যোহর যেলার গোয়াইনঘাট থানাধীন বিত্রিখেল হাওড় মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ফায়যুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

৪৯. মাদারগঞ্জ, জামালপুর ১৭ই রামাযান ১৯শে এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মাদারগঞ্জ থানাধীন নামাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুনযূরুল হক ও সহ-সভাপতি মাসঊদুর রহমান।

৫০. মানিকগঞ্জ ১৭ই রামাযান ১৯শে এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন কেন্দ্রীয় কারাগারের দক্ষিণ পার্শ্বে বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক জামীল আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

৫১. ঈশ্বরদী, পাবনা ১৮ই রামাযান ২০শে এপ্রিল বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ঈশ্বরদী থানাধীন ধুলটি বাজার সংলগ্ন ময়দানে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সোহরাব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর।

৫২. তানোর, রাজশাহী ১৮ই রামাযান ২০শে এপ্রিল বুধবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার তানোর উপযেলাধীন কালীগঞ্জ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক দুর্রুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুর্রুল হুদা ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর।

৫৩. রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১৮ই রামাযান ২০শে এপ্রিল বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার গোমস্তাপুর থানাধীন রহনপুর ডাকবাংলাপাড়া আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসায় চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম।

৫৪. পাংশা, রাজবাড়ী ১৮ই রামাযান ২০শে এপ্রিল বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পাংশা থানাধীন সত্যজিতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

৫৫. লালবাগ, দিনাজপুর-পশ্চিম ১৯শে রামাযান ২১শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার .: অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের লালবাগ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসায় দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ তোফায্যল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক শরীফুল ইসলাম ও 'সোনামণি' রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার সহ-পরিচালক জাহিদুল ইসলাম।

৫৬. মেহেরপুর ১৯শে রামাযান ২১শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা সদরের শাহজীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ তরীকুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।

৫৭. সাতক্ষীরা ১৯শে রামাযান ২১শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা শহরের উপকণ্ঠে বাঁকাল ব্রীজ সংলগ্ন দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা মিলনায়তনে সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম ও খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ।

৫৮. কক্সবাজার ২০শে রামাযান ২২শে এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের হাফেয আহমাদ চৌধুরী জামে মসজিদে কক্সবাজার যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আত-তাহরীক অনলাইন টিভির অনুষ্ঠান পরিচালক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন কক্সবাজার আদর্শ মহিলা কামিল মাদ্রাসার মুহাদ্দিছ মাওলানা মুশতাক আহমাদ মাদানী ও মাওলানা মফীযুর রহমান মাদানী প্রমুখ।

৫৯. কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ ২০শে রামাযান ২২শে এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার কাশিয়ানী উপযেলাধীন বালিয়াডাঙ্গা আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ফরিদপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক আসাদুয্যামান নূর ও ঢাকা কলেজ 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি নাজমুছ ছাকিব।

৬০. নড়াইল ২০শে রামাযান ২২শে এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন আমাদ বাজারে নড়াইল যেলা প্রস্তাবিত 'আন্দোলন' কমিটির উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদর রহমান।

৬১. যশোর ২১শে রামাযান ২৩শে এপ্রিল শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা শহরের আল্লাহ্র দান জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুল আলীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবু তাহের প্রমুখ।

৬২. শৌলমারী, নীলফামারী ২২শে রামাযান ২৪শে এপ্রিল রবিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার জলঢাকা উপযেলাধীন শৌলমারী ডাকালীগঞ্জ বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

৬৩. শরীয়তপুর ২৩শে রামাযান ২৫শে এপ্রিল সোমবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলার পালং থানাধীন বালার বাজার আহলেহাদীছ মসজিদে শরীয়তপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ এবং ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেক ব্যাপারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন।

৬৪. মুন্সিপাড়া, নীলফামারী ২৩শে রামাযান ২৫শে এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের মুন্সিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ মুস্তাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

৬৫. বাংলা হিলি, দিনাজপুর-পূর্ব ২৪শে রামাযান ২৬শে এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার বিরামপুর থানাধীন বাংলা হিলিতে অবস্থিত হিলফুল ফুযূল মাদ্রাসায় যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর।

৬৬. নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৫শে রামাযান ২৭শে এপ্রিল বুধবার : অদ্য বেলা ১১-টায় নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদে রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুর্রুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, প্রচার সম্পাদক ড. সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, নওদাপাড়া মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. আব্দুল হালীম প্রমুখ।

৬৭. পাবনা ২৭শে রামাযান ২৯শে এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন খয়েরসুতী মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সোহরাব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

রামাযানের অন্যান্য রিপোর্ট

ইউসুফপুর, চারঘাট, রাজশাহী ৫ই রামাযান ৭ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার চারঘাট উপযেলাধীন ইউসুফপুর সিপাইপাড়া দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ইউসুফপুর ডিগ্রী কলেজের শিক্ষক ও অত্র মাদ্রাসার সভাপতি অধ্যাপক ওয়ালিউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

আশাশুনি, সাতক্ষীরা ১১ই রামাযান ১৩ই এপ্রিল বুধবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার আশাশুনি থানাধীন গরালী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আশাশুনি উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন।

মাহমূদপুর, সাতক্ষীরা ১৩ই রামাযান ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন মাহমূদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সদর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন।

গাবতলী, বগুড়া ১৫ই রামাযান ১৭ই এপ্রিল রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার গাবতলী থানাধীন মেন্দিপুর চাকলা সালাফিইয়াহ হাফেযিয়া মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানায় এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সদস্য জনাব মামূনুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম।

ভবানীগঞ্জ, বাগমারা, রাজশাহী ১৫ই রামাযান ১৭ই এপ্রিল রবিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার বাগমারা উপযেলাধীন ভবানীগঞ্জ হেলিপ্যাড ময়দান সংলগ্ন এলাকা 'আন্দোলন'-এর কার্যালয়ে রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এস এম সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর।

পার্বতীপুর, দিনাজপুর ১৯শে রামাযান ২১শে এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার পার্বতীপুর উপযেলাধীন ঝাড়ুয়ারডাঙ্গা দারুল হাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসায় উপযেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও অত্র মাদ্রাসার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা, ইফতার মাহফিল ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মনযূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম।

নোয়াখালী ২০শে রামাযান ২২শে এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মাইজদী থানাধীন সাদুরখিল রাজারবাড়ী জামে মসজিদে দারুল ইলম ইসলামী পাঠাগারের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ী মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ।

বাঙ্গাবাড়ী, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২১শে রামাযান ২৩শে এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার গোমস্তাপুর থানাধীন বাঙ্গাবাড়ী দাড়িপাতা আত-তাকওয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বাঙ্গাবাড়ী-আলীনগর এলাকা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। আলীনগর স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ রবীউল আওয়ালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

কলারোয়া, সাতক্ষীরা ২৪শে রামাযান ২৬শে এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার কলারোয়া থানাধীন যুগিখালী দক্ষিণ পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কলারোয়া উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ক্বারী আব্দুল ওয়াজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন।

চোরকোল, ঝিনাইদহ ২৮শে রামাযান ৩০শে এপ্রিল শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন চোরকোল বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে চোরকোল এলাকা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

বন্যাত্রাণ বিতরণ

এ বছর ভারী বর্ষণ এবং উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে ভয়াবহ বন্যায় দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট যেলা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বহু মানুষের বাড়ী-ঘর ভেঙ্গে যায় এবং ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। স্থানীয়দের ভাষ্যমতে ২০০৪ সালের পর এটিই সবচেয়ে বড় বন্যা। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বানভাসি মানুষের সহায়তায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ত্রাণ কর্মসূচী হাতে নেয়। ত্রাণ হিসাবে পানি বন্দী পরিবার সমূহের মধ্যে খাবার প্যাকেট ও পুনর্বাসনের জন্য টিন বিতরণ করা হয়। ৪ ও ৫ই জুন যেলার তিনটি থানার ৮৫৫টি পরিবারের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ত্রাণ বিতরণে কেন্দ্র থেকে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও আত-তাহরীক টিভির অনুষ্ঠান পরিচালক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। বিস্তারিত নিম্নরূপ :

সিলেট ৪ জুন শনিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার জৈন্তাপুর উপযেলাধীন মুহাম্মাদিয়া দাখিল মাদ্রাসা ময়দানে হাজারী সেনগ্রাম, ছোটরী সেনগ্রাম, কাঞ্জর, গরদনা ও আমরপুর গ্রামের ৩৯টি পরিবারের মধ্যে টিন বিতরণ করা হয়। এ সময়ে কেন্দ্রীয় মেহমানগণ ছাড়াও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এ সময়ে কেন্দ্রীয় মেহমানগণ বন্যার্ত ভাই-বোনদেরকে এই বিপদে ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দেন এবং যাবতীয় গোনাহের কাজ পরিহার করে তাকওয়াপূর্ণ জীবন যাপনের পরামর্শ দেন। মাদ্রাসা কমিটির সভাপতি মাষ্টার শফীকুল ইসলাম, সিলেট মহানগর 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক জাবের হোসাইন এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন।

সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে নেতৃবৃন্দ যেলার কানাইঘাট উপযেলাধীন বাঁশবাড়ী তাহিরিয়া সালাফিয়া দাখিল মাদ্রাসায় গমন করেন। সেখানে বেলা ২-টায় ত্রাণ বিতরণ করা হয়। এ সময় ত্রাণ বিতরণপূর্ব সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও বাঁশবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা পুরান ঢাকার বাংলাদুয়ার আহলেহাদীছ জামে মসজিদের সাবেক খতীব ও 'যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাকালীন যুগ্ম-আহ্বায়ক প্রবীণ আলেম মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর ফাগু ও বাঁশবাড়ী গ্রামের বন্যাকবলিত ৭৪টি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী এবং ১৩টি পরিবারের মধ্যে টিন বিতরণ করা হয়। এখানে ত্রাণ বিতরণ শেষে মাদ্রাসা সংলগ্ন জামে মসজিদে যোহর-আছর ছালাত আদায় শেষে স্থানীয় যুবকদের নিয়ে 'যুবসংঘ'-এর কানাইঘাট উপযেলা কমিটি গঠন করা হয়।

অতঃপর প্রস্তাবিত আল-ফালাহ মহিলা সালাফিইয়া মাদ্রাসার পার্শ্ববর্তী ৫০টি পরিবারের মধ্যে এবং তিনচটি নয়াগ্রাম ১৫ পরিবারের এবং গুয়ালজুর দারুল সালাফিইয়া মাদ্রাসায় ২২ পরিবারের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী ও ১০টি পরিবারের মধ্যে টিন বিতরণ করা হয়।

দিন ব্যাপী ত্রাণ বিতরণ শেষে নেতৃবৃন্দ গুয়ালজুর মাদ্রাসার অফিস কক্ষে মাগরিব ও এশার ছালাত জমা-কছর করে আদায় করেন। ছালাত শেষে স্থানীয় মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পরিচয় তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক। অতঃপর 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি হারূণ হোসাইনের পিতা মাওলানা আহমাদ হোসাইনকে দেখতে তার বাড়ীতে গমন করেন। নেতৃবৃন্দ তার শারীরিক খোঁজ-খবর নেন ও সুস্থতার জন্য দো'আ করেন। অতঃপর সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে রাত ১০-টায় তারা সিলেট শহরে ফিরে আসেন।

সিলেট ৫ই জুন রবিবার : অদ্য রবিবার দ্বিতীয় দিনের মত ত্রাণ বিতরণে বের হন নেতৃবৃন্দ। সকাল ৭-টায় রওয়ানা হয়ে প্রথমে জৈন্তাপুর উপযেলাধীন সারীঘাট খাদীজাতুল কুবরা ডিএইচ স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসায় ত্রাণ বিতরণ করেন। সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে গুয়াইনঘাট থানাধীন দক্ষিণ জাফলং ইউনিয়নের কাফাউরা গ্রমে ত্রাণ বিতরণ করেন। কাফাউরা ও পার্শ্ববর্তী ৮টি গ্রামের ৫০০ (পাঁচ শত) বন্যার্ত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এ সময়ে বিপুল সংখ্যক নারী-পুরুষ জমায়েত হয়। নেতৃবৃন্দ তাদের উদ্দেশ্যে নছীহত মূলক বক্তব্য পেশ করেন। সকলকে নিয়মিত ছালাত আদায় এবং শিরক-বিদ'আত সহ যাবতীয় হারাম থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সহ স্থানীয় মেম্বার জনাব আব্দুল করীম ত্রাণ বিতরণে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন।

পরবর্তীতে ১০শে জুন শুক্রবার যেলা নেতৃবৃন্দ কানাইঘাট উপযেলার ভাড়ারী মাটি ও সিলেট মহানগরীর মির্জা জাঙ্গালে ৪৪টি পরিবারের মধ্যে নগদ অর্থ, খাদ্য সামগ্রী ও টিন বিতরণ করেন।

ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ফায়যুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সম্পাদক আব্দুল হাফীয, মহানগর 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক জাবের আহমাদ, যুগ্ম-আহ্বায়ক আব্দুল খালেক আত-তাকওয়া মসজিদের সেক্রেটারী কালাম আহমাদ চৌধুরী, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুর রাযযাক ও সহ-সভাপতি গোলাম আযম, সাধারণ সম্পাদক তুফায়েল আহমাদ ও অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম প্রমুখ।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার উদ্বোধন

সিলেট ৫ই জুন রবিবার : অদ্য বিকাল সাড়ে ৪-টায় সিলেট শহরের প্রাণকেন্দ্র শাহী ঈদগাহ সংলগ্ন ধানসিঁড়িতে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার' উদ্বোধন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ফয়যুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয়

মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও 'আত-তাহরীক টিভি'-এর অনুষ্ঠান পরিচালক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য পেশ করেন 'আত-তাকওয়া' মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার সিলেট'-এর সেক্রেটারী জনাব কালাম আহমাদ চৌধুরী। কেন্দ্রীয় মেহমানগণ তাদের বক্তব্যে বিশুদ্ধ সমাজ গঠনে হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগারের গুরুত্ব তুলে ধরেন। পাশাপাশি আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টার গুরুত্বও তুলে ধরেন।

তা'লীমী বৈঠক

পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ২০শে মে শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার উত্তর পতেঙ্গাস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শেখ সা'দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তা'লীমী বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। উল্লেখ্য যে, তা'লীমী বৈঠকের আগে কেন্দ্রীয় মেহমান ড. সাখাওয়াত হোসাইন উক্ত মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

মসজিদ উদ্বোধন

দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা ২৭শে মে শুক্রবার : অদ্য জুম'আর ছালাতের মাধ্যমে যেলার দর্শনা থানাধীন বড়শলুয়া আল-আকছা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ উদ্বোধন করা হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান ও যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাবীবুর রহমানসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ জুম'আর ছালাতে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, গত এক বছর আগে এটি ওয়াক্তিয়া মসজিদ হিসাবে চালু হয়। সেখানকার কিছু লোক 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত পেয়ে সে অনুযায়ী ছালাত শুরু করলে তাদেরকে স্থানীয় মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া হয়। ফলে তারা বাধ্য হয়ে সেখানে ওয়াক্তিয়া মসজিদ চালু করে ছালাত শুরু করেন। অদ্য সেখানে জুম'আ চালু হ'ল। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক নাঈমুদ্দীন।

মাদ্রাসা উদ্বোধন

জয়রামপুর, চুয়াডাঙ্গা ২৭শে মে শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন জয়রামপুর দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা উদ্বোধন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সহ-সভাপতি বর্তমানে সঊদী প্রবাসী মুহাম্মাদ রোকনুযযামান।

যুবসংঘ

গাযীপুর ২০শে মে শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলা সদরের ছায়াদান হারিকেন রোডস্থ আব্দুস সুবহান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাযীপুর যেলার উদ্যোগে যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। সমাবেশে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক ও আত-তাহরীক টিভির অনুষ্ঠান পরিচালক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম।

সোনামণি

সাতক্ষীরা ১৭ই এপ্রিল রবিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা শহরের উপকণ্ঠে বাঁকাল দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মিলনায়তনে 'সোনামণি' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক আব্দুলাহ জাহাঙ্গীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুজাহিদুর রহমান, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম ও মুহাম্মাদ আবু তাহের।

সাতক্ষীরা ১৮ই এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ ফজর বাঁকাল দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদে 'সোনামণি' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক আব্দুলাহ জাহাঙ্গীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মুহামাদ আযীযুর রহমান, পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি শিমুল হোসাইন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ফাহীম হোসাইন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক তামীম হোসাইন।

আল-'আওন

জয়রামপুর, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ২৭শে মে শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার দামুড়হুদা থানার অন্তর্গত দারুস সুন্নাহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা আল-'আওনে'র উদ্যোগে ডোনার সম্মেলন, সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। যেলা আল-'আওন-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সানোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও 'যুবসংঘ' নওদাপাড়া মারকায এলাকার প্রশিক্ষণ সম্পাদক ফরীদুল ইসলাম। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ১৩ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

রাজপুর বাজার, কলারোয়া, সাতক্ষীরা ২৮শে মে শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর সাতক্ষীরা যেলার কলারোয়া উপযেলাধীন রাজপুর বাজারে অবস্থিত উপযেলা আল-'আওন অফিসে যেলা আল-'আওনে'র উদ্যোগে অত্র অফিস পরিদর্শন উপলক্ষে এক পথসভার আয়োজন করা হয়। যেলা আল-'আওন-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও 'যুবসংঘ' নওদাপাড়া মারকায এলাকার প্রশিক্ষণ সম্পাদক ফরীদুল ইসলাম।

www.at-tahreek.com

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩৬১) : আযান চলাকালে মসজিদে প্রবেশ করলে বা জামা'আত শুরুর পূর্বে তাহিইয়াতুল মাসজিদ পড়ে শেষ করা যাবে না, এমন সময় মসজিদে প্রবেশ করলে বসা যাবে কি? বসলে গুনাহ হবে কি?

-নাঈম, কাহালু, বগুড়া।

উত্তর : 'তাহিইয়াতুল মাসজিদ' দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। সুতরাং মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাক'আত ছালাত আদায় না করে বসবে না *(বুখারী হা/৪৪৪; মুসলিম হা/৭১৪; মিশকাত হা/৭০৪)*। এমনকি জুম'আর খুৎবা চলাকালীন সময়েও কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে রাসূল (ছাঃ) 'তাহিইয়াতুল মাসজিদ' আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন একদিন তিনি খুৎবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় সুলাইক গাত্বফানী (রাঃ) এসে ছালাত না পড়ে বসে পড়েন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, হে সুলাইক! দাঁড়াও এবং সংক্ষেপে দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর *(মুসলিম হা/৮৭৫)*। তবে বাধ্যগত বিষয়টি আলাদা।

প্রশ্ন (২/৩৬২) : হজ্জ করার পূর্বে ওমরা পালন করা যাবে কি?

-নাজমুল হুদা, রেহাইয়ের চর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : হজ্জের পূর্বে ওমরা পালন করা যায়। তবে যদি ওমরা পালনে হজ্জের খরচ বা প্রস্তুতি গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তবে একই সফরে হজ্জ ও ওমরা পালন করা উত্তম। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, আমি কি হজ্জের পূর্বে ওমরা করতে পারি। তিনি বললেন, হ্যাঁ পারবে। রাসূল (ছাঃ) তাঁর হজ্জের পূর্বে তিনবার ওমরা পালন করেছিলেন *(আহমাদ হা/২৫৯৫২; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৫৬৬৩, সনদ হাসান)*। উল্লেখ্য যে, কিছু মানুষের ধারণা হজ্জের পূর্বে ওমরা পালন করলে তা কবুলযোগ্য নয়। এ মর্মে প্রচলিত বর্ণনাটির কোন ভিত্তি নেই *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২১/৫৭)*।

প্রশ্ন (৩/৩৬৩) : আমি একটি স্কুলের সভাপতি। স্কুলের উন্নয়নে নানা পরিশ্রম করতে হয়। এক্ষণে উক্ত খেদমতের ফলে আমার কোন ছওয়াব হবে কি?

-যাকারিয়া, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।

উত্তর : স্কুলে কোন অনৈসলামী কাজ না করার শর্তে উক্ত খেদমত করা যাবে এবং এতে ছওয়াবও পাওয়া যাবে। মানুষের কল্যাণে যে কোন পরিশ্রম বৃথা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয় হ'ল সেই ব্যক্তি যে মানুষের জন্য সবচেয়ে উপকারী *(ছহীহাহ হা/৪২৬)*। তিনি বলেন, 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে ততক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে' *(মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪ 'ইলম' অধ্যায়)*। অতএব যে জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া বা আখেরাতে উপকৃত হয় এমন জ্ঞানের বিস্তারে সহায়তা করলে ছওয়াব পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১২/৭৭)*।

প্রশ্ন (৪/৩৬৪) : বিপদাপদ থেকে মুক্তির জন্য মাইকে কুরআন তেলাওয়াত করা বা আযান দেয়া যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ, মোংলা, বাগেরহাট।

উত্তর : বিপদাপদে মুক্তির জন্য কুরআন তেলাওয়াত বা আযান দেওয়ার কোন দৃষ্টান্ত রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের যামানায় পাওয়া যায় না। বরং কোন মুছীবতে পড়লে ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দোআ'গুলি পাঠ করবে অথবা ছালাতে দাঁড়িয়ে যাবে *(বাক্বারাহ ৪৫; আবুদাঊদ হা/১৩১৯; মিশকাত হা/১৩২৫; ছহীহুল জামে' হা/৪৭০৩)*।

প্রশ্ন (৫/৩৬৫) : আমরা একান্নবর্তী পরিবার। আমার মা ও আমার স্ত্রীর গহনা মিলে সাড়ে সাত ভরির বেশী হয়। এমতাবস্থায় আমাকে যাকাত দিতে হবে কি?

-আবু মু'আয, ফেনী।

উত্তর : যাকাত ফরয হওয়ার জন্য শর্ত হ'ল নিছাব পরিমাণ সম্পদ এক বছর কারো নিজ মালিকানায় থাকা। একান্নবর্তী পরিবার হ'লেও মা, স্ত্রী, সন্তান এবং পরিবারের কর্তা নিজ নিজ সম্পদের মালিক। তারা ব্যক্তিগতভাবে নিছাব পরিমাণ সম্পত্তির অধিকারী হ'লে যাকাত দিবে, অন্যথায় নয়। সুতরাং উল্লেখিত গহনার জন্য যাকাত দিতে হবে না *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/২৪১)*।

প্রশ্ন (৬/৩৬৬) : ত্বাগূত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

-আলফায হোসাইন, পাবনা।

উত্তর : ত্বাগূত শব্দের অর্থ শয়তান, মূর্তি, প্রতিমা। আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-কে বাদ দিয়ে অন্য কারো নিকট থেকে ফায়ছালা গ্রহণ করা বা কারো প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করাই ত্বাগূত। এক কথায় আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে কাউকে মা'বূদ বা উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করাই ত্বাগূতের অনুসরণ *(ইবনু কাছীর, সূরা নিসা ৬০ আয়াতের তাফসীর)*। আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট আমরা রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র দাসত্ব কর এবং ত্বাগূত থেকে বিরত হও' *(নাহল ১৬/৩৬)*। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয় এবং নিঃশর্ত আনুগত্য করা হয় তারাই ত্বাগূত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজে ত্বাগূত অনেক প্রকার। যেমন- (১) শয়তান *(ইয়াসীন ৬০)*, (২) আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয় এবং তাতে যে খুশী থাকে *(আম্বিয়া ২১/২৯)*। (৩) যে নিজেকে অদৃশ্যের খবর জানে বলে দাবী করে *(নামল ৬৫)*। (৪) যে নিজের ইবাদতের জন্য অন্যকে আহ্বান করে। যেমন পীরপন্থী ও কুসংস্কারবাদীরা। (৫) স্বেচ্ছায় আল্লাহ

ব্যতীত অন্যের বিধান দ্বারা ফয়ছালাকারী ব্যক্তি ও শাসক *(নিসা ৪/৬০)*।

প্রশ্ন (৭/৩৬৭) : রুকূ থেকে উঠার পরের দো'আ এবং দুই সিজদার মাঝের দো'আ সরবে না-কি নীরবে পড়তে হবে? জোরে পড়া বিদ'আত বলে গণ্য হবে কি?

-মাহমূদ, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত দো'আগুলি অনুচ্চস্বরে পাঠ করা সুন্নাত। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের প্রভুকে ডাক, বিনীতভাবে ও চুপে চুপে' *(আ'রাফ ৭/৫৫; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৩/২৮৪-৮৫)*। তবে পার্শ্ববর্তী ব্যক্তি কেবল শুনতে পায় এমন শব্দে সিজদা ও রুকূ পরবর্তী দো'আ পাঠ করা যায় *(মুসলিম হা/৪৮৬; নাসাঈ হা/১০৬২; মিশকাত হা/৮৭৭)*।

প্রশ্ন (৮/৩৬৮) : দ্বীনী দাওয়াত আদান-প্রদানের জন্য একটি মেসেঞ্জার গ্রুপ করেছি। যেখানে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও আছে। ফলে বিভিন্ন প্রশ্ন বা অজানা বিষয়ের উত্তর দিতে গিয়ে মেয়েদের সাথেও চ্যাট করতে হয়। এতে গুনাহ হবে কি?

-ক্বামারুয্যামান, ঢাকা।

উত্তর : গোপনীয়তা পরিহার করে গ্রুপে মেয়েদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। তবে সর্বাবস্থায় হৃদয়ের তাক্বওয়া ও ইসলামী পর্দা বজায় রাখতে হবে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/২২৬)*।

প্রশ্ন (৯/৩৬৯) : আমি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। আমার ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রী উভয়ই আছে। আমি হাত ও পা মোজা, নিকাবসহ পূর্ণ পর্দার সাথে ক্লাস নেই। অবসরে পৃথক কক্ষে বসার কারণে সহকর্মীদের সাথেও একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথা বা সাক্ষাৎ হয় না। পড়ানোর সময়ও কণ্ঠ কঠোর রাখি। এক্ষণে আমার জন্য শিক্ষকতা করা জায়েয হবে কি?

-হাসনাত রাবেয়া, কালিয়াকৈর, গাযীপুর।

উত্তর : সাধারণভাবে পুরুষ-নারীর সংমিশ্রণ রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানে নারীর জন্য চাকুরী করা জায়েয নয়। কারণ এতে অনেক ধরনের ফিৎনার আশংকা রয়েছে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৭/৫৩; উছায়মীন, ফাতাওয়া ইসলামিয়া ৩/১০৩)*। এক্ষণে বিকল্প না থাকলে বাধ্যগত অবস্থায় সাধ্যমত পর্দার বিধান মেনে চাকরী করতে পারে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৩/২১৪; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১/১০৩, ১৩/১২৭)*। আল্লাহ বলেন, বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন *(তালাক ৬৫/০২)*।

প্রশ্ন (১০/৩৭০) : বলা হয়েছে আদম (আঃ) মাটির তৈরী এবং মানুষ জমাটবদ্ধ রক্ত দ্বারা তৈরী হয়েছে। উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্যের সমাধান কি?

-মাহফূয, বামুন্দী, মেহেরপুর।

উত্তর : উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। বরং আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে মাটির বিভিন্ন উপাদান দিয়ে তৈরী করেছেন এবং তার দেহে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন *(ছোয়াদ ৩৮/৭-৭২; হজ্জ ২২/৫; হিজ্র ১৫/২৬)*। অতঃপর মানুষকে সেই আদমের পানি (বীর্য) থেকে এবং তাকে বিভিন্ন স্তরে অতিক্রম করিয়ে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'যিনি সকল বস্তু সুন্দর রূপে সৃষ্টি করেছেন এবং মাটি হ'তে মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তিনি তার (আদমের) বংশধর সৃষ্টি করেছেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন ও তাতে রূহ ফুঁকে দেন এবং তোমাদেরকে দেন কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়। কিন্তু তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাক' *(সাজদাহ ৩২/৭-৯)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেরই জন্ম হয় এভাবে যে, তার মায়ের পেটে (প্রথমে তার মূল উপাদান) শুক্ররূপে চল্লিশ দিন পর্যন্ত থাকে। অতঃপর তা চল্লিশ দিন পর্যন্ত লাল জমাট রক্তপিণ্ড রূপ ধারণ করে। তারপর পরবর্তী চল্লিশ দিনে মাংসপিণ্ডের রূপ ধারণ করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতাকে চারটি বিষয় লিখে দেয়ার জন্য পাঠান। তিনি আল্লাহ্র হুকুমে তার তাক্বদীরে লিখে দেন- (১) তার আমল (২) তার মৃত্যু, (৩) তার রিযিক এবং (৪) তার নেককার বা দুর্ভাগা হওয়ার বিষয়। তারপর তন্মধ্যে রূহ প্রবেশ করান *(বুখারী হা/৩২০৮; মিশকাত হা/৮২)*। অতএব উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। বরং কুরআনে মানবসৃষ্টির বিভিন্ন স্তরের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন (১১/৩৭১) : একটি হাদীছে বলা হয়েছে, 'দুনিয়া ও তার মধ্যস্থিত সবকিছুই অভিশপ্ত'- হাদীছটির ব্যাখ্যা কি?

-আহমাদ, কালুপাড়া, বরিশাল।

উত্তর : হাদীছটির অর্থ হ'ল- দুনিয়া তার অধিবাসীকে আল্লাহ থেকে বিমুখ করে রাখে। তাই দুনিয়াকে অভিশপ্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর مَلْعُونٌ مَا فِيهَا অর্থ যারা আল্লাহ্র যিকর থেকে বিমুখ তারাও অভিশপ্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আদেশ মান্য করে, নিষেধ বর্জন করে এবং তাঁর যিকরে লিপ্ত থাকে, সে অভিশপ্ত নয়। আল্লামা মুযহির (রহঃ) বলেন, 'এর দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত কার্যকলাপ অপসন্দ করেন সেগুলো অভিশপ্ত *(মিরক্বাত ৮/৩২৪০)*। আল্লামা মানাবী (রহঃ) বলেন, مَلْعُونَةٌ শব্দের অর্থ হ'ল مَتْرُوكَةٌ অর্থাৎ বর্জনীয়। তিনি বলেন, 'দুনিয়াকে অভিশপ্ত বলে আখ্যায়িত করার কারণ হ'ল, সে মানুষকে আল্লাহ্র ইবাদত থেকে বিমুখ করে প্রবৃত্তির অনুসরণে মত্ত রাখে। অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই দুনিয়া নবী-রাসূল এবং সৎ ব্যক্তিদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত' *(তোহফা ৬/৫০৫)*।

প্রশ্ন (১২/৩৭২) : বাদুড় বা অন্য কোন পাখি পোষাকে পায়খানা করে দিলে উক্ত পোষাকে ছালাত আদায় করা যাবে কি? তথা পাখির পেশাব-পায়খানা পবিত্র কি?

-মীযানুর রহমান, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : যে সকল পাখির গোশত খাওয়া হালাল সে সকল প্রাণীর মলমূত্র অপবিত্র নয়। সুতরাং এ সকল প্রাণীর বিষ্ঠা

কাপড়ে লেগে গেলে তাতে ছালাত আদায় করা যাবে। তবে বিষ্ঠা লেগে গেলে কাপড় ধুয়ে ফেলা কিংবা পানি ছিটিয়ে দেওয়া কর্তব্য। অপরদিকে যে সকল পাখির গোশত খাওয়া হারাম সেগুলোর বিষ্ঠাও অপবিত্র। এ সকল পাখির বিষ্ঠা কাপড়ে লাগলে অবশ্যই তা ধুয়ে ফেলবে। এক্ষণে বাদুড় নখর বিশিষ্ট পাখি হওয়ায় তার গোশত হারাম এবং তার বিষ্ঠাও নাপাক *(ইবনু তায়মিয়া, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২১/৫৪২-৫৮৬; ইবনু কুদামা, মুগনী ২/৪৯২; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/৪১৪)*।

প্রশ্ন (১৩/৩৭৩) : জনৈক ব্যক্তি হজ্জের টাকা জমা দিয়েছেন। কিন্তু হজ্জ পালনের পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। ওয়ারিছগণের কেউ কেউ গরীব হওয়ায় বদলী হজ্জ কাউকে দিয়ে না করিয়ে উক্ত টাকা তুলে ভাগ করে নিতে চায়। এটা জায়েয হবে কি?

-সাইফুল ইসলাম, লাকসাম, কুমিল্লা।

উত্তর : কোন ব্যক্তি খালেছভাবে হজ্জের নিয়ত করার পর মারা গেলে সে হজ্জের ছওয়াব পেয়ে যাবে *(আহমাদ হা/১৮০৬০; ছহীহুত তারগীব হা/১৬)*। তবে উক্ত ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হয়ে গিয়েছিল এবং ইহরাম বাঁধার পূর্বে মারা যাওয়ায় তা পালনকৃত হজ্জ হিসাবে গণ্য হবে না। সুতরাং তার উপর হজ্জের ফরযিয়াত রয়ে গেছে। অতএব উক্ত টাকা ভাগ না করে তার পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করিয়ে নিতে হবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৩/২৩৩; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১৮/১২৬-২৭)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা মৃত্যুবরণ করেছেন, অথচ তিনি হজ্জ করেননি। আমি কি তার পক্ষ হ'তে হজ্জ করব? তিনি বললেন, তুমি বল, যদি তার উপর ঋণ থাকত, তাহ'লে তুমি কি তা আদায় করতে না? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ্র হক আদায় করা অধিক যৌক্তিক *(নাসাঈ হা/২৬৩৯; ছহীহাহ হা/৩০৪৭)*। অতএব ওয়ারিছদের জন্য কর্তব্য হবে উক্ত টাকা ভাগাভাগি না করে তার জন্য বদলী হজ্জ করানো।

প্রশ্ন (১৪/৩৭৪) : আমার চার বছরের সংসার। বিয়ের এক বছরের মাথায় ঝগড়ার এক পর্যায়ে স্বামী আমাকে এক তালাক প্রদান করেন এবং রাজ'আত করেন। অতঃপর আড়াই বছর পর গত ১৬ই এপ্রিল ২০২২ দিবাগত রাতে পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে দুই তালাক প্রদান করেন। এক্ষণে আমাদের এক সাথে সংসার করার কোন সুযোগ আছে কি?

-উম্মে হাফছা, কুনিয়া, গাযীপুর।

উত্তর : প্রথম তালাকটি একটি তালাক হিসাবে গণ্য হবে এবং পরবর্তী একই তোহরে প্রদত্ত দু'টি তালাক মূলতঃ এক তালাক হিসাবে গণ্য হবে *(মুসলিম হা/১৪৭২; আহমাদ হা/২৮৭৭; হাকেম হা/২৭৯৩)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবু রুকানা তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর দারুণভাবে মর্মাহত হন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিভাবে তালাক দিয়েছ? তিনি বললেন, এক মজলিসে তিন তালাক দিয়েছি। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, 'আমি জানি ওটা এক তালাকই হয়েছে। তুমি স্ত্রীকে ফেরত নাও'। অতঃপর তিনি সূরা তালাকের ১ম আয়াতটি পাঠ করে শুনান *(আবুদাঊদ হা/২১৯৬; ইরওয়া হা/২০৬৩-এর আলোচনা, সনদ হাসান)*। সুতরাং প্রশ্নালোকে দু'টি তালাক হয়েছে। অতএব সংসার করতে চাইলে স্বামী তার স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে রাজ'আত করে নিতে পারে *(বাক্বারাহ ২/২২৯; আবুদাঊদ হা/২১৯৫; ইরওয়া হা/২০৮০; বিস্তারিত দ্র. 'হাফাবা' প্রকাশিত 'তালাক ও তাহলীল' বই)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৭৫) : অন্ধ ব্যক্তির জন্য আযান দেওয়া জায়েয নয়। অনেক ছাহাবী এটা অপসন্দ করেছেন- একথার সত্যতা আছে কি?

-তাওহীদ, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : অন্ধ ব্যক্তির জন্য আযান ও ইমামতিতে বাধা নেই। কারণ রাসূল (ছাঃ)-এর আমলে অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) মসজিদে নববীতে ফজরের আযান দিতেন এবং রাসূল (ছাঃ) ও বড় বড় ছাহাবীগণের অনুপস্থিতিতে ইমামতি করেছেন *(বুখারী হা/৬১৭; মিশকাত হা/৬৮০)*। তবে তাকে সময় সম্পর্কে অবহিত করার জন্য লোক থাকতে হবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/৬৯; বাদায়ে'উছ ছানায়ে' ১/১৫০)*। তবে অন্ধ ব্যক্তির সময় জানা কঠিন হওয়ার প্রেক্ষিতে তাদের জন্য আযান ও ইমামতিকে কতিপয় ছাহাবী অপসন্দ করতেন *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/২২৫২, ৬০৭৯; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৯০৬, রিজাল ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১৬/৩৭৬) : মসজিদ আল্লাহ্র ঘর, তিনিই এর হেফাযত করে থাকেন। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যুদ্ধের সময় দেখা যায় যে অনেক মসজিদও বিলীন হয়ে যায়। এর ব্যাখ্যা কী?

-ক্বামারুযযামান, পাইকারপাড়া, বগুড়া।

উত্তর : মসজিদের হেফাযত অর্থ তার সম্মানের হেফাযত। তার চার দেওয়ালের হেফাযত নয়। খোদ রাসূল (ছাঃ) কা'বাগৃহকে ভেঙ্গে ইব্রাহীমী ভিতের উপরে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু করেননি *(মুসলিম হা/১৩৩৩)*। এতে বুঝা যায় যে, যেকোন কারণে মসজিদ ভাঙ্গা-গড়া হ'তে পারে। কিন্তু এর সম্মান রক্ষার দায়িত্ব আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মুমিন বান্দাদের উপর। যেমন আল্লাহ কা'বাগৃহ নির্মাণকালে ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে বলেন, তোমরা একে মুক্বীম-মুসাফির, ত্বাওয়াফকারী ও ই'তিকাফকারীদের জন্য সর্বদা 'পবিত্র' রাখ' *(বাক্বারাহ ২/১২৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ওযূ করল, অতঃপর মসজিদে এল, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎকারী। অতএব আল্লাহ্র দায়িত্ব তাঁর মেহমানদের সম্মান করা' *(ছহীহাহ হা/১১৬৯)*। আর তিনি ঐসব মেহমানদের সম্মান করবেন, যারা তাঁর গৃহের সম্মান বজায় রাখবে।

অতএব যে কোন দুর্যোগে মসজিদ আক্রান্ত বা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তা রক্ষা করার দায়িত্ব আল্লাহ নেননি। বরং মসজিদের সম্মানের হেফাযত করার দায়িত্ব বান্দাদের।

প্রশ্ন (১৭/৩৭৭) : ৪টি ছেলে সন্তান একত্রে জন্মলাভ করলে আক্বীক্বার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার করণীয় কি? ৮টি পশুই যবেহ করতে হবে না কম করলেও চলবে?

-শফীকুল ইসলাম, ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তর : চারজন ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে জনপ্রতি দু'টি হিসাবে আটটি ছাগল দ্বারা আক্বীকা করা সুন্নাত *(আবুদাঊদ হা/২৮৩৪; মিশকাত হা/৪১৫২)*। এক্ষণে পিতা-মাতার পক্ষে আটটি ছাগল আক্বীক্বা করার সামর্থ্য না থাকলে চার ছেলের পক্ষ থেকে চারটি ছাগল আক্বীক্বা করবে *(আবুদাঊদ হা/২৮৪১; মিশকাত হা/৪১৫৫)*।

প্রশ্ন (১৮/৩৭৮) : মাস বয়সী ছেলে রাতে আমার পোষাকে পেশাব করেছিল। সকালে ফজরের ছালাত আদায়ের পর বিষয়টি মনে এসেছে। এক্ষণে উক্ত ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে কি?

-জাহিদুল ইসলাম, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তর : অজ্ঞতা বা ভুলবশতঃ অপবিত্র কাপড়ে ছালাত সম্পাদন করার পর অপবিত্রতার বিষয়টি স্মরণ হ'লে বিশুদ্ধ মতে পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে না। একদা রাসূল (ছাঃ) অপবিত্র লেগে থাকা জুতা পরে ছালাত আদায় করছিলেন। ছালাতের ভিতরে জিব্রাঈল (আঃ) বিষয়টি অবহিত করলে তিনি জুতা খুলে ফেলে দেন। কিন্তু ছালাত পুনরায় আদায় করেননি *(আবুদাঊদ হা/৬৫০; মিশকাত হা/৭৬৬)*।

প্রশ্ন (১৯/৩৭৯) : ফেসবুক-ইউটিউব তথা ইন্টারনেট জগতে কাজ করতে গেলে প্রায়শঃই মন্দ ছবি চোখে পড়ে। এভাবে বার বার অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখ পড়ে গেলে গুনাহগার হতে হবে কি?

-মোছাদ্দেক্ব, তারাগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : সর্বোচ্চ সতর্কতা ও তাক্বওয়া অবলম্বন করে কাজ করতে হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা যেমন চক্ষু অবনমিত করার আদেশ দিয়েছেন, তেমনি রাসূল (ছাঃ) দ্বিতীয়বার কোন নারীর দিকে তাকাতে নিষেধ করেছেন *(নূর ২৪/৩০; আবুদাঊদ হা/২১৪৯; মিশকাত হা/৩১১০)*। অতএব বৈধ কাজ সতর্কতার সাথে করবে। বৈধ কাজ করার সময় কোন অবৈধ বিষয় চলে আসলে তৎক্ষণাৎ তা পরিহার করবে *(নববী, শারহ মুসলিম ৪/৩১; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/৪৫৯)*।

প্রশ্ন (২০/৩৮০) : আমি মানুষের বসার সুবিধার্থে গ্রামের তিন রাস্তার মোড়ে দু'টি বসার স্থান তৈরী করে দিয়েছি। কিন্তু অনেকের অভিযোগ যে, সেখানে বসে ভালো-মন্দ উভয় কাজই হয়, তাই এটা উঠিয়ে ফেলা উচিৎ। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-আবু জা'ফর, খুলনা।

উত্তর : বিশ্রামের জন্য ব্যবস্থা করা কল্যাণের কাজ। ওমর (রাঃ) মসজিদে নববীর সামনে লোকদের খোশগল্প করার জন্য একটি বারান্দা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি অনর্থক কথা, কবিতা পাঠ কিংবা উচ্চ স্বরে কথা বলতে চায়, সে যেন ঐ স্থানে চলে যায়' *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৯৩; বায়হাক্বী হা/২০২৬৬; মিশকাত হা/৭৪৫)*। অতএব কোন ব্যক্তি সৎনিয়তে উক্ত বিশ্রামাগার নির্মাণের পর কেউ সেখানে অনর্থক কথা বললে সেজন্য ব্যক্তি গুনাহগার হবে, নির্মাণকারী নয়।

প্রশ্ন (২১/৩৮১) : ওযূর পর লজ্জাস্থান বরাবর পানি ছিটানো আবশ্যক কি? এটা কি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য?

-রফীকুল ইসলাম,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : ওযুর পরে সন্দেহ দূরীকরণের জন্য লজ্জাস্থান বরাবর পানি ছিটানো নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য মুস্তাহাব *(আহমাদ হা/১৭৫১৫; মিশকাত হা/৩৬৬; নববী, আল-মাজমূ' ২/১১২)*।

প্রশ্ন (২২/৩৮২) : ক্বিবলা ভুল করে ছালাত আদায়ের পর ভুল বুঝতে পারলে উক্ত ছালাত কি পুনরায় আদায় করতে হবে?

-আব্দুল্লাহ আপন, রাজশাহী।*
*[*শুধু আব্দুল্লাহ রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : পূর্ণ চেষ্টার পরেও যদি ক্বিবলা ভুল হয়ে যায়, তবে পুনরায় তা আদায় করতে হবে না। একদা কতিপয় ছাহাবী অন্ধকার রাতে কোন এক অজ্ঞাত স্থানে ছালাত আদায় করার সময় ভুলে ক্বিবলার বিপরীত দিকে ফিরে ছালাত আদায় করেন। অতঃপর তারা রাসূল (ছাঃ)-কে ঘটনাটি বর্ণনা করলে তিনি তা পুনরায় আদায়ের নির্দেশ না দিয়ে বললেন, তোমাদের ছালাত আদায় হয়ে গেছে। অতঃপর আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন, 'আর আল্লাহ্র জন্যই পূর্ব ও পশ্চিম। অতএব যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও সেদিকেই রয়েছে আল্লাহ্র চেহারা' *(বাক্বারাহ ১১৫; তিরমিযী হা/২৯৫৭, ইরওয়া হা/২৯১, সনদ হাসান)*।

উল্লেখ্য যে, যদি ক্বিবলা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে হালকা কমবেশী হয় তাতে কোন ক্ষতি নেই। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে (আমাদের জন্য উত্তর ও দক্ষিণের মাঝখানে) ক্বিবলা অবস্থিত *(তিরমিযী হা/৩৪২; মিশকাত হা/৭১৫; ইরওয়া হা/২৯২; শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/৪২০)*।

প্রশ্ন (২৩/৩৮৩) : জনৈক ইমাম বলেন, ৬৪ হাযার টাকা থাকলে কুরবানী করা ওয়াজিব। কারণ স্বর্ণ-রৌপ্যের দাম হিসাব করে কুরবানী ওয়াজিব হয় এবং যাকাত ফরয হয়। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-হানযালা, রূপসা, খুলনা।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ কুরবানী দেওয়া সুন্নাত, ওয়াজিব নয় *(ফাৎহুল বারী ১৬/৩; তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৭৯)*। সামর্থ্য থাকলে অবশ্যই কুরবানী দিবে। নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত নয়। রাসূল (ছাঃ) নিজেও নিছাবের মালিক ছিলেন না। অথচ তিনি একাধিক কুরবানী করতেন এবং গরীব ছাহাবীদের মাঝে বণ্টন করতেন *(বুখারী হা/২৩০০; মুসলিম হা/৫১৯৬; মিশকাত হা/১৪৫৩)*।

প্রশ্ন (২৪/৩৮৪) : কুরবানীর জন্য ক্রয়কৃত বা উক্ত উদ্দেশ্যে পোষা পশুর চাইতে উত্তম পেলে তা পরিবর্তন করা যাবে কি?

-আব্দুল ক্বাইয়ূম, বনানী, ঢাকা।

উত্তর : পোষা বা ক্রয় করা কোন পশুকে কুরবানীর জন্য

নির্দিষ্ট করলে ও সেই মর্মে ঘোষণা দিলে তা আর বদল করা যাবে না। এটি ওয়াকফের মত। তবে যদি নির্দিষ্ট না করে থাকে, তাহ'লে তার বদলে উত্তম পশু কুরবানী দেওয়া যাবে। কোন কোন বিদ্বান উত্তম পশু ক্রয় করার লক্ষ্যে সেটি বিক্রয় করা যাবে বলে মন্তব্য করেছেন। ছাহেবে মির'আত বলেন, তারা যে দলীলের ভিত্তিতে একথা বলেন তা আলোচ্য বিষয় বহির্ভূত *(মির'আতুল মাফাতীহ ৫/১১৮)*।

প্রশ্ন (২৫/৩৮৫) : হজ্জব্রত পালনকালে কিছু কিছু মু'আল্লিম হাজীদের নিকট থেকে কুরবানীর জন্য অর্থ গ্রহণ করেন কিন্তু কুরবানী করেন না। হজ্জপালন শেষে তা জানতে পারলে উক্ত হাজীদের কাফফারা দিতে হবে কি?

-হাবীবুর রহমান
চাঁনগাঁও, নরসিংদী।

উত্তর : এমতাবস্থায় হজ্জ আদায় হয়ে যাবে এবং এর জন্য কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না। কেননা কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না *(নাজম ৫৩/৩৮)*। তবে অভিযুক্ত মু'আল্লিমগণ কঠিন গুনাহের ভাগিদার হবেন। এটা একদিকে যেমন প্রতারণা, অন্যদিকে হজ্জের একটি ওয়াজিব বিধান লঙ্ঘন। যার গুনাহ পুরোপুরি মু'আল্লিমদের উপর বর্তাবে। উল্লেখ্য যে, বর্তমান সময়ে এরূপ প্রতারণা থেকে বাঁচার সর্বোত্তম উপায় হ'ল, সরকারী বুথে কুরবানীর জন্য রসিদ নিয়ে নির্ধারিত ফী জমা দেওয়া।

প্রশ্ন (২৬/৩৮৬) : মোবাইল এ্যাপে প্রতি ওয়াক্তে আযান হয়। মসজিদের আযানের মত এই আযানেরও জবাব দিতে হবে কি?

-মাছদার হোসাইন, বিহার, ভারত।

উত্তর : মোবাইল এ্যাপস বা টেলিভিশনের রেকর্ডকৃত আযান শ্রবণকালে আযানের জওয়াব দিতে হবে না। কেননা এগুলো মৌলিক আযান নয়। বরং সরাসরি আযান শোনার সময়ই কেবল জওয়াব দিতে হবে। আর একাধিক আযান শোনার ক্ষেত্রে যেকোন একটি আযানের জওয়াব দিলেই যথেষ্ট হবে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/১৯৬)*।

প্রশ্ন (২৭/৩৮৭) : জুম'আর ছালাতে যেকোন সমস্যা নিয়ে কুনূতে নাযেলা পাঠ করা যাবে কি?

-রাজভীর হোসাইন, কান্দিরপাড়, কুমিল্লা।*
*[*তানভীর নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : যেকোন ফরয ছালাতে কোন জাতীয় সমস্যার প্রতিকারার্থে কুনূতে নাযেলা পাঠ করা যায়। সুতরাং জুম'আর ছালাতেও কুনূতে নাযেলা পাঠে বাধা নেই। তবে খুৎবায় দো'আ পাঠের সুযোগ থাকায় জুম'আর ছালাতে কুনূতে নাযিলা পাঠ করাকে অনেক বিদ্বান অপসন্দ করেছেন। অতএব জুম'আর ছালাতে কুনূত পাঠ না করে বরং দ্বিতীয় খুৎবাতে দো'আ পাঠ করা উত্তম *(মারদাভী, আল-ইনছাফ ২/১৭৫; উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ১৫/২৪; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৭/৯৬-৯৭)*।

প্রশ্ন (২৮/৩৮৮) : কোন মেয়ে যদি হিন্দু থেকে মুসলমান হয় তার বিবাহের ক্ষেত্রে অলী কে হবেন? এলাকার মুরব্বী, কোন আলেম বা সমাজনেতা অলী হ'তে পারবেন কি?

-আব্দুল খালেক, রাজশাহী।

উত্তর : যার অলী নেই তার অলী হবে সরকার বা সরকার নিযুক্ত প্রতিনিধি বা আদালত *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৮০; মিশকাত হা/৩১৩১; ছহীহুল জামে' হা/৭৫৫৬)*। অমুসলিম রাষ্ট্র হ'লে অলী হবে মুসলিম সংস্থা বা কোন ইসলামী প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা তার নিযুক্ত প্রতিনিধি। তবে অবশ্যই বিয়ের জন্য দু'জন সাক্ষী ও ঈজাব-কবূল হ'তে হবে *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪০৭৫; ছহীহুল জামে' হা/৭৫৫৭)*।

প্রশ্ন (২৯/৩৮৯) : জুম'আর দিন ভোরে ফরয গোসল করার পর জুম'আর সুন্নাত হিসাবে পুনরায় গোসল করতে হবে কি?

-মাহদী হাসান, ঢাকা।

উত্তর : ফরয গোসলই জুম'আর জন্য যথেষ্ট হবে *(নববী, আল-মাজমূ' ৪/৫৩৬)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৯০) : বনু গিফার গোত্রের জনৈকা নারীকে রাসূল (ছাঃ) বিবাহ করার পর তার দেহে কুষ্ঠ রোগ আছে দেখে তাকে তালাক দেন এবং মোহরানা পরিশোধ করেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ? ছহীহ হ'লে এরূপ সামান্য কারণে তালাক দেওয়া কতটুকু যুক্তিসঙ্গত?

-আবুল হোসাইন, রাঙ্গামাটি।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি খুবই যঈফ *(আহমাদ হা/১৬০৭৫; ইরওয়া হা/১৯১২)*। আর এটি আদৌ কোন সামান্য কারণ নয়। তাছাড়া বিবাহের বিষয়টি ব্যক্তিগত পসন্দ-অপসন্দের ব্যাপার। ইসলাম এক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে স্বাধীনতা দিয়েছে।

প্রশ্ন (৩১/৩৯১) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, পিতা-মাতা মারা গেলেও তারা জীবিত ছেলে-মেয়েদের পাপের ভাগীদার হবে এবং কবরে শাস্তি পাবে। কথাটির সত্যতা আছে কি?

-রণি হোসাইন, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।*
['রণি' বাদ দিয়ে শুধু 'হোসাইন' নাম রাখুন (স.স.)]

উত্তর : যদি পিতামাতা কোন পাপের সূচনা করে যান এবং সন্তানেরা সেই পাপকর্ম করতে থাকে তাহ'লে সেই পাপের বোঝা পিতামাতাকে বহন করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন ওরা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে ওদের পাপভার এবং তাদের পাপভার যাদেরকে ওরা অজ্ঞতাবশে বিভ্রান্ত করেছে' *(নাহল ১৬/২৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আর যে ব্যক্তি (কাউকে) ভ্রষ্টতার দিকে আহবান করবে, তার উপর তার সমস্ত অনুসারীদের গোনাহ চাপবে। এটা তাদের গোনাহ থেকে কিছুই কম করবে না' *(মুসলিম হা/২৬৭৪; মিশকাত হা/১৫৮)*। আর যদি সন্তানেরা নিজ থেকেই কোন পাপ করে থাকে তাহ'লে তাদের পাপের বোঝা পিতামাতা বহন করবে না। কেননা আল্লাহ বলেন, 'একের পাপের বোঝা অন্যে বহন

করবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪)*। রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন, সাবধান! অপরাধী তার অপরাধের দ্বারা নিজেকেই দায়ী করে। পিতার অপরাধে পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধে পিতাকে দায়ী করা যাবে না' *(ইবনু মাজাহ হা/২৬৬৯, ৩০৫৫)*।

প্রশ্ন (৩২/৩৯২) : মোবাইল আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়ার কিছু উপায় জানতে চাই।

-আব্দুল খালেক

কাজলা, রাজশাহী।

উত্তর : মোবাইল আসক্তি বর্তমান সময়ে নৈতিক অধঃপতনের অন্যতম বড় মাধ্যম। শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই মোবাইলের কোন না কোন এ্যাপস বা গেম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। মোবাইল আসক্তি থেকে বাঁচতে প্রথমেই সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হ'তে হবে। আল্লাহ্র দেওয়া নে'মত এই সময়কে তাঁর ইবাদতে ব্যয় করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের জবাব প্রদান ব্যতীত আদম সন্তান পা ফেলতে পারবে না, (১) তার বয়স সম্পর্কে, কিভাবে সে তা অতিবাহিত করেছে। (২) তার যৌবনকাল, কিভাবে সে তা নিঃশেষ করেছে। (৩) তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কিভাবে সে তা উপার্জন করেছে। (৪) উপার্জিত সম্পদ সে কোন খাতে ব্যয় করেছে। (৫) সে যে ইল্‌ম শিক্ষা করেছে, সে অনুযায়ী আমল করেছে কি-না' *(তিরমিযী হা/২৪১৬; মিশকাত হা/৫১৯৭; ছহীহাহ হা/৯৪৬)*। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'দু'টি নে'মতের ব্যাপারে বহু মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। আর তা হ'ল সুস্থতা ও অবসর' *(বুখারী হা/৬৪১২; মিশকাত হা/৫১৫৫)*।

এক্ষণে মোবাইল আসক্তি থেকে রক্ষা পেতে নিম্নের পন্থাগুলো অবলম্বন করা যায়। যেমন- (ক) নফল ইবাদতে বেশী সময় দেওয়া। (খ) হকপন্থী দ্বীনী সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করা। (গ) ছহীহ আক্বীদা সম্পন্ন লেখকদের লিখিত দ্বীনী বই-পত্র পড়াশোনা করা। (ঘ) সমাজসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করা। (ঙ) বিভিন্ন ইসলামী অনুষ্ঠানে যুক্ত হওয়া। এছাড়া বন্ধুদের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা বিনিময় করা, স্ত্রী ও সন্তানদের সময় দেওয়া এবং পিতামাতার খেদমতে সময় ব্যয়ের মাধ্যমেও নিজেকে মোবাইলের আসক্তি থেকে মুক্ত রাখা যেতে পারে।

এছাড়া আরো কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়- যেমন (ক) প্রতিদিন সকালে কুরআন ও হাদীছ পড়ার অভ্যাস ও রাতে বই পড়ার অভ্যাস স্মার্টফোনে আসক্তি অনেকটা কমিয়ে আনে। (খ) ফেসবুক, টুইটারসহ সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমের নোটিফিকেশন বার্তা বন্ধ রাখা। (গ) মোবাইলের সামগ্রিক ব্যবহার কমানোর জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। (ঘ) সর্বোপরি পরিবার ও সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ বাড়াতে হবে এবং আল্লাহ্র সামনে জবাবদিহিতার জন্য নিজেকে সবসময় প্রস্তুত রাখতে হবে।

প্রশ্ন (৩৩/৩৯৩) : কুরআনের কোন কোন আয়াতের জবাব দিতে হয়। সেগুলো বিস্তারিত জানতে চাই।

-ইউনুস আকন্দ

কেশরহাট, রাজশাহী।

উত্তর : যে সকল আয়াতের জবাব দেওয়ার ব্যাপারে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তা নিম্নরূপ-

(১) সূরা আ'লা-তে *'সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আ'লা'*-এর জওয়াবে *'সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা'* (মহাপবিত্র আমার প্রতিপালক, যিনি সর্বোচ্চ) *(আহমাদ, আবূদাঊদ হা/৮৮৩, মিশকাত হা/৮৫৯)*।

(২) সূরা ক্বিয়ামাহ-এর শেষ আয়াতের জওয়াবে *'সুবহা-নাকা ফা বালা'* (মহাপবিত্র আপনি! অতঃপর হ্যাঁ, আপনিই মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন) *(বায়হাক্বী, আবূদাঊদ হা/৮৮৪)*।

(৩) সূরা গাশিয়া-র শেষে *'আল্লা-হুম্মা হা-সিবনী হিসা-বাঁই ইয়াসীরা'* বলে প্রার্থনা করা (অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি সহজভাবে আমার হিসাব গ্রহণ কর') *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫৫৬২, সনদ হাসান)*। হাদীছে নির্দিষ্ট কোন সূরার নাম বলা হয়নি। তবে অর্থের বিবেচনায় এখানে অত্র দো'আ পাঠ করা হয়ে থাকে। অন্য আয়াতে পরকালীন হিসাব গ্রহণ সম্পর্কিত আলোচনা আসলে সেখানেও এ দো'আ পড়া যাবে।

(৪) সূরা রহমান-য়ে *'ফাবি আইয়ে আ-লা-য়ে রব্বিকুমা তুকায্যিবা-ন'*-এর জওয়াবে *'লা বিশাইয়িম মিন নি'আমিকা রব্বানা নুকায্যিবু ফালাকাল হাম্‌দ'* (হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার কোন একটি নে'মতকেও আমরা অস্বীকার করি না। অতঃপর তোমার জন্যই সকল প্রশংসা) *(তিরমিযী হা/৩২৯১; মিশকাত হা/৮৬১; ছহীহাহ হা/২১৫০)*।

উল্লেখ্য যে, (ক) সূরা তীন-এর শেষে *'বালা ওয়া আনা 'আলা যা-লিকা মিনাশ শা-হেদীন'* এবং (খ) সূরায়ে মুরসালাত-এর শেষে *'আ-মান্না বিল্লাহ'* বলার হাদীছ 'যঈফ' *(আবূদাঊদ হা/৮৮৭, মিশকাত হা/৮৬০)*। (গ) সূরা বাক্বারাহ্র শেষে 'আমীন' বলার হাদীছ 'যঈফ' *(তাফসীর ইবনে জারীর হা/৬৫৪১)*। (ঘ) সূরা মুল্‌কের শেষে দো'আ পাঠের কোন ভিত্তি নেই। ছালাতের মধ্যে হৌক বা বাইরে হৌক, কুরআন পাঠকারীর জন্য উপরোক্ত আয়াত সমূহের জওয়াব দেওয়া মুস্তাহাব *(নববী, আল-মাজমূ' ৪/৬৬; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) সংশ্লিষ্ট অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৯৪) : গৃহাভ্যন্তরে স্বামীর সামনে তার ইচ্ছা অনুযায়ী কোন নারী যদি টি-শার্ট, গেঞ্জী বা এ জাতীয় পুরুষালী পোষাক পরিধান করে সেটা জায়েয হবে কি? এছাড়া স্বামীর সামনে কপালে টিপ পরা যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : স্বামীকে খুশী করার জন্য নিজের বাড়িতে স্ত্রী এরূপ পোষাক পরিধান করতে পারে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৪/৩৪)*। কিন্তু বাড়ীতে অন্য কেউ থাকলে এরূপ পোষাক থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। আর কপালে টিপ দেওয়া যাবে না। কারণ এটি হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি।

www.at-tahreek.com

মাসিক আত-তাহরীক জুলাই ২০২২ ২৫তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

প্রশ্ন (৩৫/৩৯৫) : কোন অসুস্থতার জন্য কেউ যদি পানিতে সূরা নাস, ফালাক্ব সহ প্রয়োজনীয় দো'আ সমূহ পড়ে দেয়, তাহ'লে সেই পানি খাওয়া জায়েয হবে কি? যে কেউ পানি পড়ে দিলে হবে, নাকি বড় আলেম হ'তে হবে?

-শহীদুল ইসলাম
বাসাইল, টাঙ্গাইল।

উত্তর : যেকোন সূরা বা দো'আ পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি চিকিৎসা হিসাবে পান করা যাবে। এটি সূরা বা দো'আর বরকত হিসাবে গণ্য হবে, ব্যক্তির ফুঁকের বরকত হিসাবে নয় *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৮/৭৪; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/৬৭, ১/১০৭-৮; আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, শরহ আবুদাঊদ ২০/২১৪)*। রাসূল (ছাঃ) কায়েস বিন ছাবেতের জন্য পানিতে ফুঁক দেন এবং সেই পানি দ্বারা তাকে গোসল করানো হয়েছিল *(আবুদাঊদ হা/৩৮৮৫, সনদ যঈফ; বায়হাক্বী, আদ-দা'ওয়াতুল কাবীর হা/৫৭৯, ২/২১৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১/৮৮)*। সুতরাং যে কেউ কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত দো'আ পাঠ করে ঝাড়ফুঁক করতে পারে। তবে পরহেযগার ব্যক্তি না হ'লে সাধারণত উপকার পাওয়া যায় না। কেননা আল্লাহ ফাসেক-ফাজেরদের ভালবাসেন না *(বাক্বারাহ ২/২৭৬)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৯৬) : গোঁফ পুরোপুরি শেভ করা বা ছোট করে রাখা কোনটি উত্তম হবে? শেভ করা কি নিষিদ্ধ?

-মিনহাজ পারভেয
তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : গোঁফ ছাঁটাই সুন্নাত। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'দশটি বিষয় হ'ল স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। তার মধ্যে গোঁফ ছাঁটা অন্যতম' *(মুসলিম হা/২৬১; মিশকাত হা/৩৭৯ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*। আর চল্লিশ দিনের অধিক গোঁফ না ছেঁটে রাখা যাবে না *(মুসলিম হা/২৫৮; মিশকাত হা/৪৪২২)*। এসব কাজ নবী-রাসূলগণ করতেন বলে এগুলিকে নবীদের সুন্নাতের (سُنَّةُ الْأَنْبِيَـاءِ) অন্তর্ভুক্ত বলা হয় *(মিরক্বাত)*। গোঁফ এমনভাবে ছাঁটতে হবে যেন ঠোঁট পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। আর গোঁফ সম্পূর্ণ চেছে ফেলা বা শেভ করার ব্যাপারে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হ'ল, এটি ঠিক নয়। কেননা হাদীছে যে সকল শব্দ (أَحْفُوْا، أَنْهِكُوْا، جُزُّوْا) ব্যবহৃত হয়েছে তা গোঁফ মুণ্ডানো নয়, বরং ছাঁটার অর্থ বহন করে *(নববী, আল-মাজমূ' ১/২৮৭; আলবানী, আদাবুয যিফাফ ২০৯; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/৮৪, ১২৮)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩৯৭) : বিবাহের পর স্ত্রী চাইলে শারীরিক সম্পর্ক থেকে দূরে থেকে স্বামীর প্রতি অন্যান্য বৈবাহিক দায়িত্ব পালন করতে পারবে কি? এ ব্যাপারে শারঈ কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা।

উত্তর : এতে স্বামীর সম্মতি থাকলে কোন বাধা নেই। হযরত সাওদা বিনতে যাম'আ (রাঃ) শারীরিক সম্পর্ক না রাখার শর্তে রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রী হিসাবে থাকতে চাইলে তিনি তাতে সম্মতি দেন *(আবুদাঊদ হা/২১৩৫; ছহীহাহ হা/১৪৭৯)*। অতএব অসুস্থতার কারণে উভয়ের সম্মতিতে এই ধরনের চুক্তি করা যাবে।

প্রশ্ন (৩৮/৩৯৮) : আমি একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে হিসাবরক্ষক পদে আছি। প্রতিষ্ঠানের মূলধন ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া। ব্যবসার সকল লেনদেনের কাজ আমি একাই করে থাকি। এক্ষণে আমার বেতন হালাল হচ্ছে কি?

-খালেদ হোসাইন
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : উক্ত প্রতিষ্ঠান যদি বৈধ ব্যবসার সাথে যুক্ত থাকে, তবে সেখানে চাকরী করা হারাম নয়। তবে দায়িত্বশীল হিসাবে কর্তব্য হবে মালিককে সূদী লেনদেন থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা। কেননা সূদী ঋণ গ্রহণ করে তিনি অপরাধ করেছেন *(উছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ১৫/৫৯; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৯/২৫০)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯৯) : ঈদুল আযহায় প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশু কুরবানী করাই কি সুন্নাতসম্মত?

-আব্দুল আউয়াল, গাযীপুর।

উত্তর : প্রতি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশু কুরবানী করাই সুন্নাতসম্মত। কেননা প্রতি বছর ঈদুল আযহাতে একটি পশু কুরবানী করাই রাসূল (ছাঃ)-এর সাধারণ নির্দেশনা *(বুখারী হা/৭২১০; আবুদাঊদ হা/২৭৮৮ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৭৮; মির'আত হা/১৪৯২, ৫/১১৪ পৃ.)*। শরীকানা কুরবানীর বিষয়টি মূলতঃ সফরের হাদীছগুলোতে পাওয়া যায়। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হ'ল। তখন আমরা সাতজনে একটি গরু ও দশজনে একটি উটে শরীক হ'লাম *(তিরমিযী হা/৯০৫; নাসাঈ হা/৪৩৯২ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৬৯; মির'আত হা/১৪৮৪, ৫/১০১-২ পৃ.)*। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা (৬ষ্ঠ হিজরীতে) হোদায়বিয়ার সফরে প্রতি সাতজনে একটি উট ও গরু কুরবানী করি' *(মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫০)*। তিনি আরো বলেন, 'আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে হজ্জের সফরে ছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে একটি গরু ও উটে সাতজন করে শরীক হওয়ার নির্দেশ দেন' *(মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫১)*।

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ থেকে বুঝা যায় যে, সফরে সাতজনে মিলে একটি উট বা গরু কুরবানী করা যায়। যাতে এইসব বড় পশু যবহ ও কুটাবাছা এবং গোশত বিতরণ সহজ হয়। যদিও জমহূর ওলামায়ে কেরাম হজ্জের সময় উট বা গরুতে শরীকানা কুরবানীর উপর ক্বিয়াস করে আম হাদীছের ভিত্তিতে বাড়ীতে ও সফরে সর্বাবস্থায় শরীকানা কুরবানী জায়েয বলেছেন, যেখানে বলা হয়েছে 'একটি গরু বা উট সাতজনের

পক্ষ হ'তে' *(আবুদাঊদ হা/২৮০৮; মিশকাত হা/১৪৫৮)*। কিন্তু ইমাম মালেক (রহঃ) একে নাজায়েয বলেছেন *(মির'আত ৫/৮৫)*। তাছাড়া অনেকে হাদীছে বর্ণিত ৭-এর বদলে ৩, ৫, ১০ ভাগে কুরবানী করেন, যা প্রমাণহীন। অনেকে পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল দেন, আবার একটি গরুর ভাগা নেন। অনেকে বকরী বা খাসী না দিয়ে বড় গরুতে ভাগী হন, মূলতঃ গোশত বেশী পাবার জন্য। 'নিয়ত' যখন গোশত খাওয়া, তখন কুরবানীর নেকী তিনি কিভাবে পাবেন? অতএব একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশু কুরবানী করা নিঃসন্দেহে সুন্নাতসম্মত।

প্রশ্ন (৪০/৪০০) : পিতা-মাতা, ভাই-বোন এবং ঘনিষ্ট বন্ধুদের সাথে নিয়ে পাত্র-পাত্রী দেখতে পারবে কি?

-আছিফা খাতুন
ধুনকি, হাওড়া, ভারত।

উত্তর : বিবাহের উদ্দেশ্যে মেয়ের অভিভাবকের সম্মতিক্রমে কেবলমাত্র পাত্র তার প্রস্তাবিত পাত্রীকে দেখতে পারে। পাত্র ব্যতীত কোন গায়ের মাহরাম পুরুষ পাত্রী দেখতে পারবে না। তবে পরিবেশ বা আনুসঙ্গিক বিষয় সমূহ দেখার জন্য অভিভাবকগণ খোঁজ-খবর নিতে পারবেন এবং মহিলা আত্মীয়-স্বজন পাত্রী দেখতে পারবেন *(নববী, রওযাতুত ত্বালেবীন ৭/১৭-২০; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৯/১৫৭)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল, আমি আনছারদের এক মেয়েকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। তিনি বললেন, তুমি তাকে প্রথমে দেখে নাও। কারণ আনছার মহিলাদের চোখে দোষ থাকে *(মুসলিম হা/১৪২৪, মিশকাত হা/৩০৯৮ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন তোমাদের কেউ কোন পাত্রীকে প্রস্তাব দিবে সম্ভব হ'লে সে যেন পাত্রীকে দেখে। যা বিবাহের জন্য সহায়ক হবে *(আবুদাঊদ হা/২০৮২; মিশকাত হা/৩১০৬; ছহীহাহ হা/৯৯)*।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন- ০১৭৮২ ৪৬৪০৯৮

লাইসেন্স নং : রাজশাহী-৫৫১৮

মৌচাক মধু

বি.এস.টি.আই অনুমোদিত

১০০% খাঁটি মৌচাক মধু, কালোজিরা তেল এবং ভাল মানের বিদেশী জয়তুন তেল পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

যোগাযোগ

লাইফ এন্টারপ্রাইজ
শালবাগান, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ
প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ।
মোবাইল : ০১৭১৪-৯২৯৯৭৭

দেশের প্রতিটি যেলা, উপযেলা ও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :
- জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
- রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
- স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
- রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
- কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরণের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬১৩২৩-৬, ০১৯১৫-৯৯৭৬৪৬।
সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
লক্ষীপুর, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-৩৪০৫৮২।
দুপুর ৩.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬
বিকাল ৫.০০ টা থেকে রাত্রি ৮.০০ টা পর্যন্ত।

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(আবুদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : জুলাই-আগস্ট ২০২২ (ঢাকার জন্য)

	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ জুলাই	০১ যুলহিজ্জাহ	১৭ আষাঢ়	শুক্রবার	০৩:৪৭	০৫:১৪	১২:০২	০৩:২১	০৬:৫১	০৮:১৭
০৩ জুলাই	০৩ যুলহিজ্জাহ	১৯ আষাঢ়	রবিবার	০৩:৪৮	০৫:১৫	১২:০৩	০৩:২২	০৬:৫১	০৮:১৭
০৫ জুলাই	০৫ যুলহিজ্জাহ	২১ আষাঢ়	মঙ্গলবার	০৩:৪৯	০৫:১৬	১২:০৩	০৩:২২	০৬:৫১	০৮:১৭
০৭ জুলাই	০৭ যুলহিজ্জাহ	২৩ আষাঢ়	বৃহস্পতি	০৩:৫০	০৫:১৬	১২:০৩	০৩:২৩	০৬:৫১	০৮:১৬
০৯ জুলাই	০৯ যুলহিজ্জাহ	২৫ আষাঢ়	শনিবার	০৩:৫১	০৫:১৭	১২:০৪	০৩:২৩	০৬:৫০	০৮:১৬
১১ জুলাই	১১ যুলহিজ্জাহ	২৭ আষাঢ়	সোমবার	০৩:৫২	০৫:১৮	১২:০৪	০৩:২৪	০৬:৫০	০৮:১৬
১৩ জুলাই	১৩ যুলহিজ্জাহ	২৯ আষাঢ়	বুধবার	০৩:৫৩	০৫:১৯	১২:০৪	০৩:২৫	০৬:৪৯	০৮:১৫
১৫ জুলাই	১৫ যুলহিজ্জাহ	৩১ আষাঢ়	শুক্রবার	০৩:৫৫	০৫:২০	১২:০৪	০৩:২৫	০৬:৪৯	০৮:১৪
১৭ জুলাই	১৭ যুলহিজ্জাহ	০২ শ্রাবণ	রবিবার	০৩:৫৬	০৫:২১	১২:০৫	০৩:২৬	০৬:৪৮	০৮:১৩
১৯ জুলাই	১৯ যুলহিজ্জাহ	০৪ শ্রাবণ	মঙ্গলবার	০৩:৫৭	০৫:২২	১২:০৫	০৩:২৬	০৬:৪৮	০৮:১২
২১ জুলাই	২১ যুলহিজ্জাহ	০৬ শ্রাবণ	বৃহস্পতি	০৩:৫৮	০৫:২২	১২:০৫	০৩:২৭	০৬:৪৭	০৮:১১
২৩ জুলাই	২৩ যুলহিজ্জাহ	০৮ শ্রাবণ	শনিবার	০৩:৫৯	০৫:২৩	১২:০৫	০৩:২৭	০৬:৪৬	০৮:১০
২৫ জুলাই	২৫ যুলহিজ্জাহ	১০ শ্রাবণ	সোমবার	০৪:০১	০৫:২৪	১২:০৫	০৩:২৮	০৬:৪৫	০৮:০৯
২৭ জুলাই	২৭ যুলহিজ্জাহ	১২ শ্রাবণ	বুধবার	০৪:০২	০৫:২৫	১২:০৫	০৩:২৮	০৬:৪৪	০৮:০৮
২৯ জুলাই	২৯ যুলহিজ্জাহ	১৪ শ্রাবণ	শুক্রবার	০৪:০৩	০৫:২৬	১২:০৫	০৩:২৮	০৬:৪৪	০৮:০৬
৩১ জুলাই	০১ মুহাররম	১৬ শ্রাবণ	রবিবার	০৪:০৫	০৫:২৭	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪৩	০৮:০৫
০১ আগস্ট	০২ মুহাররম	১৭ শ্রাবণ	সোমবার	০৪:০৫	০৫:২৭	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪২	০৮:০৪
০৩ আগস্ট	০৪ মুহাররম	১৯ শ্রাবণ	বুধবার	০৪:০৭	০৫:২৮	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪১	০৮:০৩
০৫ আগস্ট	০৬ মুহাররম	২১ শ্রাবণ	শুক্রবার	০৪:০৮	০৫:২৯	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৪০	০৮:০১
০৭ আগস্ট	০৮ মুহাররম	২৩ শ্রাবণ	রবিবার	০৪:০৯	০৫:৩০	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৮	০৭:৫৯
০৯ আগস্ট	১০ মুহাররম	২৫ শ্রাবণ	মঙ্গলবার	০৪:১০	০৫:৩১	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৭	০৭:৫৭
১১ আগস্ট	১২ মুহাররম	২৭ শ্রাবণ	বৃহস্পতি	০৪:১২	০৫:৩২	১২:০৪	০৩:২৯	০৬:৩৫	০৭:৫৬
১৩ আগস্ট	১৪ মুহাররম	২৯ শ্রাবণ	শনিবার	০৪:১৩	০৫:৩৩	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:৩৪	০৭:৫৪
১৫ আগস্ট	১৬ মুহাররম	৩১ শ্রাবণ	সোমবার	০৪:১৪	০৫:৩৩	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:৩২	০৭:৫২

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−২	−১	−১	−১	−১
গাযীপুর	−১	০	+১	০	+১
শরীয়তপুর	+২	+১	−১	−১	−১
নারায়ণগঞ্জ	০	০	−১	−১	−১
টাঙ্গাইল	০	+২	+৩	+৩	+৩
কিশোরগঞ্জ	−৪	−১	০	০	+১
মানিকগঞ্জ	+১	+২	+২	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	০	−১	−১	−১
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	+২	+১	−১	০	−১
গোপালগঞ্জ	+৪	+৩	০	+১	০
ফরিদপুর	+২	+৩	+২	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	−৩	+২	+৫	+৪	+৫
ময়মনসিংহ	−৩	০	+৩	+২	+৩
জামালপুর	−২	+২	+৫	+৪	+৫
নেত্রকোণা	−৫	−১	+২	+১	+২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৬	+৫	+৩	+৪	+৩
সাতক্ষীরা	+৮	+৬	+৩	+৩	+২
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৫	+৪	+২	+২	+২
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৭	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৪	+৬	+৬	+৫	+৬
মাগুরা	+৪	+৪	+৩	+৩	+৩
খুলনা	+৬	+৪	+১	+২	+১
বাগেরহাট	+৬	+৩	০	০	−১
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৪	+৫	+৪

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+৪	+১	−২	−১	−২
পটুয়াখালী	+৪	+১	−৪	−৩	−৪
পিরোজপুর	+৫	+২	−১	−১	−২
বরিশাল	+৩	+১	−৩	−২	−৩
ভোলা	+২	−১	−৪	−৩	−৪
বরগুনা	+৬	+২	−৩	−২	−৩

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+১	+৩	+৫	+৪	+৫
পাবনা	+৪	+৫	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+১	+৫	+৭	+৬	+৭
রাজশাহী	+৫	+৮	+৯	+৮	+৯
নাটোর	+৩	+৬	+৭	+৭	+৮
জয়পুরহাট	+১	+৬	+৯	+৮	+১০
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৬	+৯	+১১	+১০	+১১
নওগাঁ	+২	+৬	+৯	+৮	+৯

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	−১	+৮	+১৪	+১৩	+১৫
দিনাজপুর	+১	+৭	+১২	+১১	+১৩
লালমণিরহাট	−৩	+৪	+৯	+৮	+১১
নীলফামারী	−১	+৭	+১২	+১১	+১৩
গাইবান্ধা	−২	+৪	+৮	+৭	+৮
ঠাকুরগাঁও	০	+৮	+১৪	+১২	+১৫
রংপুর	−২	+৫	+১০	+৯	+১১
কুড়িগ্রাম	−৪	+৩	+৮	+৭	+৯

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−২	−৩	−৪	−৪	−৪
ফেনী	−২	−৪	−৬	−৫	−৬
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৪	−২	−২	−২	−২
রাঙ্গামাটি	−৪	−৭	−১০	−১০	−১০
নোয়াখালী	০	−২	−৫	−৫	−৫
চাঁদপুর	০	−১	−২	−২	−৩
লক্ষ্মীপুর	০	−১	−৪	−৩	−৪
চট্টগ্রাম	−২	−৫	−৯	−৯	−১০
কক্সবাজার	০	−৬	−১৩	−১১	−১৩
খাগড়াছড়ি	−৫	−৬	−৮	−৮	−৮
বান্দরবান	−৩	−৭	−১২	−১০	−১২

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−১০	−৫	−৩	−৪	−২
মৌলভীবাজার	−৮	−৫	−৩	−৪	−৩
হবিগঞ্জ	−৬	−৪	−২	−৩	−২
সুনামগঞ্জ	−৮	−৪	−১	−১	০

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

হজ্জ ও ওমরাহ

পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

অনলাইনে অর্ডার করুন

www.hadeethfoundationbd.com

বইটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়

- হজ্জ ও ওমরাহ্‌র পরিচয় ও গুরুত্ব।
- হজ্জ ও ওমরাহ্‌র বিস্তারিত বিবরণ।
- হজ্জ সংশ্লিষ্ট এবং হজ্জের প্রয়োজনীয় দো'আ সমূহ।
- হজ্জ পালনকালে কতিপয় ত্রুটি-বিচ্যুতি।
- মক্কা-মদীনার প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের বিবরণ।
- এক নযরে হজ্জ।

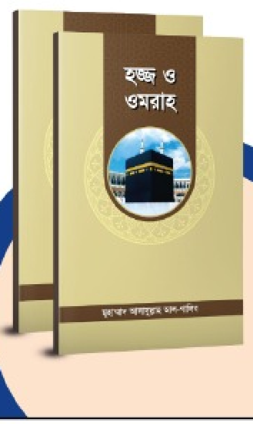

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 25, Issue 10, July 2022

আল-মারকাযুল ইসলামী
আস-সালাফী (বালিকা শাখা)
নওদাপাড়া রাজশাহী

রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় তিন হাযার শিক্ষার্থীর আবাসন ও পাঠদান সুবিধা সম্বলিত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (বালিকা শাখা)-এর বৃহদায়তন ক্যাম্পাসের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পে ৫টি আবাসিক, ২টি একাডেমিক ও ১টি প্রশাসনিক ভবনসহ ১টি স্টাফ কোয়ার্টার এবং ১টি বৃহদায়তন মসজিদ থাকবে ইনশাআল্লাহ।

উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে আন্তরিক ভাবে সহযোগিতা করুন!

নির্মাণাধীন ভবনের মাস্টারপ্লান

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৩৬৬
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।
বিকাশ নং : ০১৭৯৬-৩৮১৫৪২।

গুরুত্বপূর্ণ দো'আ ও যিকর সমৃদ্ধ ৩টি বই

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০ ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১